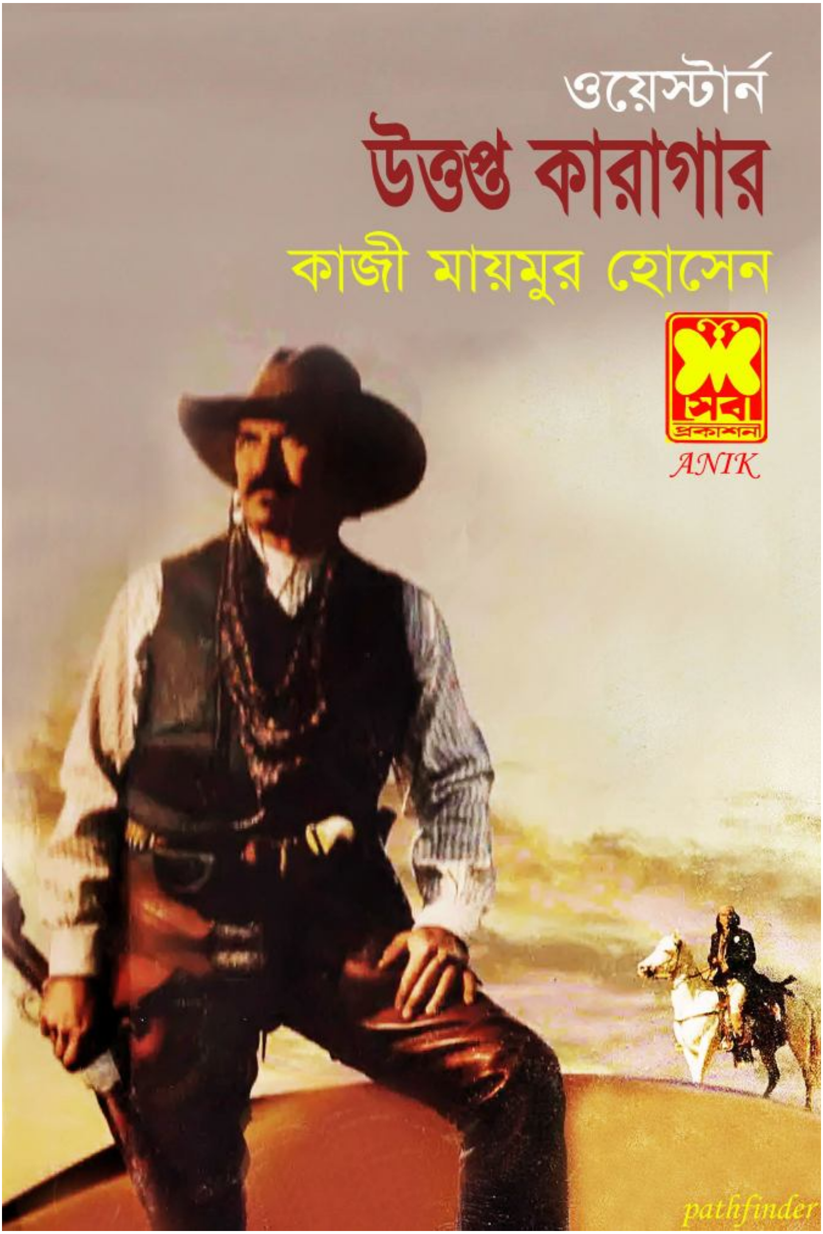

ওয়েস্টার্ন
উত্তপ্ত কারাগার
কাজী মায়মুর হোসেন
সেবা
প্রকাশনী
ANIK
pathfinder

ওয়েস্টার্ন

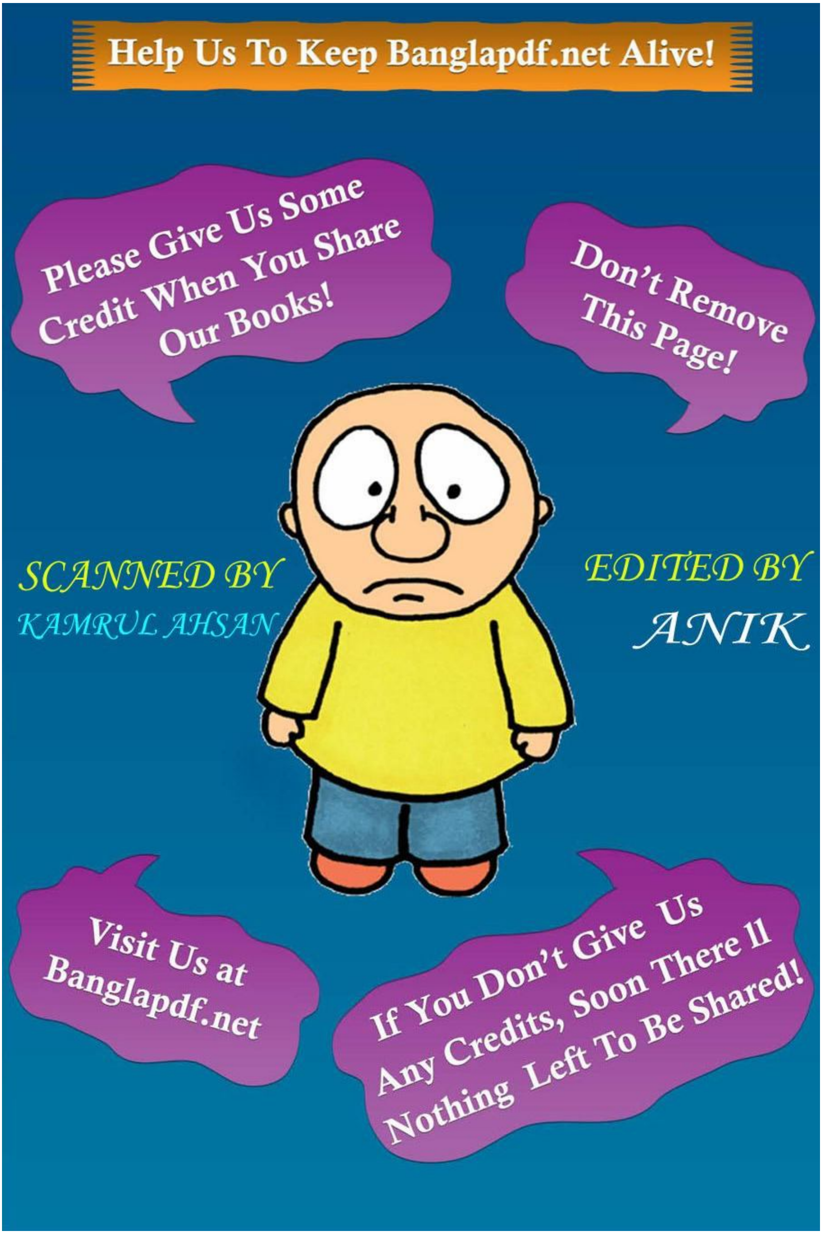
উত্তপ্ত কারাগার

কাজী মায়মুর হোসেন

ইউমা কারাগার, আস্ত একটা নরক–পালিয়ে বাঁচতে পারেনি যেখান থেকে আজও কেউ। ইউমা মরুভূমি। দুর্গম, বিরান এক অতি তপ্ত উনুন। সেই জেলখানা থেকে পালাল চার কয়েদী। তাদের সঙ্গে জুটে গেল অপূর্ব সুন্দরী লিনিয়া টেইলর। কয়েদীরা চাইছে ডাকাতি করা দেড় লাখ ডলারের সোনা নিয়ে মেক্সিকোতে চলে যেতে, কিন্তু লিনিয়া টেইলর–কী চায় সে?
পলাতকদের মধ্যে আছে অপরাধী সাব্যস্ত বাউন্টি হান্টার রে জনসন। কিন্তু অ্যাবেগেইল কার্লটন গোপনে তাকে বেনন নামে সম্বোধন করছে কেন?
পিছনে ধাওয়া করে আসছে দুর্ধর্ষ খুনে ইয়াকি ইন্ডিয়ান যোদ্ধা দল। সামনে পঞ্চাশ মাইল ঊষর মরু।
উত্তপ্ত কারাগারে যেন বন্দি হলো ওরা। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস আর প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে টিকে থাকতে হবে জ্বলন্ত মরুতে। সোনাগুলোর কী হবে?
শুরু হলো একের পর এক অঘটন।
আগে কখনও নিশ্চিত মৃত্যুর আগমনী ধ্বনি এতো স্পষ্ট ভাবে শোনেনি রক বেনন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
SCANNED BY
KAMRUL AHSAN
EDITED BY
ANIK
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী প্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ। **আবু মাহদী:** গাঞ্জার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুন্ময় আচার্য:** অপবাদ।

এক

কলোরাডো নদীর মোহনার কাছে পুবদিকে ইউমা মরুভূমি, ঠিক যেন উত্তপ্ত এক জ্বলন্ত চুলো। তবে অগ্রসরমান চার রাইডারের তিনজনই ইয়াকি ইন্ডিয়ান, মাথার উপরে আকাশে অলস চক্কর দেওয়া শকুনগুলোর মতোই খর উত্তাপে তারা অভ্যস্ত। চতুর্থ লোকটা অবশ্য ইয়াকি নয়, তবে সে-ও নির্বিকার। গরমে কোন প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না সে-ও। লাশ কখনও প্রতিক্রিয়া দেখায় না।

ইয়াকিরা এখন মরুভূমির যে-অংশ দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে বালি জমাট বাঁধা, সামনে শক্ত জমিন, ধু-ধু প্রান্তর। ডানদিকে বালির ঢিবি।

চারদিন আগে মৃত লোকটা তার ঘোড়াটাকে মেরেছে ওই বালির ঢিবির রাজ্যে প্রবেশ করে। পালাতে ব্যস্ত ছিল সে, অ্যাডায়ার উপসাগরে পৌঁছে তার জন্য অপেক্ষমাণ জাহাজে উঠতে এতোই উদগ্রীব ছিল যে, বড় বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগে টেরও পায়নি, ঘোড়াটাকে খাটিয়ে মেরে ফেলছে।

যতোই কেউ নিচু ক্রিওসোট বা বওরো ঝোপের আড়াল নিয়ে এগোনোর চেষ্টা করুক, দিনের বেলায় মরুভূমি পাড়ি দেওয়া অসম্ভব, চেষ্টা করে দেখা অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু থামবার সময় ছিল না তার। বিশ বছর জেল খাটতে না চাইলে ব্যাপারটা ছিল—হয় পালাও, নয় জেলে পচে মরো। কাজেই পালিয়েছিল

সে। মারা পড়েছে স্বাভাবিক ভাবেই।

ইউমা মরুভূমির মাঝ দিয়ে পার হতে গেলে বাঁচে না কেউ। কারণ? জ্বলন্ত কয়লার মতো উত্তাপ, পানি-শূন্যতা, দুর্গম রুক্ষ প্রান্তর।

তোবড়ানো ক্যাভালরি হ্যাট পরা ইয়াকিরা তাকে খুন করবার আগে কথাটা জানাতে পারত, কারণ সতেরোটা লাশ ফেলে প্রচুর বাউন্টি মানি পকেটে পুরেছিল লোকটা, ইউমা থেকে পালিয়ে আসবার আগে ওয়ার্ডেনের অফিস থেকে পুরস্কারের টাকাগুলো চুরিও করে নিয়েছিল। মহা আনন্দে বেশ কিছুদিন কাটত তার। অ্যাডায়ার উপসাগরে বোট অপেক্ষা করছে লোকটার জন্য, ইয়াকিরা তা জানে না। জানতে অতো আগ্রহও নেই তাদের। লাশটা ফেলে দেওয়া দরকার, তাই করেছে তারা লোকটার টাকাগুলো পকেটে পুরেছে। এখন সরকারী পুরস্কারের জন্য ফিরে চলেছে ইউমা কারাগারের দিকে।

ইউমা জেলের নতুন কয়েদী দুর্ধর্ষ গানম্যান কুখ্যাত ডাকাত লোনি মিনডো কিন্তু বোটের খবরটা জানে। পলাতক কয়েদীর একমাত্র বিশ্বাসভাজন লোক ছিল সে। ম্যাগুইয়ারের পরিকল্পনা অজানা ছিল না তার। তার জানা আছে, পরবর্তী দুই সপ্তাহ সাগর-সৈকতের নির্দিষ্ট জায়গায় বিকেল বেলা হাজির থাকবে একটা বোট। বোট যারা চালাচ্ছে তাদের ভাল পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। অপেক্ষা করবে তারা। আশা করবে মরুভূমি পেরিয়ে আরও অন্তত এক দু'জন যাত্রী ঠিকই তাদের কাছে পৌঁছুতে পারবে। সবাইকে তুলে নেবে তারা, বাড়তি মুনাফা হবে, কাজেই কোন প্রশ্ন করবে না, জাহাজে করে পৌঁছে দেবে মেক্সিকোর বন্দর-নগরী ম্যাযাটলানে।

ম্যাগুইয়ারকে নিয়ে পালানোর ইচ্ছে ছিল মিনডোর, কিন্তু সুযোগ যখন এলো, ম্যাগুইয়ার ছিল একা। সুযোগটা নেয় সে। পেছনে পড়ে থাকতে হয়েছে মিনডোকে, কিন্তু সেজন্য একই

সেলের প্রাক্তন বাসিন্দাকে দোষ দিচ্ছে না সে। নিজে হলেও সে পালানোর সুযোগটা নিতই।

এখন তাকে অপেক্ষা করতে হবে।...ম্যাগুইয়ার কি পেরেছে শেষ পর্যন্ত?

হঠাৎ ঘণ্টির আওয়াজ শুনতে পেল সে। একবার...দু'বার ...তিনবার ...চারবার!

বন্দিশালার দরজা খুলে আবার বন্ধ হলো। ঘটাং ঘট আওয়াজ হলো ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষে।

উঠে বসে খসখস করে খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা গাল চুলকাল লোনি মিনডো। কেউ একজন এসেছে।...কিন্তু এই সময়ে? ছ'টাও বাজেনি!

বাইরে গেটের কাছে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। দূরত্ব যথেষ্ট হলেও নীরব বাতাসে স্পষ্ট ভেসে এলো বক্তব্য। 'আরেকটাকে ধরে এনেছে।'

'কে লোকটা?'

'আর কে! ছয়মাসে মাত্র একজন এখান থেকে পালাতে পেরেছিল।'

'ম্যাগুইয়ার!'

'হ্যাঁ।'

পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকল মিনডো, মাথাটা হঠাৎ করেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। ম্যাগুইয়ার খতম! তবে বোট অ্যাডায়ার উপসাগর থেকে চলে যাবে তার দেরি আছে এখনও। ম্যাগুইয়ার চেয়েছিল চোদ্দোদিনের প্রথম দিনেই বোটের কাছে পৌঁছে যেতে। ছয়দিন সে রেখেছিল জেল থেকে পালাবার জন্য সময় লাগতে পারে এই হিসেবে। বিচারের সময়ই লোক ঠিক করে ফেলে সে। ইউমায় ঢুকবার পরে বাকি তেরোদিন ছিল বাড়তি সতর্কতা। কোন কারণে যদি দেরি হয়, সেজন্য।

ওই বোটে যারা আছে তারা জানেও না ম্যাগুইয়ার মারা

গেছে। আরও কেউ যদি ওপর্যন্ত পৌঁছুতে পারে, তা হলে বোট তাকে বা তাদের তুলে নেবে, একটা প্রশ্নও না করে নামিয়ে দেবে ম্যাযাটলানে।

ম্যাগুইয়ার মরেছে, কিন্তু ওর মৃত্যু সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়ে গেছে।

লোনি মিনডোর চিন্তার জাল ছিন্ন হলো চাবির ঝনঝনানি আর বুট ঠুকবার শব্দে। দরজাগুলো খুলছে প্রহরীরা, দিনের মতো সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত কয়েদীদের বের করে আনছে কাজে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য।

হাজির হয়েছে জেলার, মেঝের সঙ্গে বাঁধা বন্দিদের পায়ের শেকল খুলে দিচ্ছে তার সঙ্গী ।

'আজকে আমি কিছুতেই পারব না,' প্রায় ককিয়ে উঠল স্যাম মেট্স্। 'আমার...'

'ছুঁচোর মতো মুখটা বন্ধ করো তো!' খেঁকিয়ে উঠল লোনি মিনডো।

'চোপ! বুট পরে নাও!' ইতিমধ্যেই অধৈর্য হয়ে উঠেছে জেলার। কঠোর লোক সে, কাউকে আস্কারা দেয় না। তবে তার সঙ্গী মিলার লোকটা গার্ড হিসেবে ভাল, ঠাণ্ডা মাথার মানুষ, অযথা অত্যাচার করে না। বাড়াবাড়ি না করলে দয়াপরবশত আইনের ফাঁক বের করে একটু শিথিলতার সুযোগ করে দেয় সে বন্দিদের।

'আমি পার...'

স্যাম মেট্সের পাঁজরে বুটের এক জোরাল খোঁচা দিল জেলার। 'উঠে দাঁড়া!'

'প্লীইইইজ!'

চাবির গোছা দিয়ে মাথায় বাড়ি মারবে বলে হাত তুলেছিল জেলার, গার্ড মিলার বলে উঠল, 'থাক্, ওকে শুয়ে থাকতে দিন। কাল দশ ঘা চাবুক খেয়েছে ও।'

নিষ্ঠুর চেহারায় হাসির রেখা দেখা দিল জেলারের। 'এখন

আরও দশ ঘা খাবে ও!'

'জুতো পরে নাও, বাছা,' নরম সুরে বলল মিলার। 'ডাক্তারের কাছে গিয়ে একবার ক্ষতগুলো পরীক্ষা করে দেখাও।'

কষ্ট পেয়ে হলেও ধীরে ধীরে স্যাম মেট্‌স্‌কে জুতো পরতে হলো, বন্দিশালার করিডরে লাইনে দাঁড়াল সে।

মার্চ করে এগোনোর সময় কম সাজা পাওয়া বন্দিদের সেলের দিকে তাকাল সে। প্রত্যেকটাতে দেখতে পেল দাড়ি কামানো পরিষ্কার চেহারার কয়েদী। মনে ঈর্ষা জাগল ওর। নিজেদের আরামদায়ক বাঙ্কে পাতা বিছানা ঠিকঠাক করছে তারা। অনেক আরামে আছে ব্যাটারা, অন্তত ওর চেয়ে, তিক্ত মনে ভাবল মেট্‌স্‌। ওকে রাখা হয়েছে ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি সেলে, শুতে হয় শক্ত পাথরের শীতল মেঝেতে।

ডাকাতির অভিযোগে বিচার হওয়ার পরে আজ ছয়দিন হলো ইউমা কারাগারে ভরে দেওয়া হয়েছে ওদের।

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে তাকাল তারা রে জনসনের সেলের ভিতরে। গায়ে শার্ট নেই, কোমর পর্যন্ত উদোম, ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে দেখছেন।

'ডক?' এক সেকেন্ড অপেক্ষা করে ডাক দিল মিলার।

'এক মিনিট, গার্ড। চাবুকের ক্ষতগুলোয় মলম লাগিয়ে নিই।'

কালকে অদ্ভুত সরল দৃষ্টিসম্পন্ন কিন্তু কঠোর চেহারার রে জনসনের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল ইউমা কারাগারের তিন প্রধান বন্দি-নেতার। অপমান আর তাচ্ছিল্য মিশ্রিত কথায় ব্যাপারটা মারামারিতে গড়ায়।

সবাই মনে করেছিল মস্তানদের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে কয়েক মাস পড়ে থাকবে বেয়াড়া জনসন লোকটা। ভুল ভেবেছিল তারা। দুই নেতা এখন হাসপাতালে। তৃতীয়জন তার চ্যালাদের দিয়ে সারা শরীর টেপাচ্ছে গতকাল থেকে। তবে রেহাই পায়নি জনসনও, কারাগারের নিয়ম ভঙ্গ করবার দায়ে জেলারের নির্দেশে

বিশ ঘা চাবুক পেটা করা হয়েছে তাকে। অবাক হয়ে গেছে সবাই লোকটাকে আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস কাঁপানো তো দূরের কথা, টুঁ শব্দ করতে না দেখে।

'ঠিক আছে, জনসন।' পাশ থেকে ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মিলারের দিকে তাকালেন ডাক্তার উইলিয়াম। 'কী ব্যাপার, মিলার?'

মেট্‌স্‌কে দেখাল মিলার। 'এ বলছে অসুস্থ।'

'ও, মেট্‌স্‌।' সেল থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার, বন্দির শার্ট তুলে চাবুকের আঘাতে কালসিটে পড়ে যাওয়া পিঠ দেখলেন। 'ঠিকই আছে। ক্ষত শুকাতে শুরু করেছে, চিন্তার কিছু নেই।'

এদিকে গায়ে শার্ট চাপিয়েছে রে জনসন, গলায় পেঁচিয়ে নিল নীল রুমাল। তার দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে আছে টাইরেল টাইসন, ঠোঁট বাঁকা করে নোংরা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কনুইয়ের গুঁতোয় তাকে থামিয়ে দিল লোনি মিনডো।

'কাজ ফেলে কিন্তু বসে থেকো না,' মেট্‌স্‌কে হতাশ করে উপদেশ দিলেন ডাক্তার, 'পিঠের পেশি আড়ষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

'কাজ করতে বলছেন আমাকে?' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না মেট্‌স্‌।

'নিশ্চয়ই!' জানালেন ডাক্তার।

হতাশ মেট্‌স্‌ চলল তার কাজের জায়গার দিকে।

করিডরে বেরিয়ে এলো জনসন, হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভাঙার কাজ ওর, রওনা দেবে মাঠের দিকে, কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হলো। তিন ইয়াকি একটা শরীর বয়ে আনছে। মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেল। চিনতে দেরি হলো না, যদিও মৃত্যু তার নিষ্ঠুর ছাপ ফেলেছে। বুলেটের আঘাতে উড়ে গেছে এক পাশের গাল। শুকনো খয়েরী রক্তের কারণে আরও খারাপ লাগছে দেখতে। মাছি ভিনভিন করছে লোকটার মুখে।

ওয়ার্ডেনের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল একজন প্রিযন

ক্লার্ক। 'স্যার, ম্যাগুইয়ারের দেহ নিয়ে আসা হয়েছে আপনার দেখার জন্যে।'

বিরক্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ভেতর থেকে। 'আমার দেখতে হবে কেন! তুমি চিনছ না?'

ক্লার্কের চেহারা একেবারেই নিস্পৃহ থাকল। ওয়ার্ডেনের অলসতায় সে অভ্যস্ত। 'নিয়ম, স্যার। আপনি না দেখলে চলে না।'

অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ভ্রূ কুঁচকে লাশের মুখ দেখল ওয়ার্ডেন। বিরক্ত চেহারায় বলল, 'দেখলাম। এ-ই ও। মনে হচ্ছে দোজখ থেকে ঘুরে এসেছে।'

'মরুভূমি, স্যার। ওই দোজখই। এমনিতেই তৃষ্ণায় মরত। বেঁচে গেছে গুলি খেয়ে মরে।'

অফিসের দিকে ফিরল ওয়ার্ডেন। 'গুলি খেয়েই মরে বাঁচে এরা, কি বলো?'

'জ্বী, স্যার। মরলে তো আর পানি লাগে না। ওখানে পানির বড্ড অভাব।'

'ঠিক আছে, ওটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। দেখো, যাতে ঠিক মতো কবর হয়। আর নামটামও লিখে দিয়ো কবরের ফলকে। মনে হয় না কেউ আসবে, তবুও বলা যায় না, ওর আত্মীয়-স্বজন পরে হয়তো দেহটা চাইতে পারে।'

'ওরো?' এক পা সামনে বাড়ল প্রকাণ্ডদেহী এক ইয়াকি ইন্ডিয়ান। হ্যাকার নাম তার। নিষ্ঠুর চেহারায় চাতুরি আর লোভের ছাপ।

'ওদের টাকা দিয়ে দাও,' নির্দেশ দিল ওয়ার্ডেন। ক্লার্কের কাছ থেকে কাগজ নিয়ে সই করল। 'যা-ই করুক, এভাবে কোন সাদা মানুষকে বুনো শুয়োরের বাচ্চাগুলো অসহায় ইঁদুরের মতো তাড়া করে মারবে এটা আমার পছন্দ নয়।'

ক্লার্ক লোকটা বর্ণবাদী নয়। শুকনো মুখে বলল, 'স্যার, এটাই

তো ওদের জীবিকা, মানে যারা আর কী দুর্গের কাছাকাছি থাকে। এদের ট্রেনিং দিয়ে নিলে ভাল যোদ্ধা হতে পারত। ভেতরে জিনিস আছে ইয়াকিদের।'

'বুনো রক্তপিশাচ একেকটা।'

চট করে লালচে চোখে বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকা ইন্ডিয়ান নেতাকে দেখল ক্লার্ক। 'অনেকে, স্যার। সবাই নয়।'

টাকা নিয়ে ফিরবার সময় জনসনের চোখে চোখ পড়ল সুঠামদেহী ইন্ডিয়ান নেতার। চুম্বকের মতো আটকে গেল হ্যাকার আর বেননের চোখের মণি। যেন দুটো সিংহ, নিজস্ব এলাকার দখল বজায় রাখবার জন্য লড়াই করবে, মনস্থ করেছে। পরস্পরকে মেপে নিল তারা এক মুহূর্তে। জনসনের জুতো জোড়া পছন্দ হয়েছে লোকটার। আঙুল তুলে ওটা দেখাল সে। 'একদিন ওটা আমার হবে।'

'হয়তো,' ঠাণ্ডা শোনাল জনসনের কণ্ঠ। আরও কয়েক সেকেন্ড দু'জনের চোখের লড়াই চলল, তারপর ইন্ডিয়ান নেতা চোখ সরিয়ে নিতেই নিজের পথে পা বাড়াল জনসন।

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি। পাথর ভাঙতে ভাঙতে কাঁধের পেশি ধরে আসতে চায়, মনে হয় ভেঙেই যাবে এবার মেরুদণ্ড।

প্রতিবার বাড়ি পড়তেই আগুনের ফুলকি ছুটছে পাথর আর হাতুড়ির সংঘর্ষের ফলে।

একটানা কাজ করে চলেছে রে। পাশেই লোনি মিনডো আর টাইরেল টাইসন। তিনজনই কঠোর লোক। নীরব প্রতিযোগিতা চলছে তাদের মধ্যে। তিনজনের সামনেই জমছে পাথরের টুকরোর স্তূপ। একের পর এক গর্ত তৈরি করে চলেছে তারা, ফিউজ লাগানো ডিনামাইট পুরে দিচ্ছে গর্তে।

রোদের কারণে বেলে-পাথর জ্বলন্ত উনুনের মতো তাপ ছাড়ছে। আজকে প্রতিদিনের তুলনায় অসুস্থের সংখ্যা কম। মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছে মাত্র দু'জন কয়েদী।

একসময় শেষ হয়ে এলো বেলা, পশ্চিমে হেলে পড়ল তপ্ত সূর্য। কাজ করে চলেছে জনসন, কিন্তু অন্য চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে আছে মগজ। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপর...

বিরাট ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে, কিন্তু এছাড়া কোন উপায়ও নেই।

ও জানে না, একই চিন্তা চলছে ল্যোনি মিনডোর মাথায়। দরদর করে ঘামছে সে, ভয় লাগছে, কিন্তু সে-ও মনস্থির করে ফেলেছে। যা জরুরি তা করতেই হবে। এখনই মেক্সিকান ঠাণ্ডা বিয়ারের স্বাদ জিভের ডগায় পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে তার। অথবা টেকিলা আহ্! আর বড়জোর তিন ঘণ্টা, তারপরই...

সবচেয়ে কাছের গার্ড মিলার, উত্তপ্ত বিকেলে ক্লান্ত পায়ে বন্দিদের দিকে এগোল সে। দেখল, কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে এরা। অন্য বন্দিদের দ্বিগুণ কাজ করেছে।

'সবার চেয়ে বেশি কাজ করেছ তোমরা,' থেমে দাঁড়িয়ে বলল মিলার। 'এবার যাও, যন্ত্রপাতি রেখে বিশ্রাম নাওগে। আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে।'

কোমরে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল টাইরেল টাইসন, চেহারায় চাতুরির ছাপ। 'ধন্যবাদ, স্যার,' বিড়বিড় করে বলল। 'আগামীকালের জন্যে শক্তি সঞ্চয় করে রাখা সত্যিই দরকার।'

যন্ত্রপাতি এক করতে শুরু করল সে। মিলার একবার চোখ ফেরাতেই চট করে একটা ছেনি সরিয়ে ফেলল পাথরের খাঁজে। ব্যাপারটা মিনডোর সঙ্গে আলোচনা করাই ছিল। ওরা জানল না, রে জনসনও খেয়াল করেছে। দূরে বিকট আওয়াজ হলো, প্রকম্পিত হলো চারপাশ। সারাদিনের তৈরি গর্তগুলোয় ডিনামাইটের স্টিক রেখে খুঁচিয়ে ভেতরে ভরে দেওয়া সারা, এবার ঘটানো হয়েছে বিস্ফোরণ।

চারপাশে শেষবারের মতো নজর চালিয়ে নিল মিনডো, ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জায়গাটা কেমন থাকবে ভাবছে। চোখ আটকে গেল স্যাম মেট্সের ওপরে।

পাথর-খণ্ড ভরা টুকরি মাথায় তুলতে হিমশিম খাচ্ছে ফিচকে ব্যাটা। পুরোটা সাজা কারাগারে কাটাতে হবে না সুযোগসন্ধানী চতুর লোকটার, ভাবল মিনডো, জেল খেটে আর বের হতে হবে না তাকে, তার বহু আগেই খাটুনির চোটে পটল তুলবে।

টাইসনের পাশে পা বাড়াল মিনডো, টুল শেডের দিকে চলেছে। বিশ্বস্ত এক কয়েদী অর্থাৎ ট্রাস্টি সেখানে ওদের যন্ত্রপাতি গুনে বুঝে নেবে।

রে জনসনও নিজের শাবল আর হাতুড়ি নিয়ে রওনা দিল ওদের পেছনে।

'এতো আগে!' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল বহুদিনের বন্দি লোকটা। 'মিলার বোধহয় বেশি নরম হয়ে যাচ্ছে।' অবজ্ঞা ভরে হাসল। 'ঠিক হ্যায়, টাইসন, তোমার হাতুড়ি দাও।'

পাথর-ভাঙা হাতুড়িটা দরজার পাশের তাকে তুলে রাখল টাইসন, ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে দাঁড়ানো মিনডোর দিকে তাকাল চট করে। মুখের ভেতরটা শুকনো ঠেকছে তার। ধড়ফড় করছে বুক। এখন যেকোন সময়...

ছেনি আর হাতুড়ি তাকে তুলে রাখল মিনডো। ভ্রূ কুঁচকে অন্য বন্দির দিকে তাকাল ট্রাস্টি। 'টাইসন, তোমার ছেনি কোথায়?'

'বোধহয় ভুলে ফেলে এসেছে,' জবাবটা দিল মিনডো। 'আগে ছুটি পেয়ে তাড়াহুড়ো করেছি। কালকে সকালে আর এখান থেকে কষ্ট করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না ওটা টাইসনকে।'

মাথা নাড়ল ট্রাস্টি। 'নিয়ম তো জানো। টাইসন, শীঘ্রি গিয়ে নিয়ে এসো ওটা।'

রওনা হলো টাইসন, স্নায়ুগুলো উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে তার। জানে, কাজের জায়গায় গিয়ে ছেনিটা যখন তুলবে সে, ক্ষণিকের জন্য তাদের গার্ডের চোখের আড়ালে থাকবার সুযোগ পাবে। টুল শেডে থাকা ট্রাস্টিও ওকে দেখতে পাবে না।

তাদের গার্ড এখন দূরের বন্দিদের ওপর নজরদারি করছে।

ভাল।

নিজের যন্ত্রপাতি বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো রে জনসন, নিজের সেলে না ফিরে টুল শেডের ছায়ার আড়ালে এসে দাঁড়াল। নিজেরও একটা পরিকল্পনা আছে তার। সেভাবেও পালানো সম্ভব ইউমা থেকে। কিন্তু কাউকে আহত করবার ইচ্ছে নেই তার, ফলে কাজটায় অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে হবে। দেখা যাক, অন্য কেউ যদি সুযোগ করে দেয়, তা হলে অসুবিধে কী!

ছেনি খুঁজতে গিয়ে এক হাঁটু গেড়ে বসল টাইরেল টাইসন, বহু কষ্টে সংগ্রহ করে রাখা ম্যাচের কাঠি জ্বেলে ডিনামাইটের ফিউজে আগুন ধরাল একটার পর একটা। এবার ছেনিটা তুলে নিয়ে ফিরতি পথ ধরল

তার জানা আছে ঠিক কতোক্ষণ পরে ফিউজ পুড়ে যাবে, বিস্ফোরিত হবে ডিনামাইট, তারপর কী পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। সেটাই পালানোর পক্ষে উপযুক্ত মুহূর্ত

খুবই ঠাণ্ডা মাথার হিসেবি লোক লোনি মিনডো, আলোচনার সময় কোন সম্ভাবনাই বাদ দেয়নি সে। কাজেই পালানোর পরে ইয়াকিদের তরফ থেকে কী ধরনের বিপদ আসতে পারে সেটা টাইসনের মাথায় ঘুরছে।

মিনডো স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে, ইয়াকিদের ব্যাপারে নিশ্চিত করে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়, কীভাবে তাদের ঠেকাতে হবে তা-ও পরিস্থিতির উপরে নির্ভর করবে। সোজা কথায় ইয়াকিদের পিছনে ফেলে দিতে হবে দ্রুত এগিয়ে। তা যদি না পারা যায়, তা হলে লড়াই করে পথ করে নিতে হবে নিজেদেরই। তাতে টাইরেল টাইসনের আপত্তি নেই। বিশ বছর ইউমা নামের এই দোজখে থাকবার চেয়ে পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরাও ঢের ভাল।

টুল শেডে পৌঁছে ট্রাস্টির দিকে চেয়ে টিটকারির হাসি গোপন করল সে, ছেনিটা বাড়িয়ে দিল। 'এবার খুশি তো?'

আমার খুশি-অখুশির ব্যাপার না,' গোমড়া চেহারায় জানাল ট্রাস্টি। 'নিয়ম নিয়মই। আমাদের নিয়ম মেনে চলতে হবে।'

হাত বাড়িয়ে দিল সে ছেনি নিতে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে কাজ শেষ হওয়া নীরবতায় প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো প্রথম ডিনামাইট। চমকে গেল ট্রাস্টি, ভ্রূ কুঁচকে উঠল, জ্ঞান হারানোর আগে ভাল মতো বুঝতেও পারল না ছেনি দিয়ে তার মাথায় গায়ের জোরে আঘাত হেনেছে টাইরেল টাইসন মৃত্যু তাকে বেশি যন্ত্রণা দেয়নি।

একের পর এক বিস্ফোরণের আওয়াজ থামতেই এবার শোনা গেল আহত গার্ড আর কয়েদীদের আর্তচিৎকার। দেরি না করে খোলা ময়দানের দিকে দৌড় দিল লোনি মিনডো আর টাইসন। জানে না নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করছে দীর্ঘাকৃতি এক ছায়ামূর্তি। এগিয়ে চলায় তার চিতার ক্ষিপ্রতা।

প্রথম দেহটা আগে চোখে পড়ল মিনডোর একজন গার্ড, পড়ে আছে পাথর আর বালির মধ্যে অর্ধেক চাপা পড়ে। উবু হয়ে লোকটার গানবেল্ট আর সিক্সগান খুলে নিল সে দ্রুত হাতে, রাইফেলটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সামনে বাড়ল আবার।

ঘন ধুলোর মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছে দিশেহারা আহত গার্ড আর কয়েদীরা। টলতে টলতে ইতিমধ্যে বেরিয়েও এসেছে কয়েকজন, প্রত্যেকের সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত। একজন গার্ডের মাথায় সিক্সগান নামিয়ে আনল মিনডো। লোকটা পড়ে যাওয়ার আগেই কলার ধরে ফেলল টাইসন, নিজের অস্ত্র সংগ্রহে মিনডোর চেয়ে বেশি দেরি হলো না তার।

দৌড়ের ওপর আহতদের পাশ কাটাল দু'জন, ময়দান পেরিয়ে চলে এলো গেটের সামনের রাস্তায়। আগেই জানে, এ-সময়ে ওখানে ওয়ার্ডেনের জন্য অপেক্ষা করে একটা ছয় ঘোড়ায় টানা ওয়্যাগন

অফিস থেকে বের হয়ে এসেছে ওয়ার্ডেন, তার সঙ্গে বেশ

কয়েকজন গার্ড। ময়দানের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল সবাই। উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা চলছে এখন ওখানে। কঠোর নিয়মের বেড়াজাল ভেঙে পড়েছে পুরোপুরি। যারা আহত হয়নি তারা ছুটছে আহতদের সাহায্য করতে, আর কোনদিকে খেয়াল নেই।

ওয়ার্ডেনের নির্দেশে সাহায্য করতে ছুটল তার সঙ্গের গার্ডরা। ছুটবে, ভেবে রেখেছিল মিনডো। ওয়্যাগনের আড়াল থেকে বেরিয়ে একা দাঁড়িয়ে থাকা ওয়ার্ডেনের পাঁজরে সিক্সগান ঠেসে ধরল সে। টাইসন চলে এলো আরেক পাশে, ওয়ার্ডেনের পিস্তলটা খাপ থেকে বের করে নিয়ে গুঁজে রাখল কোমরে।

তিনজনের একজনও জানল না, সেই দীর্ঘাকৃতি ছায়া চট করে ঢুকে পড়েছে ওয়ার্ডেনের অফিসে। সিন্দুক খুলতে পনেরো সেকেন্ড লাগল তার, নিজের টাকার থলে আর অস্ত্র বের করে বেরিয়ে এলো দ্রুত, ওয়্যাগনের তলায় ঢুকে পড়ল কারও চোখে ধরা না পড়েই।

খসখসে গলায় বলল মিনডো, 'তোমার বিরুদ্ধে আমাদের কোন ব্যক্তিগত ক্ষোভ নেই, ওয়ার্ডেন। বাঁচতে চাইলে ওয়্যাগনের দিকে চলো।'

'কক্ষনো না!'

'ওয়ার্ডেন,' শীতল শোনাল মিনডোর গলা। 'তর্ক করার সময় নেই হাতে। এগোও!'

প্রতিবাদ করতে হাঁ করেছিল ওয়ার্ডেন, তার মাথায় সিক্সগানের নল দিয়ে এক বাড়ি বসিয়ে দিল টাইসন। দু'জনে ধরে শিথিল ওয়ার্ডেনকে ওয়্যাগনের কাছে নিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হলো না তাদের। ঘাড় ধরে লোকটাকে সিটে তুলে ফেলল টাইসন, পাশ থেকে ধরে বসিয়ে রাখল। ড্রাইভিং সিটে বসেছে লোনি মিনডো, রাশে ঝাঁকি দিয়ে মাঝারি গতিতে গেটের দিকে ওয়্যাগন ছোটাল।

টাইসন ওয়ার্ডেনকে এমন ভাবে ধরে রাখল যাতে লোকটাকে

স্পষ্ট দেখা যায়। কাজ হচ্ছে ওদের পরিকল্পনায়! শুধু এখন যদি...

'হল্ট!'

ওয়্যাগন থামাল না মিনডো। গেটের পাশের ওয়াচ টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এলো দ্বিতীয় গার্ড, হাতে উদ্যত শটগান কাঁধে তুলে ফেলল। 'হল্ট! না থামলে গুলি করব!'

'গেট খোলো,' খেঁকিয়ে উঠল মিনডো, 'নইলে ওয়ার্ডেনের মৃত্যুর দায়-দায়িত্ব চাপবে তোমাদের ঘাড়ে।'

দ্বিধায় পড়ে গেল দুই গার্ড, এদিক ওদিক তাকাল উর্ধ্বতন কোন কর্মকর্তার দেখা পাওয়ার আশায়। নেই কেউ। ডেপুটি ওয়ার্ডেন এবং অন্য কর্মকর্তারা ময়দানে ছুটে গেছে আহতদের কাছে।

'তিন সেকেন্ড পাচ্ছ,' শীতল গলায় জানাল টাইসন। 'তারপরই ওয়ার্ডেনের মগজ উড়িয়ে দেব। এক...'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গার্ড। দু'জনই তাদের চাকরির জন্য ওয়ার্ডেনের কাছে ঋণী।

'দুই!'

একজন গার্ড ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল, চলে গেল গেটের পাশের মোটা রশির কাছে, তারপব রশি ধরে টানতে শুরু করল নীচের দিকে। খুলছে গেট, তবে অত্যন্ত ধীর গতিতে। অস্থির বোধ করল মিনডো, টের পাচ্ছে, ভ্রূ বেয়ে সড়সড় করে ঘাম নামছে, ঘাড়ের কাছের ছোট চুলগুলোয় এক অদ্ভুত শিহরণ। যে-কোন মুহূর্তে গোলাগুলি শুরু হয়ে যেতে পারে।

খুলে গেল গেট। ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে সামনে বাড়াল মিনডো, কিছুদূর যাওয়ার পরে হালকা গতি তুলল ওয়্যাগনের। টিলার মাঝখানের খাদ পার হওয়ার সময় সঙ্গীর দিকে তাকাল সে। 'ফেলো শালাকে!'

এক ধাক্কায় অচেতন ওয়ার্ডেনকে মাটিতে ফেলে দিল

টাইসন। চাবুকের আঘাত হানল মিনডো ঘোড়াগুলোর পিঠে, দ্রুত ছোটাতে শুরু করল ওয়্যাগন। গেটের কাছের টাওয়ার থেকে রাইফেলের আওয়াজ ভেসে এলো। তারপর আবার। এমনিতেই দূরত্ব বেশি, তারওপর সামনে বাঁক নিয়েছে পথ, চোখের আড়ালে পড়ে গেল ওয়্যাগন।

এবার বেজে উঠল ইউমার পাগলা-ঘণ্টি! জানিয়ে দিচ্ছে, বন্দি পালিয়েছে।

পথ থেকে ওয়্যাগন সরিয়ে নিল মিনডো, টিলার গায়ের কাছে ঝোপের সারির ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। পাথরের কারণে ঘনঘন ঝাঁকি খাচ্ছে ওয়্যাগন, কিন্তু গতি কমছে না তাতে।

সামনেই পড়ল একটা বালিময় শুকনো খাদ। সেটার ভিতরে ওয়্যাগন ঢোকাল মিনডো। নরম বালির কারণে এখন আর চাকার শব্দ হচ্ছে না। একটা বাঁক ঘুরল তারা, তারপর মিনডো বলল, 'সামনের ওই পাথরটা পেরিয়ে দুটো ঘোড়া খুলে নেবে।'

সেরা দুটো ঘোড়া থেকে হার্নেস খুলতে বেশি সময় লাগল না তাদের। কাজটা শেষ হতেই স্যাডলবিহীন ঘোড়ায় চড়ে বসল তারা, এগিয়ে চলল দক্ষিণে। বালির ওপর দিয়ে চলেছে, স্পষ্ট কোন দীর্ঘস্থায়ী ছাপ পড়ছে না।

একসময় খাদ থেকে বেরিয়ে এলো তারা, কাছেই নদী, তার পাড়ে জন্মেছে উইলো জঙ্গল, সেদিকে এগিয়ে চলল। আগে আগে চলেছে মিনডো। কিছুক্ষণ পরেই সে বাঁক নিল আবার, জঙ্গল ছেড়ে ফিরে এলো মরুভূমির বালি-ঢিবির রাজ্যে।

টাইরেল টাইসন এক ঘোড়া পেছনে আছে তার, প্রশংসার দৃষ্টিতে সঙ্গীকে দেখল। কোন সন্দেহ নেই যে লোনি মিনডো সমস্ত পরিকল্পনা আগেই করে রেখেছে। উইলোর জঙ্গলে ঢুকেছে, যেখানে কোন ট্র্যাকই থাকবে না। তারপর এমন একটা জায়গা দিয়ে যাচ্ছে যেখানে ট্র্যাকিং প্রায় অসম্ভব।

বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে লোনি মিনডো।

প্রথমবারের মতো সময় নিয়ে চিন্তা করল টাইসন। ঠিক সময়ই বেছে নিয়েছে মিনডো পালানোর জন্য। আর কয়েক মিনিট পরেই সূর্য ডুবে যাবে। মরুভূমি অঞ্চলে দ্রুত নামে অন্ধকার। ভোর হওয়ার আগে পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তে এগিয়ে যেতে পারবে তারা।

কিন্তু সন্দেহপ্রবণ লোক টাইসন। সুষ্ঠু পরিকল্পনা করেছে মিনডো, কিন্তু সোনাগুলো হাতে পাওয়ার পরে? তখন তার পরিকল্পনা কী? চিন্তাটা অস্বস্তিকর, কিন্তু মিনডো নিশ্চয়ই কিছু একটা ভেবে রেখেছে। কী ভেবেছে? আগেই ঠিক করে ফেলতে হবে নিজে সে কী করবে।

ভ্রূ কুঁচকে আছে মিনডোর, বোটের কথা ভাবছে সে। সোনা উদ্ধার করে বোটের কাছে পৌঁছে না হয় গেল সে, তারপর? বোটের ক্রুদের সামলাবে কী করে? টাইসন নিশ্চয়ই এব্যাপারে ভেবে একটা কিছু স্থির করেছে। হয়তো লোকটার সাহায্য দরকার হবে তার। তাছাড়া ইয়াকিরা যদি পিছু নেয় তা হলে পরস্পরের সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়বে দু'জনেরই। মুখোমুখি যদি হতে হয় ওই দক্ষ লড়াকু ইয়াকিদের সঙ্গে, তা হলে সহজে উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

বালির একটা ঢিবি পার হয়ে থামল মিনডো, টাইসন পাশে এসে দাঁড়ানোর পরে বলল, 'একটা কথার সোজাসুজি উত্তর দাও। সোনা কোথায় আছে সেটা আর কেউ জানে?'

'পাগল নাকি? কেউ জানে না আর।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল মিনডো। সত্যি যদি সোনার খোঁজ কেউ না জেনে থাকে, তা হলে ইয়াকি বা ওয়ার্ডেনের লোকরা ওদের গন্তব্য আঁচ করতে ব্যর্থ হতে পারে। পালানোর জন্য দূরে সরে যাওয়া স্বাভাবিক হলেও সোনা পাওয়ার আগে পর্যন্ত দক্ষিণের বদলে পুবেই বেশি যেতে হবে তাদের।

কিন্তু কেউ যদি জানে, আর ওয়ার্ডেনকে জানায়, তা হলে

লোকজন নিয়ে আগেই সোনার ধারেকাছে চলে যেতে পারবে লোকটা, ওদের জন্য অপেক্ষা করবে ফাঁদ পেতে। সেক্ষেত্রে এতো কষ্ট না করে মৃত্যুর ঝুঁকি না নিয়ে আবার ইউমাতে ফিরে যাওয়াই ভাল।

'যদি মিথ্যে বলে থাকো, টাইসন,' বলল গম্ভীর মিনডো, 'তা হলে শুধু আমার নয়, তোমার গলাটাও ফাঁসির দড়ির ঝাঁকিতে ভাঙবে। তুমি ছাড়া যদি আর একজনও সোনার খবর জেনে থাকে, তা হলে অন্য কেউ জানবে না এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। আর তার মানেই ফাঁদে পড়ে যাব আমরা।'

'কেউ জানে না,' দৃঢ় শোনাল টাইসনের গলা।

মাত্র একজন জানে, মনে মনে বলল মিনডো। ওই মেয়েটা জানে। বড় বেশি কথা বলে ফেলেছিল ও নিজেকে বিরাট কিছু হিসাবে জাহির করতে গিয়ে। অথচ সে-সময় চুপ করে শোনা দরকার ছিল। সেটাই হতো বুদ্ধিমানের কাজ।

জাহান্নামে যাক মেয়েটা! কিছু যায় আসে না। এতোক্ষণে এই এলাকা ছেড়ে বহুদূরে চলে যাওয়ার কথা তার।

দুই

ওয়্যাগন খাদের ভেতরে ঢুকবার পরেই নীচে নরম বালি বেয়ে নেমে পড়েছে বেনন। দুই তস্করের মতো মরুভূমির দিকে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই ওর আপাতত। সড়কে ফিরে এসেছে। আগে মরুভূমিতে আইনের লোকদের খোঁজাখুঁজি কমুক, তারপর যাওয়া

যাবে ওদিকে। রাস্তা একেবারেই নিরাপদ। কেউ ভাবতেই পারবে না ইউমা থেকে পালিয়ে কেউ খোলা রাস্তা ধরে মনের আনন্দে হাঁটতে শুরু করবে। বেসুরো শিস দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে ও।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে। আকাশের নানা রং ধূসরতার কাছে হার মানছে। পিছনে একটা ওয়্যাগনের আওয়াজ পেল বেনন, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল চার ঘোড়ায় টানা একটা হালকা ওয়্যাগন আসছে। পেছনে একটা স্যাডল চাপানো ঘোড়া বাঁধা। ওয়্যাগনে বসে আছে দু'জোড়া পুরুষ এবং এক নারী।

ওর পাশে এসে থামল ওয়্যাগন। ড্রাইভিং সিটে বসা দৈত্যাকৃতি লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'চলেছ কোথায়, মিস্টার?'

'গোল্ড সিটি।'

'সোনার খোঁজে যদি থাকো তা হলে ওটা ভাল কোন জায়গা নয়। কিচ্ছু পাওয়া যায়নি ওখানে।'

'আমার হয়তো কপাল খুলবে।'

'উঠে পড়ো আমার পাশে। ওদিকেই যাচ্ছি আমরা।' বেনন ওয়্যাগনের পেছনে উঠবার পরে ঘোড়ার নিতম্বে হালকা চাপড় দিল দানব ড্রাইভার।

প্রথমেই বেননের নজর কেড়ে নিল উল্টোপাশে বসা মেয়েটা। অপূর্ব সুন্দরী। একশোতে একশো দশ দিল পরীক্ষক বেনন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নজর সরাতে হলো।

ড্রাইভার বলে উঠেছে, 'ওটা যে গোস্ট টাউন সেটা জানো তো?'

'এখনও গোস্ট টাউন বলা যায় না,' দ্বিমত পোষণ করল বেনন। 'বুড়ো অ্যাবিগেইল কার্লটন এখনও আছে ওখানে। সেলুন আর দোকান চালায়। কয়েকদিন আগে ওর কাছে আমার ঘোড়া রেখে এসেছি।'

'তা হলে বলতে হয় অনেক দূরে ঘোড়া রেখে এসেছ তুমি।'

'ঠিক তাই।' হাসল বেনন 'হাঁটতে বড় ভালবাসি আমি।'

শীতল চোখে বেননকে দেখছে রূপসী। চেহারায় আগ্রহের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই। পুরুষ দু'জন মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তাদের কথা থেকে বেনন জানল, একজনের নাম নোয়া অন্যজনের নাম অ্যামোস।

থমথমে রাত নেমেছে। চারপাশে ওদের ওয়্যাগনের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। দীর্ঘ একটা ঢালু পথ বেয়ে টিলার ওপরে উঠছে এখন ওয়্যাগনটা। পা ছড়িয়ে আড়ষ্টতা দূর করল বেনন। হাঁটবার বদলে ওয়্যাগনে চাপতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে ওর। সিক্সগান হোলস্টারে নেড়েচেড়ে রাখবার সময় উর্বশীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো। মেয়েটা ওর অস্ত্র ধরবার ভঙ্গি খেয়াল করেছে। বুঝতে পারল, ও যেমন এদের নিয়ে ভাবছে, ঠিক তেমনি ওকে নিয়েও নানা চিন্তা করছে এরা। দু'জন পুরুষ এবং একজন নারী, চলেছে গোল্ড সিটিতে।...কেন?

গোল্ড সিটি শুধু গোস্ট টাউনই নয়, ট্রেইলের শেষও বলা যায় শহরটাকে। তারপর আছে শুধু ধু-ধু মরুভূমি। সেই একেবারে সীমান্ত পর্যন্ত আর কিছুই নেই বালির রাজ্য ছাড়া। তা হলে? তবে কি ও যে উদ্দেশ্যে চলেছে এদের উদ্দেশ্যও তা-ই? স্থির করে ফেলল, সাবধান থাকতে হবে। খুবই সাবধান।

তিন ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে ঢোকা যায় এমন একটা সেলুন আর দোকান ছাড়া । আর কিছু গোল্ড সিটিতে নেই বললেই চলে। রাস্তার উল্টোপাশে একটা অ্যাডোবির ঘর, যে-কোন মুহূর্তে ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়বে। পরিত্যক্ত আরও বেশ কয়েকটা বাড়িও রয়েছে বসতিটাতে। একটা গাছও চোখে পড়বে না। আছে শুধু কিছু ক্রিওসোট ঝোপ আর ব্রিট্ল্ বুশ, প্রিকলি পেয়ার আর ওকোটিয়ো।

বারান্দায় বসে পাইপ টানছে বুড়ো অ্যাবিগেইল কার্লটন, ওয়্যাগনটাকে আসতে দেখে চোখ সরু করল। তার পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকা কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠল। মালিক

উৎসাহ দিচ্ছে না দেখে থেমে গেল কয়েকবার ডেকে। বুড়ো অ্যাবিগেইল কার্লটনের কোমরে গানবেল্ট আর সিক্সগান ঝুলছে। রে জনসন জানে, অস্ত্রের ব্যবহার ভালই জানা আছে বুড়োর। নিশ্চয়ই দরজার পাশে ঠেস দিয়ে রাখা আছে প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী শটগানটা। .

ওয়্যাগন থামবার পরে যাত্রীদের ওপরে ঘুরে এলো অ্যাবিগেইলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, থামল বেননের ওপরে।

'হাই কার্ল!'

'ওরে সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল বুড়ো রক বেননকে দেখে 'আমি কি ভুল দেখছি? রে! রে জনসন! এতো শীঘ্রি...'বেননের চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল সে।

'এই অপরিচিত মানুষগুলো দয়া করে লিফট দিল যে, তাই তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারলাম,' চোখ টিপে লাফ দিয়ে নামল বেনন ওয়্যাগন থেকে।

'অপরিচিত' শব্দটা খেয়াল করেছে অ্যাবেগেইল। হাসিমুখে যাত্রীদের দিকে তাকাল। 'মনে হচ্ছে তোমাদের বিশ্রাম দরকার।'

'নিশ্চয়ই!' সায় দিয়ে হাসল দানব ড্রাইভার। 'খানিক হুইস্কি হবে নাকি তোমার কাছে?'

'হবে,' ঘুরে দাঁড়িয়ে বেননকে নিয়ে সেলুনের ভেতরে রওনা দিল অ্যাবেগেইল, 'শহরের সেরা! তবে এটা ঠিক যে আর কেউ নেই বিক্রি করার!'

কাউন্টারের ওপরে দুটো পরিষ্কার গ্লাস আর একটা হুইস্কি ভরা বোতল নামিয়ে রাখল বুড়ো, এবার মনোযোগ দিল লিনিয়ার দিকে। 'কী চলবে, ম্যাম? কফি দেব?'

উবশী বলল, 'কিচেনটা দেখিয়ে দাও, আমি নিজেই বানিয়ে নেব।'

দরজা দেখিয়ে দিল অ্যাবেগেইল। 'ওপাশে, ম্যাম। সব হাতের কাছেই পাবে।'

'এটা তো গোস্ট টাউন,' মন্তব্য করল অ্যামোস হেন্ডারসন। 'সে-তুলনায় প্রচুর মালপত্র রাখো তুমি।'

'যতোটা মনে হচ্ছে ততোটা একা নই এখানে আমরা। অনেক ক্যাটলম্যান আসে, তাছাড়া আসে টেক্সাস আর অ্যারিজোনার রেঞ্জাররা।' চট করে বেননকে একবার দেখে নিল বুড়ো অ্যাবেগেইল। 'প্রসপেক্টররাও দরকারে চলে আসে এখানে।'

'আমি তো মনে করেছিলাম উপসাগর আর গোল্ড সিটির মাঝখানে কোন জনমানুষই নেই।'

'তা নেই। ইসাবেল বন্দরের মাধ্যমে কিছু গরু যায়, ব্যস, এ-ই।' মাথা কাত করে মরুভূমির দিকে দেখাল বুড়ো। 'দুনিয়ায় এমন দোজখ আর কোথাও পাবে না।'

গ্লাস দুটো আবার ভরে দিল অ্যাবেগেইল কার্লটন। 'এবার সেলুনের পক্ষ থেকে এক ঢোক মারো। সঙ্গ আমার বেশ পছন্দ। তার ওপর কেউ যদি হয় রে জনসনের বন্ধু, তা হলে তো কথাই নেই।' আপাত সরল চোখে নোয়া আর অ্যামোসকে দেখল বুড়ো। 'থাকার জায়গার অভাব নেই এ-শহরে। কোত্থেকে আসছ তোমরা?'

'ফ্ল্যাগস্টাফ,' জবাব দিল অ্যামোস।

পা বদল করল নোয়া, চোখে অস্বস্তি নিয়ে চট করে একবার অ্যামোসের দিকে তাকাল। চোখ এড়াল না বেননের।

'প্রসপেক্টিং না করলে এখানে দেখার মতো কিছু নেই,' সহজ গলায় জানাল অ্যাবেগেইল।

'দেখলে অসুবিধে আছে?' হাতের গ্লাস নামিয়ে রাখল নোয়া।

'না। নিজেদের কাজ তোমরাই ভাল বুঝবে।'

'তা আমরা বুঝি, মিস্টার।' গলায় হুইস্কি ঢালল নোয়া, তারপর সঙ্গীর কনুই ধরে বলল, 'চলো, অ্যামোস।'

'কফি তো খেলে না!'

'কফি লিনিয়ার জন্যে। ওর যদি কফি এতোই পছন্দ হয় তো খাক যতো খুশি। রাতের জন্যে আশ্রয় খুঁজতে হবে আমাদের।'

'দেখি ভদ্রমহিলার কোন সাহায্য দবকার আছে কি না,' দরজার দিকে পা বাড়াল অ্যাবেগেইল। দ্রুত পায়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল নোয়া উইলিয়ামস।

'আমি দেখছি।'

চুপ করে বসে আছে বেনন ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে কিন্তু কিছুই ওর নজর এড়াচ্ছে না। কিচেনে নিচু স্বরে কী যেন কথোপকথন হলো, অর্থ বুঝতে পারল না ও।

লিনিয়া টেইলর দাঁড়িয়ে আছে স্টোভের কাছে। তার পাশে এসে থামল নোয়া। 'ওই অ্যাডোবিটা খুঁজে বের করতে হবে। কাউকে আমরা ধারেকাছে চাই না, বুঝতে পেরেছ?'

'সাধ্যমতো করব আমি।'

'মনে রেখো সাধ্যের বেশি করতে যাওয়া ঠিক হবে না, তা হলেই চলবে। জানি না পথে দেখা হওয়া লোকটা কে, তবে ওকে আমার পছন্দ হয়নি। মাত্র ইউমা থেকে বের হয়েছে লোকটা।'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকে দেখল লিনিয়া। 'লোনি মিনডোও ওখানেই আছে।'

'হ্যাঁ। আমাদের জানার কোন উপায় নেই যে এই লোক তার বন্ধু নয়। সাবধান!'

নোয়া চলে যাওয়ার পরে পটে কফি ঢালল লিনিয়া টেইলর, কাপ ধুয়ে রেখেছে আগেই, চলে এলো পাশের ঘরে।

দাঁড়িয়ে আছে বেনন। স্পষ্ট আলোয় তাকে প্রথমবারের মতো ভাল করে দেখল লিনিয়া। নোয়া আর অ্যামোসের নৈকট্যে মনোযোগী হওয়ার সাহস হয়নি তার।

লম্বা মানুষ রক বেনন। চমৎকার সুঠামদেহী। চেহারাটা সুদর্শন না হলেও পুরুষালী। সবচেয়ে টানে চোখ দুটো। অদ্ভুত সরল আর গভীর দৃষ্টি সে-চোখে। পরনের কাপড় দেখে মনে হয় না জেল থেকে মাত্র বেরিয়েছে। তার মানে, এই পোশাকই পরা ছিল যখন জেলে ঢোকে।

'যাই, নিজের জন্যে একটা আশ্রয় খুঁজে নিই,' বুড়োর দিকে তাকাল বেনন।

'এতো তাড়াতাড়ি?' মৃদু হাসল লিনিয়া। 'পার্টি তো মাত্র শুরু হলো!'

'কিসের পার্টি?'

'যে-পার্টি আমরা দিতে যাচ্ছি।' বেননের সামনের টেবিলে কফির কাপ আর পট নামিয়ে রাখল লিনিয়া। 'আরও কয়েকটা কাপ লাগবে।' ঘুরে দাঁড়াল সে, চোখের কোণে তাকের ওপরে রাখা একটা গিটার দেখে বুড়োর দিকে তাকাল। 'তুমি কি গিটার বাজাও, মিস্টার কার্লটন?'

'একা থাকলে।' হাসল অ্যাবেগেইল, চোখে শয়তানি চিকচিক করে উঠল। বেননকে দেখল একবার, তারপর বলল, 'এই যে, জনসন আছে এখানে। ও কিন্তু সত্যিই খুব ভাল বাজায়। সেই সঙ্গে গান! শুনলে বুঝবে অমন গান তুমি আর কক্ষনো শোনোনি। কী গলা! আরিব্বাপ! বাজাবে নাকি, জনসন? ধরো না একটা গান।'

'এখন না,' গোমড়া মুখে বলল বেনন। দশদিকে ছুটে যাওয়া বিশেষ ধরনের গলাটা এখনও কিছুতেই ম্যানেজ করে উঠতে পারেনি ও।

*

বাইরে, ওয়্যাগনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল নোয়া, একটা লণ্ঠন তুলে নিয়ে জ্বালল, তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

'মনে হয় ওদিকে,' রাস্তার দূরপ্রান্ত দেখাল অ্যামোস।

লণ্ঠনের আলোয় দু'পাশের কটেজগুলো দেখতে দেখতে এগোল তারা। কিছুক্ষণ পরে খুঁজে পেল যে অ্যাডোবিটা তারা খুঁজছিল। দরজার পাল্লা দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। চৌকাঠে একটা ঘোড়ার নাল লাগানো ছিল, এখন ওপরের পেরেকটা খসে গেছে, ফলে ঘোড়ার নালটা কাত হয়ে ঝুলছে।

ব্যাপারটা পছন্দ হলো না অ্যামোসের। 'নোয়া, ওটা দেখেছ? কপাল পুড়েছে। ঘোড়ার নাল ওরকম ভাবে ঝুলে থাকার মানে সর্বনাশের নিশ্চিত সঙ্কেত।'

'তাতে আমাদের কী? এটা তো আর আমাদের অ্যাডোবি নয়! কপাল যদি কারও পোড়ে তা হলে সে আমাদের নয়। যে ঘোড়ার নালটা আটকেছিল তার কী অবস্থা কে জানে!'

'হয়তো এটা একটা ইঙ্গিত। হয়তো আমাদেরই সৌভাগ্যের দিন শেষ হয়ে গেছে!'

'বোকার মতো কথা বোলো না তো!'

অ্যামোসকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল নোয়া। ঘরটা সাদামাঠা, দেয়ালে সাদা চুনকাম করা। এক পাশে একটা ফায়ারপ্লেস। ঘরের মাঝখানে একটা অদক্ষ হাতে তৈরি টেবিল, দুটো চেয়ার, দু'পাশের দেয়ালে দুটো বাঙ্ক। স্টোর বীম থেকে একটা শেকল নেমেছে দেখে ওটাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিল নোয়া।

'এখন আমরা দু'জন শুধু আছি দেড় লাখ ডলারের সঙ্গে।'

'কিন্তু সোনাগুলো কোথায়?'

'সেটা বুদ্ধি করে বের করতে হবে। যে যতোটুকু জানে তার বেশি তুমি সে-লোকের মুখ থেকে বের করবে কী করে! এই রাস্তায় একটা অ্যাডোবি বাড়ি। এমন একটা অ্যাডোবি যেটার দরজাতে ঘোড়ার নাল আছে।'

'কিন্তু মেয়েমানুষ!' ভ্রূ কুঁচকাল নোয়া। 'প্রথমে তুমি লোনি মিনডোর প্রেমিকাকে ফুসলালে, ঠিক আছে, দরকার ছিল তার কাছ থেকে সোনার খোঁজ বের করার জন্যে, পরে আবার জুটিয়েছ এই লিনিয়া টেইলর!'

'লিনিয়ার কথা বাদ দাও, ও ভদ্রমহিলা।'

'ঠিক আছে, সে এসবে নেই।...আসল কথা বলো, সোনা কোথায়?'

ঘরের চারপাশে নজর চালাল নোয়া উইলিয়ামস, মেঝে পরখ

করে দেখতে শুরু করল। গুপ্তধন সাধারণত মাটিতে পোঁতা থাকে, এটাই স্বাভাবিক। মনোযোগ আরও বাড়াল সে। মেঝেটা ছোটবড় নানা আকৃতির তক্তা দিয়ে তৈরি। মেঝের পুরো দৈর্ঘ্য পর্যন্ত গেছে মাত্র কয়েকটা তক্তা। সেগুলোতেও কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য নেই। বোঝা যাচ্ছে অ্যাডোবি তৈরির পরে মেঝে বানানো হয়েছে। তক্তাগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে পুরোনো বাড়ি থেকে।

'কোন না কোন চিহ্ন নিশ্চয়ই আছে,' বলল অ্যামোস। 'কী হতে পারে সেটা?'

'একটা কথা তুমি ভুলে গেছ,' বলল নোয়া। 'সে জানত কোথায় সোনা লুকিয়েছে।'

'তারপরও ঝুঁকি নেয়ার কথা নয়। সময়ে অনেক কিছুই বদলে যায়। ভাবেনি বেশিদিন সোনাগুলো এখানে রাখার দরকার পড়বে, কিন্তু এটা জানত পরদিনই ওগুলো বের করতে পারবে না। বাজি ধরে বলতে পারি কোন না কোন চিহ্ন সে রেখেছে।'

দেয়ালের হোয়াইটওয়াশ অনেকদিনের পুরোনো, কিন্তু নষ্ট হয়নি কোথাও। মনে হলো না রং নষ্ট না করে ওখানে কিছু লুকিয়ে রাখা সম্ভব। ফায়ারপ্লেস পরীক্ষা করে দেখা হলো। সেখানে কিছু নেই। দু'জন এবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল অ্যাডোবির মেঝে নিয়ে। হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে একটা একটা করে তক্তা পরীক্ষা করে দেখছে তারা।

'অ্যামোস!' হঠাৎ ডাক দিল নোয়া উত্তেজিত স্বরে 'দেখো!' লম্বা একটা তক্তার বিশেষ এক জায়গা দেখাল সে।

কয়েকটা জং পড়া পেরেক ঠুকে একটা তীর-চিহ্ন তৈরি করা হয়েছে ওখানে। বেশিরভাগ পেরেকই তক্তাটা শক্ত করে আটকানোর জন্য হলেও বাড়তি কয়েকটা পেরেক আছে যেগুলোর কোন প্রয়োজনই ছিল না। আরও দুটো পেরেক দিয়ে তীরের মাথা তৈরি করা হয়েছে। কাকতালীয়? না কি এটাই সঙ্কেত?

'এসো, তক্তাটা তুলে ফেলি,' বলল নোয়া। লণ্ঠন তুলে নিয়ে

দরজার দিকে এগোল। 'মনে হচ্ছে ঢোকার সময় যেন একটা শাবল দেখেছি দরজার পাশে।'

নিষ্পলক চোখে তক্তার দিকে চেয়ে আছে অ্যামোস। সত্যি তা হলে পাওয়া গেল! পুরো দেড় লাখ ডলার! যে-কেউ বহুকিছু করে ফেলতে পারবে এই পরিমাণ টাকা দিয়ে।

ভেতরে ঢুকল নোয়া, হাতে একটা জং ধরা শাবল। ওটা দিয়ে তক্তার ফাঁকে জোর চাড় দিল সে। পুরোনো তক্তায় বেশিক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারল না জং পড়া পেরেকগুলো, একটা একটা করে খুলে আসতে শুরু করল। আরেক চাড় দিতেই তক্তা চিরে গেল, খুলে এলো জায়গা থেকে।

দ্রুত হাতে তক্তাটা সরাল অ্যামোস, চেহারায় উদ্‌গ্রীব একটা ভাব। তক্তার নীচেই গ্যাঁট মেরে বসে আছে কাঠের একটা বাক্স, লোহার পাত দিয়ে মোড়ানো ওটা।

'পেয়েছি!' উত্তেজনায় ফ্যাসফেঁসে শোনাল অ্যামোসের গলা। 'দেড় লাখ ডলার!'

'হ্যাঁ,' শান্ত স্বরে সায় দিল নোয়া। 'জানতাম আমি পাব।'

গলায় তার কী যেন একটা আছে, চোখ তুলে দৃষ্টিতে প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘদেহী সঙ্গীকে দেখল অ্যামোস। আস্তে আস্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা। নোয়া উইলিয়ামসের হাতে একটা কোল্ট!

'নোয়া! তুমি নিশ্চয়ই...'

উজ্জ্বল কমলা আগুন ঝলকে উঠল কোল্টের নলের ডগায়। ফাঁকা ঘরের ভেতরে বিস্ফোরণের আওয়াজটা বিকট জোরাল শোনাল। মাথায় আরেকটা গুলি করল নোয়া নিশ্চিত হওয়ার জন্য। আবারও ঝাঁকি খেল অ্যামোস, মুখটা হাঁ হয়ে গেল, যেন কিছু বলবে তারপর পড়ে গেল কাত হয়ে।

হাঁটু মুড়ে বসে এক টানে বাক্সটা বের করে আনল নোয়া, শাবলের এক গুঁতোয় তালা ভেঙে বাক্স খুলে ফেলতে দেরি হলো না ভেতরে তাকিয়ে গাল বকে উঠল।

বাক্স ভরে আছে পুরোনো চিঠি, চুক্তি, জমি জরিপের রিপোর্ট আর আইনী কাগজে। দু'হাতে ওগুলো তুলে মেঝেতে ছড়িয়ে ফেলল নোয়া। একটা কয়েনও নেই বাক্সে! পাগলের মতো বাক্সের তলা ঘাঁটল। কিচ্ছু নেই!

খানিক দূরে একটা দরজা জোরে খুলবার আওয়াজ হলো। ছুটন্ত পায়ে শব্দ এগিয়ে আসছে এদিকেই।

চট করে উঠে দাঁড়াল নোয়া, চারপাশে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকাল, তারপর ছুটে গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল বাইরে। দেখল, রে জনসন ছুটে আসছে। তার কিছুটা পিছনেই লিনিয়া টেইলর।

অস্ত্রটা তুলেই ছুটন্ত আকৃতিটা লক্ষ্য করে গুলি করল সে। এতো তাড়াহুড়োর মাঝেও বুঝতে পারল, মিস করেছে।

লাফ দিয়ে রাস্তার ধারে ছায়ায় চলে গেল বেনন। চিৎকার করে লিনিয়াকেও একই পরামর্শ দিল। 'আলো থেকে সরে যাও!'

দরজার পাল্লা আরও কিছুটা ফাঁক করে লিনিয়া টেইলরকে আবছা ভাবে দেখতে পেল নোয়া, অস্ত্র তুলল সেদিকে। নলের ওপরে লণ্ঠনের আলোর ঝিলিক দেখে পাল্টা গুলি করল বেনন। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে নোয়ার হাত থেকে ছিটকে গেল সিক্সগান। কটেজের ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। দ্রুত পায়ে রাস্তা পার হলো বেনন, অস্ত্র হাতে সাবধানে এগোল।

মৃত অ্যামোসের সামনে থামল নোয়া, পা দিয়ে লাশটা উল্টে তুলে নিল সঙ্গীর সিক্সগান।

'ফেলে দাও,' দরজার কাছ থেকে ভেসে এলো গম্ভীর নির্দেশ। 'আমি তোমাকে খুন করতে চাই না।'

বেননের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে লিনিয়া টেইলর, ফ্যাকাসে চেহারা। চোখ কুঁচকে নোয়াকে দেখছে। 'তুমি···তুমি ওকে খুন করেছ!'

বাউন্টিহান্টারের চেহারা দেখে আস্তে করে হাত থেকে অস্ত্রটা

ফেলে দিল নোয়া উইলিয়ামস। সিক্রগান নাড়ল বেনন। গলায় কঠোর নির্দেশের সুর। 'ওই বাঙ্কে শুয়ে পড়ো।'

'কেন?' গলা কেঁপে গেল নোয়া উইলিয়ামসের

'খানিক অপেক্ষা করব আমরা। ততোক্ষণ আরাম করার সুযোগ দিচ্ছি।'

রক্তাক্ত হাত দেখাল নোয়া। 'হাতের কী হবে?'

এমন কিছু হয়নি হাতের, সামান্য ছড়ে গেছে। 'শার্ট ছিঁড়ে বাঁধতে পারো শখ হলে।' লাশটা দেখাল বেনন। 'ওর চেয়ে তোমার ভাগ্য এখন পর্যন্ত ঢের ভাল।'

'একে গুলি করছ না কেন!' ফোঁস করে উঠল লিনিয়া। 'ও তোমাকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল!'

'আমি আইনের লোক নই,' শান্ত গলায় বলল বেনন। 'বিচারকও নই। আত্মরক্ষার জন্যে বাধ্য না হলে ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'অ্যাবেগেইল কার্লটনের কী হলো?' জিজ্ঞেস করল লিনিয়া। 'সে আসছে না কেন!'

'আসবে কেন? কারও ব্যাপারে নাক না গলিয়েই তো এতোদিন বেঁচে আসছে ও।'

'আমার কী হবে?' ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল বাঙ্কে শোয়া নোয়া।

'অপেক্ষা করো, কথা আছে।' লিনিয়ার দিকে তাকাল বেনন। 'তুমি থাকবে, না ফিরে যাবে?'

'যাব।' বেননকে একবার দেখে নিয়ে সেলুনের দিকে রওনা হয়ে গেল মেয়েটা।

এক মুহূর্ত চিন্তিত চেহারায় তার যাওয়া দেখল বেনন, তারপর নোয়ার ফেলে দেওয়া অস্ত্রটা তুলে কোমরে গুঁজে রাখল। মনটা বলছে আজ রাত শেষ হওয়ার আগে প্রচুর গোলাগুলি হবে।

লিনিয়া চলে যেতে ঘরে নীরবতা নেমেছে। লণ্ঠনের আলো

অনুজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। চিত হয়ে বাঙ্কে শুয়ে আছে নোয়া, আহত হাতটা বেঁধে নিয়েছে, এখন গভীর চিন্তায় মগ্ন। কী ভাবছে সেটা বেননেরও অজানা নেই। সুযোগ পেলেই লোকটা ওকে নির্দ্বিধায় খুন করবে, ঠিক যেমন খুন করেছে তার সঙ্গীকে।

নোয়ার সমস্যা হচ্ছে, সে জানে না কী করবে। সোনা চেয়েছিল সে, আশেপাশেই কোথাও আছে। কিন্তু সোনা পেয়ে গেছে ভেবে এমন একজনকে সে খুন করে বসেছে যে হয়তো জানত সোনার আসল হদিশ। বাক্সে পাওয়া কাগজে হয়তো কোন সূত্রও আছে। কিন্তু কোন্ কাগজে? কী ধরনের সূত্র?

চুপ করে একটা চেয়ারে বসে আছে বেনন, নোয়ার চিন্তাধারা আন্দাজ করবার চেষ্টা করছে। লোকটা ওকে খুন করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এখন সে আর ঝুঁকি নেবে না সোনা পাওয়ার কোন নিশ্চিয়তা না থাকলে।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে আরও সতর্ক হয়ে উঠল বেনন, দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল লিনিয়া ফিরে এসেছে। হাতে কফি পট আর তিনটে কাপ।

'অ্যাবেগেইল বলল নিয়ে আসতে, তোমাদের দরকার পড়তে পারে।' টেবিলে পট আর কাপ তিনটে নামিয়ে রাখল লিনিয়া, এক কাপ ঢেলে দিল বেননকে, এক কাপ নোয়াকে দিয়ে নিজে নিল বাকি কাপটা

ইচ্ছে করেই কফিতে চুমুক দিল বেনন দেরি করে। আগে দেখল লিনিয়া আর নোয়া চুমুক দিয়েছে কি না। ব্যাপারটা চোখে পড়েছে লিনিয়ার, জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না?'

অনাবিল হাসল বেনন। 'দেড় লাখ ডলারের মামলায় কাউকে বিশ্বাস করা কি ঠিক, বলো?'

এক চুমুকে কাপের অর্ধেক কফি শেষ করে ফেলল লিনিয়া। হাসিমুখে কফিতে চুমুক দিল আবার বেনন, আন্তরিক প্রশংসা

করল, 'চমৎকার কফি তৈরি করো তুমি, মিস। সত্যি ভাল।'

কফি শেষ করে তৈরি হয়ে বসল ও। অপেক্ষা করছে। গভীর মনোযোগে শুনছে রাতের স্বাভাবিক আওয়াজ জানে, ওরা আসবে। আসতেই হবে ওদের। যদিও নিশ্চিত হওয়ার মতো কোন প্রমাণ হাতে নেই সামান্য অস্বাভাবিক আওয়াজও যেন কান না এড়ায় সেজন্য সতর্ক হয়ে আছে।

বেননের সতর্কতা যেন অন্য দু'জনকেও ছুঁয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিক। লিনিয়া আর নোয়া, দু'জনই একটা কিছু করবে বলে ধারণা করছে ও। যা-ই করুক, সেসব সামলে নিয়ে সোনা খুঁজে বের করতে হবে।

'কেউ আসবে আশা করছ?' জিজ্ঞেস করল লিনিয়া।

'হ্যাঁ।' গম্ভীর চেহারায় অপূর্ব মেয়েটাকে দেখল বেনন 'যারা সোনা পুঁতে রেখেছে তাদের আসার কথা।'

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল নোয়া। 'কিন্তু তারা তো এখন ইউমা জেলে!'

'ছিল,' শান্ত গলায় জানাল বেনন। 'এখন আর নেই।'

'তা হলে আমাদের খুন করবে ওরা!' ঘাম দেখা দিল নোয়ার কপালে। 'একজনকেও ছাড়বে না।'

'হয়তো।' চেয়ারে হেলান দিল বেনন। 'হয়তো নয়।'

তিন

গতি কমিয়ে ঘোড়াটাকে ট্রেইল থেকে সরিয়ে নিল লোনি মিনডো।

'সরে পড়ো, টাইসন, কেউ একজন এদিকেই আসছে।'

মিনডোর পাশে ঘোড়া রেখে মাটিতে নেমে পড়ল টাইসন, হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করে ফেলেছে। শুকনো মুখে বলল, 'এমন কেউ হতে পারে না যার সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাইব।'

বেশ দ্রুত আসছে ঘোড়াটা, তারপর ওরা যেখানে আছে ঠিক তার উল্টোপাশে থামল। স্টিরাপে পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে আরোহী, বোধহয় কান পেতে কিছু বুঝতে চাইছে।

একা থাকতে অভ্যস্ত নিঃসঙ্গ মানুষ নিজের সঙ্গে কথা বলে একাকীত্ব ঘুচাতে চেষ্টা করে। এই লোকটাও তেমনই একজন। আপন মনে বলল, 'বোধহয় অন্যদিকে গেছে। খুরের আওয়াজ তো পাচ্ছি না!'

'ধুশ্‌শালা!' বিড়বিড় করল টাইসন। 'ব্যাটা স্যাম মেট্‌স্‌!'

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো লোনি মিনডো আর টাইরেল টাইসন, দু'জনই বিরক্ত। বেশি বিরক্ত মিনডো। তাদের নিজেদের ট্র্যাক নদীর কাছেই শেষ হয়ে গেছে, কারও বাপেরও সাধ্য ছিল না সহজে ওদের অনুসরণ করে। ইয়াকিরা দক্ষিণে যাবে তাদের খুঁজতে। ওয়ার্ডেনে লোকরাও তা-ই যেত। কিন্তু এই গাধার বাচ্চা স্যাম মেট্‌সের ট্র্যাক লুকাতে পারবার ক্ষমতা থাকবার কথা নয়। তার মানে শালার পিছু নিয়ে এই পর্যন্ত চলে আসতে পারবে লোকগুলো। ট্র্যাক লুকাতে গিয়ে এই যে এতো পরিশ্রম আর বুদ্ধি খাটানো, সব পানিতে গেছে।

দুই আরোহীকে দেখে সবগুলো হলদে দাঁত বেরিয়ে পড়ল মেট্‌সের। চোখ টিপল খুশিতে। 'দারুণ একটা সুযোগ করে দিয়ে দিলে তোমরা আমাকে যেই তোমরা পালালে, বিরাট হুলস্থুল পড়ে গেল চারদিকে। সবাই ভাবছে কী করে তোমাদের ধরবে। এই সুযোগে আমরা তিনজন পালালাম। অন্য দু'জন বোধহয় গুলি খেয়ে মরেছে।' একটু থামল সে, তারপর বলল, 'রে জনসন তোমাদের সঙ্গে নেই দেখছি? সে-ও তোমাদের সঙ্গেই ভেগে

গেছে।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল মিনডোর। 'রওনা হওয়া যাক,' বলল অধৈর্য কণ্ঠে। 'জনসন যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে এতোক্ষণে সে গোল্ড সিটিতে হাজির হয়ে গেছে।'

'খবরটা জানে সে,' সায় দিল টাইসন। মেট্স্‌কে কৌতূহলী চোখে তাকাতে দেখে মুখ বন্ধ করে ফেলল।

তিনজনের স্যাডলের কিঁচকিঁচ আওয়াজ ছাড়া রাতটা একেবারেই থমথমে নীরব। ধুলোময় ট্রেইলে পড়বার আগে পর্যন্ত ঘোড়া হাঁটিয়ে আগে আগে চলল মিনডো, তারপর ছুটতে শুরু করল মাঝারি গতিতে। অন্য দু'জন অনুসরণ করছে তাকে।

স্যাম মেট্স্‌ একটা ফালতু ঝামেলা, কিন্তু সময় মতো তাকে ঝেড়ে ফেলা যাবে। লোকটার ভাগ্য ভাল যে পালাতে পেরেছে। কিন্তু মেটস একটা অপদার্থ, বারবার ভাগ্য তাকে সহায়তা করবে না। আগামী দিনগুলোতে নিজের দক্ষতা এবং যোগ্যতা দিয়ে টিকতে হবে, শুধু ভাগ্য ভাল হলেই চলবে না।

গোল্ড সিটিতে পৌঁছে ঘোড়া হাঁটিয়ে রাস্তা ধরে সামনে বাড়ল তিনজন। দোকানে একটা বাতি জ্বলছে। ওখানে থামল না তারা। সামান্য দূরে অ্যাডোবি ঘরটাতে আলো জ্বলতে দেখে ভ্রূ কুঁচকে উঠল মিনডো আর টাইসনের।

'আমাদের আগেই পৌঁছে গেছে,' নিচু গলায় বলল মিনডো।

'ভেতরে আছে,' সায় দিল টাইসন। 'তবে তার মানে এই নয় যে আমার জিনিসের খোঁজ পেয়ে গেছে। আমি ছাড়া আর কারও পক্ষে জানা অসম্ভব।'

'মনে হয় তোমার জিনিস নিয়ে এতোক্ষণে কেটেও পড়েছে,' মন্তব্য করল মেটস।

'তারপর ঘরে আলো জ্বেলেই চলে গেছে?' টাইসনের গলায় টিটকারি।

অ্যাডোবির সবচেয়ে কাছের বাড়িটার সামনে ঘোড়া থামাল

মিনডো, স্যাডল থেকে নেমে অস্ত্র বের করল।

অ্যাডোবির ভেতরে চুপ করে বসে অপেক্ষা করছে বেনন। চেহারা নির্বিকার, কিন্তু মনের ভেতরে ঝড় চলছে। উত্তেজিত হয়ে আছে স্নায়ুগুলো। ঘরের এক কোণে লাইন অভ ফায়ারের বাইরে বসে আছে লিনিয়া একটা চেয়ারে। বাঙ্কে শুয়ে আড়চোখে বেননকে দেখছে নোয়া। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ সে-ও পেয়েছে। কপালের ঘাম মুছে বলল, 'বাইরে ওরা একজনের বেশি। একাই ওদের মোকাবিলা করবে ভাবছ?'

'হুম্।'

'গাধা তুমি একটা,' বিড়বিড় করল নোয়া। 'মারা পড়বে।'

'তাতে তোমার চিন্তিত হবার কোন কারণ দেখছি না।'

'আমি দেখছি। আমাকেও মরতে হবে খামোকা।'

'খামোকা নয়, নিজের সঙ্গীকে লোভে পড়ে খুন করেছ তুমি। এখন দুটো পথ খোলা আছে তোমার সামনে। হয় যেখানে শুয়ে আছো সেখানেই শুয়ে থাকো, নইলে ঝুঁকি নিতে পারো। ইচ্ছে করলে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে পারো এখান থেকে, আমি গুলি করব না।'

'মরার শখ হয়নি আমার,' শুকনো গলায় সিদ্ধান্ত জানাল নোয়া, 'এখানেই থাকব।'

'বেশ,' আরও হেলান দিয়ে বসল বেনন। 'লোনি মিনডো কিন্তু বাইরে অপেক্ষা করছে।'

'তো?' রুমাল দিয়ে মুখ মুছল নোয়া।

'সোনা কোথায় তা জানার একমাত্র উপায় ছিল মিনডোর প্রেমিকাকে ভজিয়ে ভাজিয়ে তার কাছ থেকে জানা। মিনডো আবার খুব হিংসুটে লোক।' ভ্রূ নাচাল বেনন।

'আমি ওর প্রেমিকার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করিনি,' ফ্যাকাসে চেহারায় বলল নোয়া। 'কাজটা অ্যামোসের

মুচকি হাসল বেনন। 'সেটা মিনডোকে বোলো। হয়তো

তোমার কথা বিশ্বাস করবে ও।'

বাইরে পাথরে বুট জুতো ঘষা খাওয়ার আওয়াজ হলো, তারপর ভেসে এলো পুরুষালী একটা কণ্ঠ। 'ভেতরে যারা আছো! বেরিয়ে এসো!'

'ওই যে, ডাকে!' নড়েচড়ে বসল বেনন 'এখন যদি না বের হও তা হলে ওরা ধরে নেবে আমার সঙ্গে তুমিও ছিলে।'

কথাটা ভেবে দেখল নোয়া, তারপর উঠে বসল বাঙ্কে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। 'যাব আমি। এখানে থেকে মরার চেয়ে বাইরে গিয়ে বাঁচার চেষ্টা করব।'

'যাও তা হলে।'

দরজার দিকে তাকিয়ে দ্বিধায় ভুগল নোয়া। বেননের দিকে চোখ ফেরাল। 'একটা অস্ত্র দেবে না?'

কোমরে গোঁজা অ্যামোসের সিক্সগানটা বের করে লোকটার দিকে ছুঁড়ে দিল বেনন। নোয়া ওটা খপ করে ধরার পরে বলল, 'এবার সোজা দরজার দিকে যাও। যদি এদিকে ঘোরো তা হলে আমি গুলি করতে বাধ্য হবো।'

শঙ্কিত চেহারায় দরজার দিকে পা বাড়াল নোয়া উইলিয়ামস, বের হওয়ার আগে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি রে জনসন নই! বাইরে আসছি! আমি নোয়া! কথা আছে!'

পেছনের দরজার কাছে চলে গেল বেনন, নিঃশব্দে ছিটকিনি খুলতে শুরু করল।

'ঠিক আছে,' ভেসে এলো লোনি মিনডোর গলা। 'মাথার ওপরে হাত তুলে বেরিয়ে এসো।'

দরজা খুলে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে গেল নোয়া, বেরিয়েই গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। দ্বিতীয় গুলি করবার সুযোগ হলো না তার, তিনটে সিক্সগানের সম্মিলিত গর্জন শেষ হওয়ার পরে ধপ করে আওয়াজ হলো রাস্তায় লাশ পড়বার।

'এখানেই থেকো, নিচু গলায় লিনিয়াকে বলল বেনন, ক্ষিপ্র

চিতার মতো বেরিয়ে গেল রাতের আঁধারে।

সামনের দরজায় আগে পা রাখল স্যাম মেটস। মেঝেয় পড়ে থাকা লাশটা দেখে থমকে দাঁড়াতে হলো তাকে। পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল লোনি মিনডো আর টাইরেল টাইসন।

ধীরেসুস্থে ঘরের ভেতরে নজর বোলাল মিনডো, লিনিয়ার ওপর থেকে ঘুরে লাশের ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। 'ওটাকে চিত করো,' নির্দেশ দিল মেটসকে।

নির্দেশ পালন করল মেটস, বিস্মিত গলায় বলে উঠল, 'আরে, এটা তো রে জনসন না!'

'অ্যামোস হেন্ড্রিক,' মন্তব্য করল টাইসন। 'বাইরে যেটাকে শেষ করলাম ওটা নোয়া উইলিয়ামস।' লিনিয়ার দিকে তাকাল আউট-ল। 'দু'জনের কা[illegible] মেয়েমানুষ তুমি, সুন্দরী?'

'কারও না,' ভয় লুকিয়ে গলায় নিয়ন্ত্রণ আনল লিনিয়া। 'ওদের সঙ্গে ছিলাম আমি। আমার নাম লিনিয়া টেইলর।'

'এসো, যে-কাজে এসেছি সেটা সেরে ফেলি,' অধৈর্য গলায় তাগাদা দিল মিনডো। 'মন থেকে মেয়েলোকটাকে দূর করো, টাইসন। মেক্সিকোতে এমন ঢের পাওয়া যাবে।'

'ওদের সঙ্গে ছিলে তুমি?' লিনিয়ার ওপর থেকে চোখ সরাল না টাইসন।

'হ্যাঁ। ওরা উপসাগরে যাচ্ছিল। আমিও ওখানেই যাব। সঙ্গে যাবার প্রস্তাব দিল, রাজি হয়ে যাই আমি। একা যাবার চেয়ে ভাল।'

'উপসাগর! ওখানে কেন?'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'আচ্ছা!' হাসল টাইসন। একবার দেখে নিল মিনডোকে, তারপর বলল, 'এখনও যদি ওখানে যেতে চাও তা হলে আমাদের সঙ্গে যেতে পারো, ম্যাম।'

এবার লোনি মিনডোও উৎসাহী হয়ে উঠল। 'ওরা কীভাবে

উপসাগরে পৌঁছুবে বলে ঠিক করেছিল?'

'ওয়্যাগনে করে। এ-শহরে ওটাতে করেই এসেছি আমরা। পাপাগো ওয়েল্‌স্‌ পর্যন্ত যাওয়া যাবে ওভাবে।'

'তারপর?'

'উপসাগর আর পাপাগো ওয়েলসের মাঝখানে একটা ওয়াটার হোল চিনি আমি। সেজন্যেই ওরা আমাকে সঙ্গে নিতে আরও উৎসাহী হয়েছিল।'

'এমন কোন ওয়াটার হোলের কথা কখনও শুনিনি,' ভ্রূ কুঁচকাল মিনডো।

'কিন্তু আছে,' জোর দিয়ে বলল লিনিয়া। 'সবসময় ওখানে পানি থাকে। মিষ্টি পানি।'

'এ-কথা যদি ঠিক হয় তা হলে আমাদের ঝামেলা খতম!' মন্তব্য করল টাইসন।

'আসতে পারো তুমি আমাদের সঙ্গে,' রাজি হয়ে গেল মিনডো। খোলা বাক্স আর ছড়ানো ছিটানো কাগজ-পত্রের ওপর ঘুরে এলো তার দৃষ্টি, স্থির হলো টাইসনের ওপর। 'সোনা তো দেখছি না। তুমি ঠিক জানো, রে জনসন সোনা নিয়ে চম্পট দেয়নি?'

ভ্রূ উঁচু করল লিনিয়া। 'জনসন? একটু আগে চলে যাওয়া লোকটা?'

'হ্যাঁ। হারামির বাচ্চা একটা বাউন্টি হান্টার ওকে খুঁজছি আমরা। রে জনসন।'

'যাওয়ার সময় কিছুই নিয়ে যায়নি সে,' আশ্বস্ত করার সুরে বলল লিনিয়া। মিনডোর কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। রে জনসনকে দেখে ওর এমন লোক বলে মনে হয়নি যে পয়সার জন্য মানুষ খুন করবে। প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল। 'নোয়া উইলিয়ামস গুলি করে মেরেছে অ্যামোস হেন্ড্রিককে। বাক্সটা পেয়ে মনে করেছিল সোনার খোঁজ পেয়ে গেছে।'

'আগেও বহু মানুষ মেরেছে নোয়া,' নিরাসক্ত গলায় বলল লোন্নি।

চুপ করে থাকল লিনিয়া, মাথার মধ্যে একটা চিন্তাই শুধু পাক খাচ্ছে ওর। বাইরে কাছেই কোথাও আছে রে জনসন? ওকে উদ্ধারের পরিকল্পনা করছে?

'সোনা বের করে ফেলো, টাইসন,' নির্দেশের সুরে বলল মিনডো। 'যতো শীঘ্রি সম্ভব রওনা হবো আমরা।'

ফায়ারপ্লেসের ভেতর থেকে আগুন খোঁচানোর একটা লোহার রড বের করে নিল টাইসন, ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ার টেনে ওটার ওপরে দাঁড়িয়ে রড দিয়ে চাড় দিল মাঝখানের বীমের একটা অংশে। খুলে এলো ছোট এক টুকরো কাঠ। ওটার সঙ্গে মেঝেতে ঠুং করে পড়ল একটা স্বর্ণমুদ্রা, ঝিলিক দিয়ে উঠল লণ্ঠনের আলোয়।

স্বর্ণমুদ্রাটা তুলে মিনডোর হাতে দিল লিনিয়া। 'সত্যি সোনা, সন্দেহ নেই।'

'সোনা তো বটেই, সুন্দরী!' দাঁত বের করে হাসল টাইসন। 'আরও আছে। অভাব নেই।'

মেটসের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ ঝাড়ল মিনডো, 'জলদি স্যাডলব্যাগ নিয়ে এলো, মেটস!'

মেটস চলে যাওয়ার পরে মিনডোর দিকে তাকাল টাইসন। 'ওর কী হবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল মিনডো। 'থাকুক আপাতত। পথে কাজে আসতে পারে। ম্যাযাটলানে পৌঁছে হাতে পঞ্চাশ ডলার ধরিয়ে দিয়ে পোঁদে এক লাথ মেরে খেদিয়ে দিলেই হবে।'

চারটে স্যাডলব্যাগ নিয়ে ফেরত এলো স্যাম মেটস টাইসন আর সে ব্যস্ত হয়ে স্বর্ণমুদ্রা ভরতে শুরু করল ব্যাগগুলোয়। 'অনেক ভারী হয়ে যাবে,' চিন্তিত গলায় বলল টাইসন। 'আমাদের আরও দুটো ঘোড়া থাকলে ভাল হতো।'

পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে অ্যাডোবি ঘুরে সামনের দরজার কাছে চলে এসেছে বেনন, অস্ত্র হাতে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল। সরে গেল দরজার কাছ থেকে। এক পলকে দেখে নিল ভেতরের পরিস্থিতি। ওকে আগে দেখল লোনি মিনডো। আস্তে-ধীরে মাথার উপরে হাত তুলল সে। রে জনসনকে কখনও অ্যাকশনে দেখেনি সে, কিন্তু জানে, এতোগুলো দিন এতোজনের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে থাকতে পারত না লোকটা অস্ত্রে অসম্ভব চালু না হলে ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।

'ব্যস, শেষ, সন্তুষ্ট গলায় বলল আত্মমগ্ন টাইসন।

'আমাকে একটু দেখতে দাও না,' আদুরে বাচ্চার আহ্লাদি ভঙ্গিতে আবদার জানাল স্যাম মেটস।

'দেখো,' স্নেহশীল বাবার মতোই অনুমতি দিয়ে দিল টাইসন।

টেবিলের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে গর্তের ভেতরে হাত ভরে দিল মেটস, হাতড়ে বের করে আনল। চোখ দুটো উত্তেজনায় চিকচিক করছে। ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, 'পেয়েছি! আরও দুটো।'

'এ দুটো তোমার, মুচকি হাসল টাইসন। 'এটুকু অন্তত তোমার প্রাপ্য।'

উদ্বেগ, শঙ্কা আর সন্দেহ দেখা দিল মেটসের চেহারায়। ঘনঘন ঢোক গিলল। 'মানে? আর কিছু পাব না আমি?'

'আর কতো?' হাসি চওড়া হলো টাইসনের। 'এ-ই তো বেশি!'

কয়েন দুটো পকেটে রেখে হাঁ করল মেটস কিছু বলবার জন্য, কিন্তু তার আগেই আরেকটা গলার আওয়াজে চমকে যেতে হলো তাকে।

'সত্যি খুব উদার চিত্তের মহৎ লোক তুমি, টাইরেল টাইসন,' নিচু স্বরে মন্তব্য করেছে বেনন।

ঝট করে হাত নামাতে শুরু করেছিল টাইসন, ড্র করবে, কিন্তু বেননের চেহারা দেখে বরফের মতো জমে গেল

'ভুল করছ, টাইসন।'

মাথার ওপরে হাত তুলল টাইসন। স্যাম মেটসকে কিছু বলতে হয়নি, আগেই হাত তুলে ফেলেছে সে। বেননের দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করল টাইসন, বাঁদরের ভেংচির মতো দেখাল। 'আরে, রে: আমাকে অস্ত্রের মুখে রাখবে নাকি! তুমি বোধহয় ভুলে গেছ আমরা দু'জন বন্ধু?'

বেননও হাসল। ভাল করেই জানে ও, ওকে দু'চোখে দেখতে পারে না টাইরেল টাইসন, হিংসে করে। হাসিটা আরও চওড়া হলো ওর। 'তা হলে তো সোনার ভাগ দিতে কোন আপত্তিই করবে না তুমি, কী বলো, টাইসন?'

ভ্রূ কুঁচকে ফেলল টাইসন 'পাগল নাকি! সোনা পাবার জন্যে খেটে মরেছি আমি, রে! তুমি তো জানো কতো কষ্টে...'

'তুমি অতো কষ্ট করে ডাকাতি করলে বলেই বিনা দোষে আমাকে জেলে যেতে হয়েছিল,' শুকনো গলায় তাকে মনে করিয়ে দিল বেনন।

'চলো, রওনা হয়ে যাই,' তাগাদা দিল লোনি মিনডো। 'দেরি করলে চারপাশ থেকে আইনের লোকদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যাব। এক পয়সাও জুটবে না তখন কারও কপালে।'

দুটো স্যাডলব্যাগ তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল সে। 'এসো। নোয়াদের ওয়্যাগনটা নেব আমরা। ঘোড়াগুলো পেছনে বেঁধে নিলেই চলবে।'

একচুল নড়ল না জনসন। 'কোন দিকে যাবে ভাবছ?'

'দক্ষিণে...কেন?' রাজ্যের সরলতা লোনি মিনডোর চেহারায়।

আরও গম্ভীর হয়ে গেল জনসন। 'তা হলে ভুল দিকে যাবে ভাবছ? যেতে হবে প্রথমে পুবে, তারপর গিলার পুব ধারে। ইয়াকি আর ওয়ার্ডেনের লোকরা যখন সবদিক খুঁজে ওদিকে যাবে, তার আগেই উপসাগরের জাহাজে উঠে পড়তে পারবে তুমি।'

নিষ্পলক তার দিকে তাকিয়ে থাকল লোনি মিনডো আর

টাইরেল টাইসন। 'কী বলছ এসব!' আকাশ থেকে পড়ল টাইসন। 'কিসের জাহাজ?'

অস্ত্রের নল ঘুরিয়ে নির্দেশ দিল জনসন, 'মাল তোলো। মিনডো ঠিকই বলেছে, আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। টাইসনের দিকে তাকাল। 'ওয়ার্ডেনের গায়ে হাত তুলে ভুল করে ফেলেছ। অসম্ভব প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক সে। দোজখ পর্যন্ত ধাওয়া করবে আমাদের পারলে।'

'তাই?' ঢোক গিলল মেটস।

'হ্যাঁ। আগে কখনও এতো দ্রুত এতো দূরে পালাতে হয়নি তোমাদের, এখন যেটা করতে হবে। ওয়ার্ডেন লোকটা আর্মিতে ছিল। অ্যাপাচিদের সঙ্গে গোলমালের সময় সাহায্য করেছিল বলে মেক্সিকান সীমান্তে বেশ কয়েকজন আর্মি অফিসার তার কাছে কৃতজ্ঞ। সবাই তাদের লোকজন নিয়ে আমাদের খুঁজবে।'

'তোমাকে সোনার ভাগ দেব কেন আমরা?' ভ্রূ কুঁচকে বেননকে দেখল টাইসন।

'কারণ আমিই একমাত্র পথ চিনি। আমি না থাকলে পানির অভাবে মরতে হতো তোমাদের।'

'লিনিয়া পানির খোঁজ জানে।'

'শুকিয়ে গেছে হয়তো ওর চেনা ডোবা।'

মিনডো টাইসনের দিকে ফিরল। 'ঠিকই বলছে জনসন। ও আসুক আমাদের সঙ্গে।'

'তিন ভাগ হচ্ছে তা হলে সোনা?' বেননের চোখে প্রশ্ন।

টাইসন আপত্তি করতে যাচ্ছিল, মিনডো বলে উঠল, 'আমরা রাজি।'

স্যাডলব্যাগগুলো ঘোড়ার পিঠে তুলতে বেশিক্ষণ লাগল না লণ্ঠন ধরে রেখেছে স্যাম মেটস। সবার পেছনে লিনিয়াকে নিয়ে বের হলো রে। দোকানের সামনে চলে এলো ওরা, তারপর থামল ওয়্যাগনের পাশে।

'ওর কী হবে?' দোকানের দিকে দেখাল লোনি মিনডো।

'ভুলে যাও, জানাল জনসন। 'ডজ থেকে শুরু করে এল পাসোর সব ক'জনকে চেনে ও, কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনও মুখ খোলেনি। ভাল মানুষ। পক্ষে থাকলে উপকারী। কিন্তু যদি আহত হয় তা হলে শুধু আইনের লোকই নয়, আউট-লদেরও চক্ষুশূল হতে হবে আমাদের।'

'ওয়্যাগনে পানি আছে?' জিজ্ঞেস করল টাইসন।

'আছে,' জানাল লিনিয়া। 'আসার সময় ক্যান আর মশকে পানি ভরে নিয়েছিলাম আমরা।'

'আরও দরকার হবে,' স্যাডল ব্যাগ থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে মেটসের হাতে দিল বেনন। 'এটা নিয়ে যাও। দোকানের সমস্ত পানির ক্যান্টিন আর মশক কিনে ওগুলোতে পানি ভরে নিয়ে এসো। আমাদের এমন জায়গা দিয়ে যেতে হবে যেখানে পানি না পাবার সম্ভাবনাই বেশি।'

রাত নামলেও মরুভূমির উষ্ণতা এখনও যায়নি। এক ফোঁটা বাতাস নেই, থমথম করছে চারপাশ। আকাশের গায়ে ঝুলে থাকা নক্ষত্রগুলো দেখে মনে হচ্ছে হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে দেওয়া যাবে। এক পাশে দাঁড়িয়ে লোকগুলোকে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে দেখছে বেনন। ক্যান্টিন আর মশকে পানি ভরা হলো। প্রত্যেকটা আধার কাজে লাগবে দক্ষিণের বালির দোজখে। সীমান্তের আগে কয়েকটা ওয়াটার হোল থাকবার কথা। কপাল ভাল হলে সীমান্তের ওপারেও পানির উৎস থাকবে। তবে সেজন্য ঝুঁকি নেওয়া যায় না। মরুভূমিতে কখন পানি থাকবে আর কখন থাকবে না সেটা একেবারেই অনিশ্চিত।

শেষ কবে বৃষ্টি হয়েছিল মনে করবার চেষ্টা করল ও। ইউমাতে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। যাও বা হয়, সেটা বেশিরভাগ সময়েই সামান্য এলাকার পরিসরে। দক্ষিণের মরুভূমি আসলেই একটা জ্বলন্ত নরক, তার ওপর, ও যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক

করেছে, সেদিক দিয়ে আগে কখনও কেউ ওয়্যাগন নিয়ে মরু পাড়ি দিয়েছে বলে জানা নেই ওর। অবস্থা কেমন হবে তা আগে থেকে জানবার কোন উপায় নেই।

যাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পরে দোকানের ভেতরে ঢুকল বেনন, বুড়ো অ্যাবেগেইলের হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, কার্ল। স্পীডিকে ফেরত পেয়ে দারুণ লাগছে। বুঝলাম খুব যত্ন করেছ।'

'দারুণ একটা ঘোড়া,' হাসল বুড়ো অ্যাবেগেইল। 'কয়েকবার তো মনে হয়েছিল তুমি ইউমা থেকে দেরি করে পালালে মন্দ হয় না। মহা আরামে ঘুরেছি ক'দিন স্পীডির পিঠে চেপে।' একটু থেমে সামনে ঝুঁকল বুড়ো। চাপা স্বরে বলল, 'বিরাট ঝুঁকি নিচ্ছ, বেনন। আরেকবার ভেবে দেখো, সাহায্য দরকার হলে বলে ফেলো, ভাল লোক পাঠাতে পারব। তাতে যদি আপত্তি থাকে তো ব্যাগলে, পেদরো বা রাস্টিকেও খবর দিতে পারি।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল বেননের দিকে।

'না,' দৃঢ় শোনাল বেননের গলা। 'এ-কাজটা আমি একাই সারতে চাই।'

'টাইরেল টাইসন এগারোজন লোক খুন করেছে সামনাসামনি লড়াইয়ে,' মনে করিয়ে দিল অ্যাবেগেইল।

'জানি,' গম্ভীর চেহারায় বলল বেনন। 'তবে আমার চিন্তা হচ্ছে লোনি মিনডোর কারণে। প্রেয়ারি নেকড়ের মতো চতুর লোক। অস্ত্রেও হাত ভাল।'

'চতুর হবেই তো। ঠাণ্ডা মাথার খুনী। তবে টাইসনও কম নয়, সতেরো বছর বয়সে নিজের বিধবা সৎ মাকে খুন করে সমস্ত জমানো টাকা নিয়ে ভেগে গিয়েছিল সে।' বেননের সামনে একটা বিয়ারের বোতল রাখল অ্যাবেগেইল, তারপর বেনন চুমুক দেওয়ার পরে বলল, 'আর...ওই মেয়েটা। ওদের সঙ্গে ঠিক যেন মানায় না। বুঝলাম না এদের সঙ্গে জুটল কী করে।'

'চেষ্টা করব ওকে তোমার এখানেই রেখে যেতে,' বিয়ার শেষ করে বোতলটা নামিয়ে রাখল বেনন।

'পারলে তো খুবই ভাল হয়। ওকে স্টেজে তুলে দিতে পারব আমি। যেখানে যেতে চায় যাক। টিকেটের পয়সা দিতেও আপত্তি নেই।'

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে থামল বেনন, ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'বাইরে যাচ্ছি, কার্ল। বাতিটা নিভিয়ে দাও।'

ঘর অন্ধকার হওয়ার পরে দরজা খুলে আলগোছে বেরিয়ে এলো ও বাইরে।

'আমাদের তুমি বিশ্বাস করছ না,' অভিযোগের সুরে বলল টাইসন।

ওয়্যাগনের কাছে পৌঁছে গেছে বেনন, হাসল। 'কে বলল বিশ্বাস করি না! আমি চাইছি না পরে বিবেকের দংশনে ভোগো তুমি।' লোনি মিনডো আর টাইরেল টাইসনের ওপর ঘুরে এলো ওর দৃষ্টি। 'লিনিয়া টেইলরের কী হবে? সামনে আমাদের দুর্গম পথ। ওকে এখানে রেখে যাওয়াই তো ভাল বলে মনে হচ্ছে।'

'পাগল নাকি!' আপত্তি জানাল টাইসন। 'সোনা দেখে ফেলেছে লিনিয়া। আমাদের কথাবার্তাও শুনেছে। ওকে রেখে যাবার ঝুঁকি নিতে পারি না আমরা।'

'তুমি কী বলো, মিনডো?'

'আমি কী বলব?' হ্যাটের কানার নীচে দেখা যাচ্ছে না মিনডোর চোখ।

'আমাদের মধ্যে তুমি সেরা খুনী,' বলল টাইসন। 'ঠাণ্ডা মাথায় কাজ সারতে পারো।'

'তো?' কর্কশ শোনাল মিনডোর গলা। 'মেয়েমানুষ খুন করতে বলছ নাকি!'

টাইসনের খুন হয়ে যাওয়া সৎ মায়ের কথা মনে পড়ে গেল।

লিনিয়া অধৈর্য কণ্ঠে বলল, 'সময় নষ্ট করছি আমরা। মনে হয়

না তোমরা কোন মেয়েকে খুন করবে। এবার রওনা হওয়া উচিত। গোলাগুলি বাঁচিয়ে রাখো বরং ইয়াকি আর ইউমার লোকদের জন্যে।'

ওয়্যাগনের ড্রাইভিং সিটে বসল মিনডো। তার পাশে টাইসন। পেছনে পাশাপাশি বসে আছে বেনন আর লিনিয়া, ওদের উল্টোপাশে স্যাম মেটস।

রওনা হলো ওরা। পেছনে আসছে দড়িতে বাঁধা ওদের ঘোড়াগুলো। প্রথমে আস্তে ওয়্যাগন নিয়ে এগোল মিনডো, তারপর এগোল মাঝারি গতিতে। কিছুক্ষণ পরে পৌঁছে গেল পুবের রাস্তায়। গতি কমাল আবারও, ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে।

বেননের কানের কাছে ফিসফিস করল লিনিয়া। 'এখানে এদের সঙ্গে তোমাকে যেন ঠিক মানাচ্ছে না। কে তুমি?'

'জনসন। রে জনসন।' হাসল বেনন। একটা চুরুট ধরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে সরে গেল। 'রাতটা কী সুন্দর, তাই না?'

বেননের মুখে কী যেন খুঁজছে মেয়েটার চোখ। 'তোমার কথায় আরেকটু হলে মারা পড়তাম আমি।'

মাথা নাড়ল বেনন। 'আর্থিক লাভ না হলে কোন মহিলাকে খুন করবে না লোনি মিনডো।'

'হলে করবে?'

ওয়্যাগনের পাশে হেলান দিল বেনন। 'অবশ্যই! এবং তার পরপরই ভুলে যাবে।'

চার

একই গতি ধরে রেখে দক্ষিণে এগিয়ে চলেছে ওয়্যাগন। ডানদিকে গিলা পর্বতের আকাশছোঁয়া চুড়ো আর টিলার সারি। বাতাস এখানে শীতল, আরামদায়ক। মাঝে মাঝে থামছে ওরা, ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দিয়ে আবার রওনা হচ্ছে। কথা বলবার মানসিকতা নেই কারও। একসময় ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে উঠে পেছনে চলে এলো টাইসন, একটা সিগারেট ধরিয়ে বেননের সামনে হাঁটু মুড়ে বসল।

'জেগে আছো, রে?'

'হ্যাঁ।'

'দক্ষিণে কতোদূর পর্যন্ত এই পাহাড় আছে?'

'সীমান্ত পর্যন্ত।'

'মাঝখান দিয়ে যাওয়ার পথ আছে?'

'হ্যাঁ। আমি কয়েকটা চিনি। ইন্ডিয়ানরা চেনে আরও অনেকগুলো।'

দ্রুত চিন্তা চলছে টাইসনের মাথায়। 'এলাকাটা ভাল মতো চেনো, রে?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'পিনাকেটের কাছে কোন ওয়াটার হোল আছে, শুনেছ কখনও?' কপাল কুঁচকে উঠল টাইসনের। ইশারায় ঘুমন্ত লিনিয়াকে দেখাল। 'ও বলেছে পাপাগো ওয়েলসের দক্ষিণ-

পশ্চিমে একটা ওয়াটার হোল চেনে।'

জবাব দেওয়ার আগে সময় পাওয়ার জন্য হোলস্টারের ভেতরে সিক্সগান নেড়েচেড়ে রাখল বেনন। পানির ওই উৎসের কথা মেয়েটা জানল কী করে! অস্বাভাবিক একটা জায়গায় আছে ওই পানি। এমনকি ইয়াকিদেরও জানবার কথা নয়। হয়তো ইউমারা জানে। ওটা ওদেরই অঞ্চল। কিন্তু লিনিয়া টেইলর...

'হ্যাঁ, ওখানে পানি আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল বেনন। 'খুঁজে বের করা মুশকিল, তবে আছে। অবশ্য মরুভূমির কোনও পানির উৎসকেই স্থায়ী বলা যাবে না। শুকিয়ে যায় কখনও কখনও।'

ভোরের এক ঘণ্টা আগে ওয়্যাগন থামানো হলো হ্যাটের ক্রাউনের ভেতরে পানি ভরে ঘোড়াগুলোর তৃষ্ণা মিটাল ওরা 'এবার খেয়ে নেয়া ভাল,' বলল বেনন। 'পথে আবার থামতে বোধহয় অনেক দেরি হবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রু কুঁচকে জনসনকে দেখল মিনডো। 'ভাবছ ওরা আমাদের খোঁজ পেয়ে যাবে?'

'ইয়াকিরা? বাজি ধরতে পারি। ঠিকই খুঁজে বের করবে চিহ্ন।'

ছোট একটা আগুন জ্বালল ওরা, কফির সঙ্গে শুকনো মাংস আর অ্যাবেগেইলের দোকান থেকে কেনা পাউরুটি দিয়ে সেরে নিল নাস্তা

প্রতিটা মুহূর্ত সতর্ক থাকবার প্রয়োজন বোধ করছে বেনন। জোনি মিনডো আর টাইরেল টাইসনকে একবিন্দু বিশ্বাস করা যায় না স্যাম মেটস ওই দু'জন উস্কানি না দিলে নিজে কিছু করবে বলে মনে হয় না তবুও তার ব্যাপারেও সাবধান থাকতে হবে একবারও সরাসরি আগুনের দিকে তাকাল না বেনন, চোখ দুটো তৈরি রাখল, সামান্যতম নড়াচড়াও যাতে দেখতে পায়। এমন এক জায়গা বেছে নিয়েছে যেখান থেকে সবার ওপরে নজর রাখা যায়।

বিশ্রাম নিয়ে আগুন নেভাল ওরা, তারপর রওনা হলো আবার। ট্রেইলটা ক্রমেই পাহাড়ী এলাকা থেকে সরে উপত্যকার মাঝখানের দিকে সরে গেছে। ওদের চারপাশে এখন লেচুগিয়া মরুভূমি।

পাহাড়ের ওপাশে এখন কী চলছে সে-ব্যাপারে বেননের মনে কোন সন্দেহ নেই। চতুর ট্র্যাকার হ্যাকারের নেতৃত্বে ওদের ট্রেইল খুঁজছে এখন দুর্ধর্ষ ইয়াকি ইন্ডিয়ানরা। এই হ্যাকারই ডাকাতির পরে পলাতক আসামীদের ট্র্যাক করে বের করেছিল। হ্যাকার প্রথমে যাবে দক্ষিণে, মরুভূমিতে ওদের চিহ্ন খুঁজতে, তারপর একে একে খুঁজবে পুব আর উত্তরে। চিহ্ন খুঁজে না পেয়ে হয়তো নদী পেরিয়ে যাবে, অবশ্য বলা যায় না, ওয়্যাগনটা যদি না পেয়ে থাকে তা হলে ভাবতে পারে ওটা ওরা এখনও ব্যবহার করছে।

ঘটনা বুঝতে দেরি হবে না হ্যাকারের, বালির ঢিবিগুলোর চারপাশে ওদের চিহ্ন খুঁজতে শুরু করবে সে। হয়তো দেরি হবে কিছুটা, কিন্তু খুঁজবে অনেকে মিলে, কাজেই হদিশ বেরোবেই। এতোক্ষণে ওদের ট্রেইল ধরে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে হ্যাকার নিশ্চয়ই।

তা হলে হাতে কতোক্ষণ সময় আছে? ট্র্যাক দেখে হ্যাকার প্রথমে হাজির হবে গোল্ড সিটিতে। অ্যাবেগেইল কার্লটন কিছুই জানাবে না তাদের। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। হ্যাকার বুঝে ফেলবে, আবার একটা ওয়্যাগনে করে রওনা হয়েছে ওরা। ওরা যে ওয়্যাগনটা পথেই ফেলে যাবে সেটাও আন্দাজ করে নেবে। ওয়্যাগন টানা ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দেবে ওরা, ফলে বাড়তি পানি খরচ করতে হবে না। পথ চিনে গোল্ড সিটিতে ফিরে যাবে জন্তুগুলো। তারপর থেকে শুরু হবে সত্যিকার প্রতিযোগিতা। ইন্ডিয়ানরা ধাওয়া করে আসবে। ওরা পালাবে দক্ষিণের দিকে। বেশ কয়েক ঘণ্টা এগিয়ে আছে ওরা। প্রতিটা মিনিট এখন মহামূল্যবান।

স্টিরাপে পা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকটা দেখল টাইরেল টাইসন। আকাশে বা দিগন্তে কোথাও ধুলোর মেঘ দেখা যাচ্ছে না।

একবারও পেছনে তাকাল না লোনি মিনডো। ইয়াকিরা কাছাকাছি পৌঁছে গেলে জানা যাবে। 'ঘোড়াগুলো তাজা রাখা দরকার,' মন্তব্য করল সে।

ওয়্যাগন থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল ওরা। ওদের সামনে বিখ্যাত টিনাযাস অ্যাটলাস। হাই ট্যাঙ্কসও বলে ওটাকে অনেকে। ডেভিল্স্ রোড ধরে যাওয়া বহু মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে ওটা, তবে অনেকে মারাও গেছে–জানত না ওখানে পানি আছে। দক্ষিণের এলাকা ক্রমেই আরও রুক্ষ আর শুষ্ক হয়েছে।

লোনি মিনডোর পাশে চলে এলো বেনন। চাপা স্বরে বলল, 'আরেকটা সুযোগ নেব এখানে আমরা। চেষ্টা করে দেখব ইয়াকিদের খসানো যায় কি না।'

'পারবে না বোধহয়,' মন্তব্য করল মিনডো। 'পাথরের ওপর দিয়ে যাওয়া টিকটিকিও ট্র্যাক করতে পারে ওরা।'

'হাতে সময় করে নিতে পারব আমরা চাইলে।' সামনের দিকে পাহাড়ের গা থেকে বেরোনো একটা পাথরের স্তর দেখাল বেনন, মরুভূমিতে এসে ঢুকেছে। 'দেখেছ ওটা? ওটার পেছনে সরু একটা গিরিপথ আছে, পাহাড়ের মাঝ দিয়ে গেছে। ওখান দিয়ে যাব আমরা। আশা করি কোথায় বাঁক নিয়েছি না বুঝে দক্ষিণে এগিয়ে যাবে ইয়াকিরা।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল মিনডোর। 'ওটার পেছনে গিরিখাদ আছে? শুনিনি কখনও।'

'ওয়্যাগন আমরা এখানেই রেখে যাব,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বেনন। 'এখন থেকে এগোবো ঘোড়ায় করে।'

'নিরাপত্তা বাড়বে তাতে,' সায় দিল মিনডো।

বেননের নির্দেশে মিনডো যখন একটা বালির ঢিবির আড়ালে

ওয়্যাগন নিয়ে রাখল ততোক্ষণে আকাশের বেশ উপরে উঠে এসেছে সূর্য। ঢিবিতে উঠল ওরা, বালি খসিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে দিল নীচে দাঁড়ানো ওয়্যাগন। মাত্র কয়েক মিনিট লাগল কাজটা সারতে। এবার হাতে করে বালি নিয়ে এসে সামান্য যে ট্র্যাক তখনও অবশিষ্ট আছে সেগুলোর ওপরে ছড়িয়ে দিল। মুছে গেল ওদের ওয়্যাগনের চাকার সমস্ত চিহ্ন।

এবার ঘোড়ার পিঠে এগোল ওরা। বেনন পথ দেখাচ্ছে। তীক্ষ্ণ একটা বাঁক ঘুরে পাহাড়ী এলাকায় ঢুকল, তারপর পনেরো মিনিট না পেরোতেই সরু একটা ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে পার হয়ে গেল এক মাইল। এই এক মাইলেই এক হাজার ফুট উঁচুতে উঠে এসেছে ওরা। যে পথে চলেছে সেটা সাম্প্রতিক সময়ে ব্যবহৃত হয়নি। ধুলোর মধ্যে শুধু কিছু বিগ হর্ন ভেড়ার ছাপ দেখা গেল। আকাশ ছোঁয়া চুড়ো আর টিলার মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে ট্রেইল।

গিলার ওপর দিয়ে পাঁচ-ছ' মাইল যেতে হলো। রওনা হওয়ার আগে ঘোড়াগুলোকে ভাল মতো পানি খাইয়ে এনেছে ওরা, পানি শেষ হয়ে যাওয়া ক্যান্টিন আর মশক ওয়্যাগনেই ফেলে এসেছে, এখন ওজন অনেক কম বহন করতে হচ্ছে জন্তুগুলোকে। তবে সামনে কী ধরনের পথ অতিক্রম করতে হবে তা অন্যদের চেয়ে ভাল জানে বেনন, জানে, অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ পড়ে আছে সামনে।

'আমরা শেষ পর্যন্ত পারব তো, রে?' একবার অনিশ্চিত গলায় জিজ্ঞেস করল ওকে স্যাম মেটস।

'আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ পারবে, সত্যি কথাই তাকে জানাল বেনন।

দক্ষিণে গিয়ে ডেভিল্স্ রোডে পড়ল ওরা। সোজা টিনাযাস অ্যাটলাসের দিকে গেছে পথটা গিলার শেষে একটা রিজের ওপরে জায়গাটা।

দিনটা গরম। গতি কমিয়ে রাখল বেনন, মাঝে মাঝেই থামল ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম নিতে দেওয়ার জন্য। পেছনের ট্রেইলেও নজর রাখছে। মনে খানিক স্বস্তি পেল, লিনিয়া টেইলর কঠিন যাত্রা যতোটা সম্ভব সহজ ভাবে নিয়েছে।

চেরা একটা স্কার্ট পরেছে মেয়েটা ঘোড়া চালানোর সুবিধের জন্য, সেই সঙ্গে মেক্সিকান ব্লাউজ। অন্যান্যদের মতোই, তার হাতেও আগ্নেয়াস্ত্র। ভাব দেখে মনে হচ্ছে টাইরেল টাইসন তাকে নিজের মেয়েমানুষ ভাবছে, তবে মুখে কিছু বলেনি। লিনিয়াও চুপচাপ। কাউকে যেমন আস্কারা দিচ্ছে না, তেমনি কাউকে নিরুৎসাহিতও করছে না। বুঝতে পারছে বেনন, অত্যন্ত চালাক মেয়ে এই লিনিয়া টেইলর। এর ব্যাপারে চোখ-কান খোলা রাখবার দরকার আছে।

বারবার পেছনে তাকাচ্ছে স্যাম মেটস। টাইসন তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে। তার ভাবভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী মানুষ সে। জানে, কাউকে তার দরকার পড়বে না। মনে করে, কারও সাহায্য ছাড়াই টিকে থাকতে পারবে যে-কোন পরিস্থিতিতে।

মাথার উপরে যেন আগুন ঢালছে সূর্যটা। ক্রমেই আরও বাড়ছে উত্তাপ। ঝকমকে নীল আকাশে এক ফোঁটা মেঘও নেই। মরুভূমির ধূসর মেঝে কতোটা তপ্ত তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এরই মাঝ দিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে ঘোড়াগুলো। চারপাশ থমথম করছে বাতাসের অভাবে। দক্ষিণে বহু দূরে একটা বালির ঘূর্ণি দেখা গেল। মরুভূমির মেঝেতে ঘুরপাক খেতে খেতে ছুটে গেল ওটা।

এখন আর পেছনে তাকাচ্ছে না মেটস। বুকের কাছে মাথা নিচু করে স্যাডলে বসে আছে, চেষ্টা করছে গরমে নিজেকে মানিয়ে নিতে।

'ছায়া দরকার আমাদের,' কিছুক্ষণ পরে বলল বেনন। 'রোদে

থাকলে মারা পড়বে ঘোড়াগুলো।'

'ছায়া?' নিচু স্বরে গাল বকল টাইসন। 'ছায়া পাবে কই এই নরকে?'

'ওপরের কোন ক্যানিয়নে।'

'আমি যাব না,' ঘোঁৎ করে উঠল টাইসন। 'সোজা মেক্সিকোর দিকে এগোব, তারপর যাব উপসাগরে।'

'জন্তুটাকে বিশ্রাম না দিলে পৌঁছতে পারবে না,' বলল বেনন। 'এমনিতেই অনেক বেশি খাটিয়ে ফেলেছি ওগুলোকে আমরা।'

ট্রেইলের ধুলো আর ঘামে কাদা হয়ে আছে টাইসনের চেহারা। চোখ সরু করে জনসনকে দেখল। 'তোমার মতলবটা বুঝতে পারছি না। বিশ্বাস করতে পারছি না তোমাকে। এসবের মধ্যে জড়ালে কেন তা-ও স্পষ্ট নয়।'

'জড়িয়েছি, কারণ আমাকে বিনা দোষে ইউমায় ঢুকতে হয়েছিল,' বলল বেনন। 'তার ক্ষতি পূরণ করে নেব না?'

'আমাদের টাকায়?' ঘোড়া থামিয়ে ফেলল টাইসন। পরিশ্রমে মাথা গরম হয়ে আছে তার। লিনিয়ার সঙ্গে জনসনের সখ্যতাও অসহ্য ঠেকছে। 'তার চেয়ে সামনাসামনি মোকাবিলা হয়ে যাক।'

'কাজটা বোকামি হবে, টাইসন,' শান্ত গলায় বলল বেনন 'আমাকে ছাড়া তোমাদের বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। মরুভূমিতে পানি খুব অল্পই আছে। ঠিক কোথায় আছে জানা না থাকলে খুঁজে পাবার উপায় নেই।'

'ও জানে,' লিনিয়াকে চোখের ইশারায় দেখাল টাইসন। 'আমাদের একটা ওয়াটার হোলের কথা বলেছে।'

'এখনও সেখানে পৌঁছাওনি তুমি,' হাসল বেনন। চোখ স্পর্শ করল না হাসি। 'তাছাড়া ওটা বৃষ্টির পানিতে তৈরি সাধারণ ডোবাও হতে পারে। এখন হয়তো শুকনো খটখটে হয়ে পড়ে আছে। এই গরমে খোলা একটা ডোবার পানি কতোক্ষণ থাকবে বলে মনে করো তুমি?'

এতোক্ষণ ঘোড়ার পিঠে বসে দু'জনকে চুপচাপ দেখেছে লোনি মিনডো, টাইরেল টাইসন মারা গেলে তার কিছুই যায় আসবে না। কিন্তু টইসন অস্ত্রে যথেষ্ট দ্রুত। যদি জনসন মারা যায়...লোকটার কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে সে মরলে। পানি ছাড়া স্রেফ মরতে হবে এই দুস্তর প্রান্তরে।

'ফালতু কথা ছাড়ো, টাইসন,' কঠোর গলায় বলল মিনডো। 'জনসন ঠিকই বলেছে। এই গরমে পানি ছাড়া একদিনও টিকব না আমরা।'

টাইরেল টাইসন খরখরে জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল। কারও কথা তার ওপরে এতোটা প্রভাব ফেলতে পারত না, যতোটা পারল তৃষ্ণা। পেছনে ফিরে যাওয়ার কোন উপায়ও নেই এখন আর। উত্তপ্ত কারাগারে তারা একরকম বন্দি হয় সামনে এগিয়ে যাও, নয়তো মরো—এছাড়া আর কোন গতি নেই।

হাসির ভঙ্গি করল টাইসন। 'কী বলেছি ভুলে যাও, রে। চলো, এগোনো যাক।'

টাইসন আর মিনডো সামনে এগিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল বেনন, তারপর মেটসের পেছনে এগোল। ওর পাশে চলে এলো লিনিয়া টেইলর।

'তোমাকে ও খুন করবে, জনসন।'

'হয়তো।'

'অনেক মানুষ মেরেছে টাইসন।'

'তেমনি একদিন ও-ও মরবে। হয়তো আমার হাতেই, কে জানে!'

লিনিয়ার তীক্ষ্ণ চোখ জোড়া বেননের চেহারায় কী যেন খুঁজল নরম গলায় জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। 'আগে কখনও সামনাসামনি লড়াইয়ে অস্ত্র ব্যবহার করেছ, জনসন?'

'কখনও কখনও।'

নিজের ব্যাপারে যেচে কিছু বলবার কোন মানে হয় না।

তাছাড়া লিনিয়া টেইলরকে ভাল করে চেনে না ও। অন্যদেরও তেমন একটা চেনে না। টাইরেল টাইসন যতোক্ষণ ভাবছে ডুয়েলে ওকে সহজেই হারিয়ে দিতে পারবে, ততোক্ষণ মাথার পেছনে একটা চোখ না রাখলেও চলবে। আপাতত এটাই যথেষ্ট বড় প্রাপ্তি।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে পেছনে তাকাল বেনন। তপ্ত বাতাসে কাঁপছে দৃশ্য। দূরের সবকিছু ঝাপসা দেখাচ্ছে। ইয়াকিরা যদি পেছনে থেকে থাকে তবে আছে ওই তাপতরঙ্গের পেছনে কোথাও। এগিয়ে চলল ওরা।

একমাত্র বেননই জানে কতোটা বড় ঝুঁকি নিয়েছে ও। শুধু ওরই জানা আছে বিপজ্জনক জুয়া খেলছে। কিন্তু এছাড়া আর কিছু করবারও ছিল না। এভাবেই দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছিল। অনুরোধটা না রেখে উপায় ছিল না।

এমন একদল লোকের সঙ্গে ও চলেছে যাদের সম্ভবত খুন করতে হবে। ঘৃণা করে ওকে এরা অন্তর থেকে, উটকো একটা ঝামেলা মনে করে, যে ঝামেলা প্রথম সুযোগেই অপসারণ করতে হবে। ঘৃণার সঙ্গে মিশে আছে প্রশ্ন। লোনি মিনডো, টাইরেল টাইসন এবং সম্ভবত স্যাম মেটসও–উপযুক্ত সময় হয়েছে মনে করলে ওকে খুন করতে দ্বিধা করবে না কেউ। এরা এমনই মানুষ যে একটা ক্যান্টিন, ঘোড়া বা অস্ত্রের জন্য খুন করতে বিন্দুমাত্র বাধবে না।

একটু আগে টাইসন ওকে খুন করতে চাইছিল তার প্রধান কারণ সম্ভবত, লিনিয়ার সঙ্গে অনেক কথা বলেছে ও। তবে এটা ঠিক যে লিনিয়া লোকটার কাছে বেশিক্ষণ অতোটা গুরুত্বপূর্ণ থাকবে না। শেষ সময়ে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য লড়বে সবাই। মৃত্যু চোখের সামনে দেখলে প্রেম-প্রেম ভাব উবে যেতে সময় লাগবে না।

সবাই ওরা সামনের মরু সম্বন্ধে কমবেশি জানে। কেউ

অভিজ্ঞতার আলোকে জানে, কেউ বা জানে শুনে একমাত্র বেননই একটু চেনে এলাকাটা, তবু তা যথেষ্ট নয়। সত্যিকার ভাল ভাবে কেউই বলতে পারবে না এই মরুভূমি সম্বন্ধে। জানতে হলে এখানে যতোদিন থাকতে হবে তা কেউ থাকেনি, সম্ভব নয় থাকা। দুনিয়ায় এমন দুর্গম, শুষ্ক আর তপ্ত এলাকা খুব কমই আছে। সঙ্গে পর্যাপ্ত পানি নেই ওদের। ওয়াটার হোলের সংখ্যাও অত্যন্ত কম। হয়তো কারও কারও কপালে শেষ পর্যন্ত পিপাসার পানি জুটবে না।

সামনে এগিয়ে চলা লোকগুলোর ওপর ফিরে এলো ওর চিন্তা। লোনি মিনডো ঠাণ্ডা মাথার বিপজ্জনক কঠোর একজন লোক। নিষ্ঠুর খুনী। চালুহাত বলে কুখ্যাতি আছে তার। টাইরেল টাইসনও খুনী, তবে শীতল নয়, যে-কোন সময়ে বিস্ফোরিত হয়। স্যাম মেটস? মেঠো ইঁদুর একটা তাড়া খেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবে। মার খাওয়া কুকুরের বাচ্চার মতো কুঁইকুঁই করবে। কিন্তু যদি কোণঠাসা হয়? লড়বে জান দিয়ে। দরকারে আত্মহত্যা করতেও দ্বিধা করবে না

আর লিনিয়া টেইলর? রহস্যময় একটা মেয়ে। অপূর্ব রূপসী, উদ্ভিন্ন যৌবনা, লালসা জাগানোর মতো। কিন্তু আসলে কে সে? কী চায়? কী করছে এখানে এদের সঙ্গে?

গভীর মনোযোগে ওকে খেয়াল করেছে বেনন। শহুরে ভদ্রমহিলাদের শিক্ষা লিনিয়ার আছে বলেই মনে হয়েছে। তবে এখানেও নিজেকে ভাল মানিয়ে নিয়েছে লিনিয়া। অবশ্য কিছুতেই তাকে টাইরেল টাইসনের মেয়েমানুষ হিসেবে কল্পনা করা যাচ্ছে না। যদিও টাইসন সেদিকেই ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করছে। মেয়েটাকে বিরক্তির সঙ্গে নিয়েছে লোনি মিনডো। তার ধারণা লিনিয়া সঙ্গে থাকলে পালাতে অসুবিধে হবে।

কেউ ওরা বাড়তি ব্যাগেজ সঙ্গে নেয়নি। নেওয়া সম্ভব ছিল না। ওদের পালানোর সফলতা নির্ভর করছে সামান্য একচুল

নির্ভুল হিসেবের ওপরে যদি একটু দেরি হয়ে যায়, লাশ পড়ে যাবে সবক'জনের। এমন কেউ থাকা সত্যি বিরক্তিকর, যার জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে। তাছাড়া, লিনিয়া বাড়তি একটা মুখ। তৃষ্ণা মেটাতে হচ্ছে তার

জ্বলন্ত বিকেলে একটানা এগিয়ে চলেছে ওরা। প্রত্যেকের মুখের ভেতরটা শুকনো। বার কয়েক থেমে সামান্য পানি দিয়ে তৃষ্ণা মিটিয়েছে, তবু সেটুকু যেন তপ্ত মরুতে এক ফোঁটা জল। ঘোড়াগুলোর বেলায় কার্পণ্য করা যায়নি পানির পরিমাণ কমে এসেছে অনেক। শীঘ্রি নতুন পানির উৎস পেতে হবে, নইলে আরেকটা দিন মরুভূমিতে টিকবে না কেউ।

মরীচিকাগুলো দূর হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। দক্ষিণে দূরের পাহাড়-পর্বতগুলো নীলচে হয়ে আসছে। তারপর আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠতে শুরু করল। সূর্য হেলতে হেলতে দিগন্তের বুকে মুখ গুঁজছে। ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে ছায়াগুলো। ক্যানিয়নগুলোয় নামছে গাঢ় অন্ধকার, নীরবে হুমকি দিচ্ছে। মনে হয় ওখানে যেন ওঁৎ পেতে আছে ভয়ঙ্কর বিপদ। আকাশে উজ্জ্বল নানা রঙের আনাগোনা। ছড়ানো ছিটানো মেঘগুলোতে যেন সোনালী-কমলা আগুন ধরে গেছে।

স্যাডলে কাত হয়ে পেছনে তাকাল বেনন। নড়াচড়ার কোন চিহ্ন নেই। ধুলো উড়ছে না কোথাও। সূর্য ডুবে যাওয়ার পরের নীরব সৌন্দর্য নিয়ে আরেকটা তপ্ত দিনের প্রতীক্ষায় আছে মরুভূমি।

ঘোড়ার গতি কমাল লোনি মিনডো। ধুলো আর ঘাম মিলে কাদা লেগে আছে তার সমস্ত মুখে। চোখ সরু করে বেননের দিকে তাকাল। 'টিনাযাস অ্যাটলাস আর কতোদূরে, জনসন?'

'অনেক।' নিচু পাহাড়গুলো দেখাল বেনন। ওদিকেই চলেছে ওরা। 'ওগুলো পার হয়ে থামব। ওখানে র‍্যাভেন্স বাটে একটা ডোবা মতো আছে। মাঝে মাঝে ওটায় সামান্য পানি থাকে।'

এবার আগে আগে চলল বেনন। আগের মতোই ট্রেইল। পাথুরে, সরু, অস্পষ্ট, রুক্ষ। একজন আরেকজনের পেছনে যেতে হচ্ছে। র‍্যাভেন্স বাটের দক্ষিণে একটা ক্যানিয়নের ভেতরে ডোবাটা খুঁজে পেল ওরা।

স্যাডল থেকে নামল বেনন। একবার ডোবার অবস্থা দেখে নিয়ে বলল, 'সবগুলো ঘোড়ার জন্যে যথেষ্ট নয়, কিছুটা তৃষ্ণা মেটাতে পারবে।'

একটা একটা করে ঘোড়া ডোবার কাছে নিয়ে গেল ও, কয় ঢোক খেল হিসেব রাখল, যাতে প্রত্যেকটা সমান পানি পায়। কাজটা শেষ হওয়ার পরে ওদের জন্য এক কাপ পানিও অবশিষ্ট রইল না।

র‍্যাভেন্স বাট থেকে দক্ষিণে রওনা হলো ওরা। এবার ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। মনে মনে হিসেব কষল বেনন, টিনাযাস অ্যাটলাস আরও অন্তত সাত মাইল দূরে। পানি থাকবে ওখানে। ক্যান্টিন ভরে নিতে পারবে সবাই, ঘোড়াগুলোকে আবার পানিও দেওয়া যাবে। জন্তুগুলোর এখন যতোটা সম্ভব বেশি পানি পাওয়া দরকার।

'কোন ইন্ডিয়ান পেছনে আসছে না,' স্যাম মেটসের গলায় উল্লাস ঝরল। 'ট্র্যাক খুঁজে পায়নি শালারা।'

বিরক্ত চোখে লোকটাকে দেখল টাইসন, কিছু বলল না। মুখ খুলল লোনি মিনডো। 'বোকার মতো কথা বোলো না, মেটস। পেছনে লেগে আছে ওরা। আসছে। বেশি দেরি করবে না।'

'তোমার কী মনে হয়, আমাদের ধরতে পারবে ওরা, জনসন?' বেননের দিকে ফিরল লিনিয়া।

'তাড়া নেই ওদের,' বলল বেনন। 'ইচ্ছে করলেই কাছে চলে আসতে পারে। কিন্তু আসবে না। আগে চাইবে মরুভূমি আমাদের দুর্বল করে তুলুক।'

ওরা যখন ট্যানাযাস অ্যাটলাসে পৌঁছল তখন পুরোপুরি

অন্ধকার নেমে গেছে। সমতল মরুর বুকে দাঁড়িয়ে আছে একটা নিঃসঙ্গ টিলা, তার গায়ের একটা গুহায় ক্যাম্প করল ওরা। ছোট করে আগুন জ্বেলে কফি তৈরি করা হলো। লিনিয়া মাংসের চাকা থেকে সরু এক ফালি কেটে নিয়ে চটপট রেঁধে ফেলল। চমৎকার স্বাদ হয়েছে। কিন্তু রুচি নেই কারও মুখে, মরুর খর উত্তাপ আর দুর্গম পথ চলবার ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙে আসতে চাইছে। কোনমতে দুটো মুখে দিল ওরা।

একটু পরে চাঁদ উঠল। কয়েকটা ক্যান্টিন নিয়ে গুহা-মুখের কাছে চলে গেল লোনি মিনডো, থেমে দাঁড়িয়ে বেননের দিকে তাকাল। 'জনসন, দেখা যাক ওখানে পানি আছে কি না।'

আগে চলল বেনন। আগে মাত্র একবার এখানে এসেছে ও, কিন্তু পর্যটকদের রেখে যাওয়া দড়িটা দেখে উপরে উঠবার পথ বের করতে অসুবিধে হলো না। 'নীচের ডোবাটা বালিতে অর্ধেক ভরা থাকে,' জানাল ও। 'বালির নীচে পানি আছে। আমরা আগে দেখব ওপরের ডোবাগুলো।'

নিরেট পাথরের খাঁজে পানি জমে আছে। ওই খাঁজ তৈরি হয়েছিল বহুকাল আগে কোন জলপ্রপাতের কারণে। 'মাঝে মাঝে পানিতে মরা মৌমাছি থাকে,' বলল বেনন, 'তবে তাতে আমাদের কোন অসুবিধে নেই।'

হাতে করে সামান্য পানি তুলে নিল মিনডো। পরিষ্কার টলটলে শীতল পানি। 'শুনেছিলাম কিছুদিন আগে এদিকে বৃষ্টি হয়েছে,' মন্তব্য করল সে।

ক্যান্টিনগুলো ভরে নিল ওরা। কাজটা সেরে ডোবার পাশে পাথরের ওপরে বসল। সতেজ লাগছে এখন। মাঝে মাঝেই পানি ঢালছে গলায়।

একটু পরে মিনডো বলল, 'তোমার ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না আমার। আইনের লোক ছিলে তুমি। অন্তত আইনের পক্ষে কাজ করে পয়সা কামাতে। ভুল বোঝাবুঝিতে জেলে গেছ। তা

হলে পালালে কেন? কেন প্রমাণ করার চেষ্টা করলে না যে তুমি ডাকাতির সঙ্গে জড়িত নও?'

'দুটো কারণে,' প্রশ্নগুলো মনের ভেতরে নেড়েচেড়ে দেখে সাজানো গোছানো মিথ্যে তৈরি করল বেনন, তারপর ধীর গলায় বলল, 'এক, বাউন্টি হান্টার রে জনসন ইউমা থেকে পালাতে গিয়ে মারা গেছে এখবর ছড়িয়ে পড়লে আমার সুবিধে। আইনের লোক বা আইন বিরোধী কেউ তখন আমাকে আর খুঁজবে না। নতুন পরিচয়ে এমন কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারব যেখানে অস্ত্রের জোরে বাঁচতে হয় না। দুই, এতো টাকার মামলা হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হয়নি। হয়তো একটা র‍্যাঞ্চ কিনে ফেলব।' মিনডোর দিকে তাকাল বেনন। 'আর তুমি? তুমি এতো ঝুঁকি নিলে কেন? শুধুই টাকা?'

'অবশ্যই টাকা। তবে জেলে থাকতেও আপত্তি ছিল। এখন কথা হচ্ছে…ভাগাভাগিটা কেমন হবে।'

গূঢ় অর্থ আছে কথাটার, কিন্তু এড়িয়ে গেল বেনন, পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'তিন ভাগ হবে, আর কী!'

'টাইরেল টাইসন তা মানবে বলে মনে হয় না। পরিকল্পনা আমার হলেও স্টেজ-ডাকাতিটা ও-ই করেছিল।'

আর কথা হলো না। উঠে দাঁড়াল বেনন, সঙ্গে চলল লোনি মিনডো। দু'জনই গম্ভীর, নিজের নিজের চিন্তায় মগ্ন। সাবধানে নীচে নামল ওরা, তারপর বেনন বলল, 'ভাগাভাগিটা সম্ভবত নির্ভর করছে ইয়াকিদের ওপরে।'

'ঠিক,' সায় দিল মিনডো। 'ওরা আমাদের দু'একজনকে অন্তত খতম করবেই।'

রাতটা শীতল। পালা করে পাহারায় থাকল ওরা। তবে ঘুমাল না বেনন, চোখ বুজে পড়ে থাকল। ভোরের আগেই ঠেলা দিয়ে সবাইকে ওঠাল টাইরেল টাইসন। শুকনো ক্রিওসোট কাঠ দিয়ে জ্বালানো ছোট্ট আগুনে দ্রুত কফি আর নাস্তা সেরে নিল ওরা,

তারপর আবার স্যাডলে উঠে শুরু হলো একটানা পথ চলা। পানি আর বিশ্রাম পেয়ে তাজা হয়ে উঠেছে ঘোড়াগুলো, নিজেদের ইচ্ছেতেই জোরে চলছে। সামনে ধূ-ধু মরু, সীমান্তের দিকে গেছে। সীমান্ত অবশ্য বেশি দূরে নেই আর।

পথ নির্দেশ করছে পাহাড়ের গা ঘেঁষ। পাথুরে টিলার সারি মরুভূমির বালির সাগরে মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছে বিশ্রী চেহারার প্রাগৈতিহাসিক কালচে লাভা, ক্রিওসোট বুশ, অ্যাগেইভি আর চয়া।

সূর্য এখনও দিগন্তের আড়াল থেকে মুখ তোলেনি। পিছন থেকে এগিয়ে এলো টাইরেল টাইসন। শুকনো শোনাল তার গলা। 'সঙ্গী-সাথীর দেখা পাওয়া গেছে।'

ঘোড়া থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সবাই। অনেক দূরে আকাশের গায়ে দেখা গেল ধোঁয়ার একটা আঙুল

'জানতাম আমরা, কাজেই ফালতু চিন্তার কোন দরকার নেই,' বলল মিনডো 'ওরা নিশ্চয়ই কয়েকটা পথ ব্যবহার করেছে। ধোঁয়ার সঙ্কেত সবাইকে এখন এক জায়গায় জড়ো করবে।' আরেকবার পিছনে তাকাল সে। 'এখানে থামার কোন মানে হয় না। আসুক ওরা, ততোক্ষণে আমরা আরও এগিয়ে যাব।'

আবার যাত্রা শুরু করল ওরা। সূর্য উঠল, সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে বাড়তে আরম্ভ করল উত্তাপ। জন্তুগুলোর চলবার গতি কমাল ওরা। স্যাম মেটস অস্থির হয়ে উঠেছে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

'মারা পড়বে তোমার ঘোড়া,' শান্ত গলায় তাকে জানাল বেনন। 'ওটা ছাড়া তুমি একটা লাশ ছাড়া আর কিছু নও এখানে।'

কোন ইন্ডিয়ান চোখে পড়ল না ওদের। মাঝে মাঝে পেছনে তাকাচ্ছে বেনন। সামনে আর দু'পাশেও নজর রাখছে। ইয়াকিরা কোন দিক দিয়ে আসবে বলা মুশকিল। সামনে যে ইয়াকিরা নেই

তা-ও নিশ্চিত নয়। হয়তো উপসাগর থেকে ফিরছে একটা দল।

'তুমি পুবে সরে যাচ্ছ, জনসন,' বেননের পাশে চলতে চলতে হঠাৎ বলল মিনডো। 'ব্যাপার কী?'

'পিনাকেট,' জানাল বেনন। 'এদিকের দোজখের সবচেয়ে রুক্ষ অঞ্চল ওটা। কিন্তু পানি আছে কোথাও কোথাও। দরকারে প্রতিরোধের জায়গাও পাব ওখানে।'

'কিন্তু তাতে বেশি পথ যেতে হবে না?'

'সামান্য। উপসাগর এখন আমাদের দক্ষিণে। অ্যাডায়ার বে-ও ওদিকেই।'

বেশ কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নামল ওদের মাঝে। খানিক পরে পশ্চিমে আরেকটা ধোঁয়ার সঙ্কেত দেখতে পেল ওরা। হাঁটছে এখন ঘোড়াগুলো। একটু পরে স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়ার পাশে হাঁটতে শুরু করল বেনন। অন্যরাও তা-ই করল। আবার বেননের পাশে চলে এলো লিনিয়া টেইলর।

এখন তাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে। চোখ বসে গেছে গর্তে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। নিচু গলায় বলল, 'জানতাম না এই দশা হবে।'

'সুযোগ পেলেই তৃষ্ণা মেটাবে,' পরামর্শ দিল বেনন। 'পানিশূন্যতা অনুভূতি ভোঁতা করে দেয়, তৃষ্ণাও টের পায় না মানুষ অনেক সময়। অনেকে বলে মরুভূমিতে এলে প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা এক ফোঁটা পানিও খাওয়া উচিত নয়, কিন্তু যারা বলে তারা কিছুই জানে না। আবার কেউ কেউ বলে পানি বেশি সময় রাখার চেষ্টা করা উচিত। ওটাও ভুল। নিয়ম হচ্ছে পানির উৎসের কাছে পৌঁছতে পারলে যতোটা পারো খেয়ে নেয়া। শুধু মাত্র তা হলেই বাঁচার সম্ভাবনা বাড়বে।'

'আমরা কি শেষ পর্যন্ত পারব, রে?' প্রথমবারের মতো বেননকে ছদ্ম-ডাক-নামে সম্বোধন করল লিনিয়া।

কাঁধ ঝাঁকাল বেনন। 'সবাই হয়তো পারব না, তবে কেউ

কেউ পারবে কিন্তু সামনে পড়ে আছে আস্ত নরক, সেজন্যে মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে রেখো।'

পুবদিক দেখাল ও। 'ক্যামিনো ডেল ডাইয়াব্লো, শয়তানের পথ গোল্ডরাশের সময় ওই পথে যেতে গিয়ে তিন-চারশো লোক মারা পড়েছে।'

মরুভূমিতে এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মেছে ক্রিওসোট বুশ, চয়া; মাঝে মাঝে সাগুয়ারো আর ওকোটিয়ো। ওগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে এগোচ্ছে ওরা। সাধারণত একজনের পিছনে চলেছে আরেকজন, এগিয়ে যাচ্ছে মোটামুটি ভাবে দক্ষিণে।

একটা টিবির ওপরে ওঠার পরে থেমে দাঁড়াল লোনি মিনডো 'আমরা এখানে থেমে ওদের অ্যাম্বুশ করব না কেন?' ভ্রূ কুঁচকে বেনন আর টাইসনকে দেখল সে। 'ঝামেলা একবারে চুকিয়ে ফেলাই ভাল।'

'তা হলে আমাদের আগে চলে যেতে পারবে ওরা,' দ্বিমত পোষণ করল বেনন। 'পানির উৎস দখল করে নেবে।'

'কিসের পানির উৎস, জনসন?' চট করে বেননের দিকে তাকাল টাইসন।

'টুলি ওয়েল্‌স্ আছে সামনে,' বলল বেনন। 'যদিও ওটা বেশ খানিকটা পুবে হয়ে যায়। আমরা যাব সরাসরি পাপাগো ট্যাঙ্কসের দিকে

সামনের মরুভূমি আরও রুক্ষ আর ভঙ্গুর হয়ে গেছে। আগ্নেয়শিলা চোখা দাঁতের মতো দাঁড়িয়ে আছে এখানে ওখানে। হাতের ইশারায় গভীর একটা জ্বালামুখ দেখাল বেনন।

এখান থেকেই পিনাকেট এলাকার শুরু। দক্ষিণে অঞ্চলটা আরও বিরান এবং ভয়ঙ্কর—লাভা দিয়ে তৈরি একের পর এক টিলা, বালির টিবি আর ভাঙাচোরা এবড়োখেবড়ো প্রায়-জলহীন মরু প্রান্তর। পুরোটা এলাকায় ট্রেইল আছে মাত্র দু'একটা। মাইলের পর মাইল শুধুই তীক্ষ্ণ পাথরের খণ্ড। পায়ে হেঁটে

এগোলে যে-কোন মানুষ বা ঘোড়াকে পঙ্গু করে দিতে কয়েক ঘণ্টার বেশি সময় নেবে না ওগুলো। বিগহর্ন, কয়োটে আর র‍্যাটল স্নেক ছাড়া আর কোন প্রাণী বাঁচে না ওখানে। এদের দেখাও প্রায় মেলে না বললেই চলে। কিন্তু এ-পথেই যেতে হবে ওদের। পার হতে হবে দুর্গম অঞ্চলটা তারপর দৌড় আর দৌড়। থামবার সুযোগ হবে সেই উপসাগরের তীরে পৌঁছে।

কালো পাথরের মাঝে ড্রাই ক্যাম্প করল ওরা। পাথরের আড়ালে অবস্থান নিল আক্রমণের আশঙ্কায়। কিন্তু লড়াই করবার কোন প্রয়োজন পড়ল না। পরদিন ভোরে রওনা হলো আবার। একটু পর পর পানি খেতে হচ্ছে গলা ভেজাতে। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ওরা, ক্রমেই খালি হয়ে আসছে ক্যান্টিন

মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে ক্লান্তি আর উত্তাপে নিজের ঘোড়াটাকে নিচু স্বরে গালি দিয়ে চলেছে টাইরেল টাইসন। চোখ গরম করে সবাইকে দেখছে মাঝে মাঝেই। রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খাচ্ছে লোনি মিনডো। স্যাম মেটস ভয়ে চুপ হয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের অভ্যস্ততায় শান্ত আছে বেনন। ও ছাড়া দলে একমাত্র লিনিয়ারই কোন প্রতিক্রিয়া নেই। দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চিন্তে আছে।

রাতে ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে আরেকটু হলে আছাড় খেয়ে পড়ে যেত মেয়েটা। সময় মতো ধরে ফেলেছে বেনন। টাইসনের জ্বলন্ত দৃষ্টি সহ্য করতে হয়েছে সেজন্য।

সে-রাতেই কাছিয়ে এলো ইয়াকি ইন্ডিয়ানরা তবে লড়াই করবার জন্য নয়।

মিনডো ক্যাম্পের জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজছিল, এমন সময় হঠাৎই এলো তারা। মনে হলো যেন শূন্য মরুভূমির বুকে আচমকা গজিয়ে উঠেছে লোকগুলো। বেশ কয়েকজন ঘোড়া দাবড়ে এগিয়ে এলো, গুলি করল এলোপাতাড়ি, তারপর একটা খাদ ধরে ছুটতে ছুটতে চলে গেল মরুভূমির দিকে।

পাথরে পেট ঠেকিয়ে অস্ত্র হাতে তৈরি থাকল সবাই, কিন্তু ইয়াকিরা আর ফিরল না। কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়াল বেনন, আশঙ্কা করছে এখনই একটা গুলি ছুটে আসবে ওকে লক্ষ্য করে।

গুলি হলো না। চারপাশে থমথমে নীরবতা। ঘোড়ার কাছে চলে গেল ও। অন্যরাও জমিন ছেড়ে উঠল।

'হায়-হায়!' নিজের ঘোড়ার সামনে গিয়ে কাতরে উঠল মেটস।

তার ঘোড়াতেই ছিল দলের সবচেয়ে বড় ক্যান্টিনটা। এখন ওটার তলায় একটা বুলেটের ফুটো। সব পানি বালিতে পড়ে গেছে। বালিতে সামান্য একটু ভেজা ভেজা কালচে দাগ ওই পানি নামের জীবনসুধার সাক্ষ্য বহন করছে।

'এসো, কফি হয়ে যাক,' পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝলেও শান্ত স্বরেই কথাটা বলল বেনন, 'কফি তৈরির মতো পানি এখনও আছে আমাদের।'

পাঁচ

আকাশের গায়ে জ্বলজ্বল করা নক্ষত্রগুলোর দিকে তাকাল বেনন, মরুর শীতল বাতাস বুক ভরে টেনে নিয়ে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাল। মোড় নিয়ে ওর চিন্তা লিনিয়া টেইলরের ওপর স্থির হলো।

কেমন মেয়ে লিনিয়া টেইলর? এমন একদল বুনো পশুর মতো পুরুষমানুষের সঙ্গে মরু পাড়ি দিতে চাইল কেন সে? কী ধরনের

পরিস্থিতির সামনে পড়তে হবে তা আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল ও, কিন্তু লিনিয়া টেইলরের ব্যাপারে কিছু ভাববার অবকাশ ছিল না তখন।

চারজন পুরুষ এবং একজন মহিলা–মৃত্যুর দুয়ার থেকে দুয়ারে টোকা মেরে এগিয়ে চলেছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। পেছনে তাড়া করে আসছে ইয়াকি ইন্ডিয়ান দল। মৃত্যুটা তাদের তরফ থেকেও আসতে পারে আবার মরুভূমিও তার থাবা বিস্তার করতে পারে।

সবচেয়ে বড় ক্যান্টিনটা ফুটো হয়ে গেছে। অন্যগুলো প্রায় খালি। যা আছে তার বেশিরভাগটাই প্রয়োজন পড়বে ঘোড়াগুলোর তৃষ্ণা নিবারণে। বড়জোর এক ঢোক করে পানি জুটতে পারে ওদের কপালে। সকালে ওরা যখন রওনা হবে তখন পানি বলতে কিছুই থাকবে না ওদের সঙ্গে।

কতোক্ষণ টিকবে কেউ ওই প্রচণ্ড খর তাপে? একদিন? বড়জোর দু'দিন। বেনন একজনকে চিনত। তিনদিন বেঁচে ছিল সে। তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল তীব্র ঘৃণা আর প্রতিশোধ গ্রহণের অদম্য ইচ্ছে।

কফি তৈরির পরে আগুন ঘিরে বসল ওরা। চুমুক দিচ্ছে ধীরে ধীরে, যে যার নিজের চিন্তায় মগ্ন। এমন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে জানা আছে বেননের, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথার খুনী নয় ও। সামনে ওর একটাই পথ খোলা আছে। যে-পথের কথা শুরুতেই ভেবে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। এবং তারপর...তারপর বলে দিতে হবে সত্যি কথাটা।

তার অর্থই হচ্ছে গোলাগুলি। আত্মবিশ্বাস আছে ওর, লোনি মিনডো অথবা টাইরেল টাইসন একা হলে ডুয়েলে হারবে না। কিন্তু যদি দু'জন একসঙ্গে...সেক্ষেত্রে কোন সুযোগই পাবে না ও। তবু এরা সামনে দাঁড়াবে। কিন্তু স্যাম মেটস? সে যদি কিছু করে তা হলে করবে পেছন থেকে। মরবার আগে ও টেরও পাবে না

কে মারল।

'তো, জনসন?' বেননের দিকে ফিরল টাইসন। 'একমাত্র তোমারই জানার কথা এখানে পানি কোথায় পাওয়া যাবে।'

'সকালে রওনা হবো পানির খোঁজে।'

'যদি আমাদের নড়তে দেয় ইয়াকিরা,' গম্ভীর চেহারায় বলল মিনডো।

'দেবে,' নিশ্চিত শোনাল বেননের কণ্ঠ।

আগেও ইন্ডিয়ান কম দেখেনি ও। তারা শত্রুকে খতম করেই সন্তুষ্ট হবে না। তার আগে দেখতে চাইবে সে কতোটা কষ্ট সহ্য করতে পারে। ইন্ডিয়ানদের কাছে বীরত্বই সব। যে শত্রুকে শেষ করেছে সে কতোটা যোগ্য ছিল তার ওপরই নির্ভর করবে তাদের সাফল্যের সন্তুষ্টি

হ্যাকার লোকটা বোকা নয়। সময় এখন তার পক্ষে কাজ করছে। ধীরেসুস্থে জাল গুটিয়ে আনতে কোন বাধা নেই তার। আগে সে তাপ, হতাশা, ক্ষোভ এবং তৃষ্ণায় শত্রুদের কাবু হতে দেবে।

গোলাগুলিটা ছিল শুধুই ওদের একটু বাজিয়ে দেখা। আত্মরক্ষার জন্য কী করে দেখতে চেয়েছিল তারা। ওরা দ্রুত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল, কাজেই ইয়াকিরা এখন জানে, উপযুক্ত মুহূর্ত এখনও আসেনি। এখনও ওরা মরতে পারলে বেঁচে যায় ভাবছে না। যখন ভাববে তখন অত্যাচার করে তাদের ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে আনন্দ পায় ইয়াকিরা।

'পানি কোথায় আছে তুমি জানো, রে?' জিজ্ঞেস করল লিনিয়া।

'জানি কোথায় থাকার কথা। অবশ্য ঝর্না ধরনের কিছু আশা কোরো না। ঝর্না নেই এই এলাকায়, যা আছে সেসব ট্যানায়াস অ্যাটলাস বা র‍্যাভিন্স বাটের ওই ডোবাগুলোর মতো। পাপাগো ট্যাঙ্কস, টুলি ট্যাঙ্কস–এছাড়াও কয়েকটা আছে এখানে ওখানে।

একটা না একটার খোঁজ পেয়েই যাব।'

'না পেলে খবর আছে,' গরম গলায় বলল টাইসন

চট করে লোকটার চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল বেনন। হাত চলে গেল উরুর পাশে। 'বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না।'

'করলে?' ঘোঁৎ করে উঠল টাইসন। তার হাতও হোলস্টারের পাশে চলে গেছে।

'মরবে।' নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকল বেনন।

'তোমার হাতে, জনসন? সামনাসামনি গোলাগুলিতে?' টিটকারির হাসি দেখা দিল টাইসনের ঠোঁটে।

'তুমি কতোটা চালু সেটা আমার জানা আছে,' শান্ত গলায় বলল বেনন। 'কিন্তু আমাকে কখনও অস্ত্র ব্যবহার করতে দেখোনি তুমি।'

'তাতে আমার কিছু আসে যায় না। বেশ বুঝতে পারছি, পুরস্কারের লোভে কয়েকটা ছিঁচকে চোর মেরেছ বলে নিজেকে বিরাট কিছু ভেবে বসেছ।' আরও গম্ভীর হয়ে গেছে টাইসনের চেহারা। কথাগুলো বলেছে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে যে সামান্য হলেও নড়ে গেছে সেটাতে কোন সন্দেহ নেই। জনসন পানির খোঁজ জানে, এটাও একটা বড় কারণ এখনই একটা ফয়সালা না করবার।

টাইরেল টাইসন কঠোর লোক। কিন্তু তার সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হচ্ছে সন্দেহপরায়ণতা। কাউকে বিশ্বাস করে না সে। কোন ঝুঁকি নেয় না। বুঝতে পারছে বেনন, আরও সতর্ক থাকতে হবে ওকে এখন থেকে।

একটা সুবিধে পাচ্ছে ও, জানে বেনন, লেনি মিনডো বা টাইরেল টাইসন যতো কঠোর লোকই হোক, মরুভূমিতে অভ্যস্ত নয়। সমতলের মানুষ তারা। দু'জনই খুনী, এবং কুখ্যাত–কিন্তু পানি ছাড়া বাঁচতে পারবে না, এটা ভাল করেই জানে। মরুভূমিতে টিকতে হলে ছোট ছোট কৌশল জানতে হবে, যেগুলো তাদের

জানা নেই। আপাতত মিনডো বা টাইসন কিছু করবে বলে মনে হয় না।

এদিকে লোনি মিনডোর ক্ষুরধার মস্তিষ্কও দ্রুত কাজ করে চলেছে। একের পর এক গানফাইটারের নাম মাথায় আসছে তার জিম কোর্টরাইট, বেন থম্পসন, কমোডোর পেরি ওয়েন, ডক হ্যালিডে, জন বুল, ফার্মার পিলে, রক বেনন, হিরাম ব্যাগলে, ওয়েসলি হার্ডিন, জন ক্যালকিন—একে একে নামগুলো বাতিল করছে মিনডো। নাহ্, রে জনসন এদের কেউ হতে পারে না। হলে খবরটা ছড়িয়ে পড়ত নতুন নাম করতে শুরু করা সাধারণ এক বাউন্টি হান্টার, যে এখনও কপাল গুণে বেঁচেবর্তে আছে তবে লোকটার দুঃসাহসের প্রশংসা না করে পারল না মিনডো। টাইসনের সঙ্গে বেশ কড়া আচরণ করেছে। হয়তো জানেও না, মৃত্যুর একচুল দূরে ছিল সে, এবং মাথা গরম করে আগামীতে টাইসনের হাতে নিজের মৃত্যু নিশ্চিত করে বসেছে।

*

ভোরে আবার যাত্রা শুরু করল ওরা। প্রত্যেকের মুখের ভিতরটা শুকনো কাঠের মতো খসখসে হয়ে আছে, ফাটতে শুরু করেছে ঠোঁট। চোখের পাতা উত্তাপে ঝলসে ফুলে গেছে, এদিক ওদিক তাকাতে কষ্ট হচ্ছে বেশ কিছুটা দূরে একটা ধুলোর মেঘ দেখা গেল। নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করছে মেঘটা। ওদিকে তাকিয়ে নিচু গলায় গাল বকতে শুরু করল টাইসন। মুখ চুন করে পথ চ ়ছে স্যাম মেটস।

ওদের এগোনোর গতি আগের চেয়ে অনেক ধীর। চারপাশে পিনাকেট অঞ্চল। ভাঙা আগ্নেয়শিলা, গভীর জ্বালামুখ, টুকরো টুকরো চোখা পাথর—ঘন হয়ে জন্মেছে চয়া। কেউ কেউ চয়াকে জাম্পিং ক্যাকটাসও বলে। ওগুলো হাত দিয়ে ছুঁতে গেলে বা খুব কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হয় যেন ইচ্ছে করেই তীক্ষ্ণ কাঁটাভরা দেহ এগিয়ে দিচ্ছে বদমায়েশি করে।

ছোট ছোট কলা যেমন মোটা হয় তেমনি অসংখ্য গুঁটলি আছে চয়ার গায়ে, সেগুলো ঢেকে আছে কাঁটায়, যে-কোন একটা কাঁটাই দোজখ দেখিয়ে দিতে যথেষ্ট। চয়ার কাঁটা সহজেই ভেঙে যায় ওভাবেই বংশবিস্তার করে ওগুলো। ঘন হয়ে জন্মায় এই ক্যাকটাস, কখনও কখনও একরের পর একর জুড়ে। বিশেষ করে জন্মায় লাভার খাঁজে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট চোখা আগ্নেয়পাথরের গা ঘেঁষে অর্ধেকটা উঠেছে চয়াগুলো, ধূসর মরুতে ওগুলোর পাকা লেবুর মতো হলদেটে কাঁটা দেখে মনে হয় দূরে আলো জ্বেলে দিয়েছে কেউ।

ওগুলোর মধ্যে দিয়ে পথ চলা প্রতিটা মুহূর্ত বিপজ্জনক। সংযোগ ভেঙে যাচ্ছে, কাঁটা ফুটছে ঘোড়ার পায়ে, আরোহীর জামা-কাপড়ে, এমনকি স্যাডলের পুরু চামড়াতেও। কাঁটার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না কিছুই। একবার কাঁটা মাংসে গেঁথে গেলে বড়শির মতো আটকে যায়, কিছুতেই সহজে টেনে বের করা যায় না। ব্যথা লাগে এমনই যে পাগল হয়ে যাওয়ার দশা হয়।

আগে আগে চলেছে বেনন, পথ করে নিচ্ছে রুক্ষ লাভা আর চয়ার মাঝ দিয়ে। জঘন্য একটা এলাকা। কুৎসিত। মাঝে মাঝেই লাভার ওপর দিয়ে যেতে হচ্ছে কিছুদূর। ওখানে ঘোড়া যদি একবার পা পিছলায় তা হলে নির্ঘাত পঙ্গু হয়ে যাবে। একবার একটা জ্বালামুখ পাশ কাটাল ওরা। অন্তত চারশো ফুট গভীর ওটা। তলায় জন্মেছে সাহুয়ারো। বড় ক্যাকটাসও জন্মেছে কিছু রিজের গায়ের ফাটলে। ক্যাট-ক্ল আর চয়ার কোন কমতি নেই ওখানে। আগ্নেয়শিলার ওপর থেকে একটা বিগ হর্নকে তাকাতে দেখল বেনন। পিনাকেট অঞ্চলের গভীরে ঢুকে পড়েছে ওরা।

লিনিয়া টেইলর এগিয়ে এসে ওর পাশে চলল। চমকে গেল বেনন মেয়েটার চেহারা দেখে। ঠোঁট ফেটে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল লিনিয়া, 'আর কতোদূর, রে? আর কতোদূরে উপসাগর?'

'অনেক দূর,' সত্যি কথাই বলল বেনন

'কী হবে আমাদের?' কেঁপে গেল লিনিয়ার গলা।

মেয়েটার দিকে তাকাল বেনন, একই দুশ্চিন্তা ওর মাথাতেও ঘুরছে। 'এমন কিছু ঘটতে চলেছে যা আমরা চাই না। তবে একটা কথা মনে রেখো, ইয়াকিরা যখন আসবে তখন মাথা নিচু করে রাখতে ভুলে যেয়ো না। তারপর...কী হবে জানি না। তুমি তো জানো টাইরেল টাইসন কী ভাবছে।'

'কিসের এতো কথা!' পেছন থেকে চেঁচাল টাইসন। 'জনসন, খবরদার! ভুলে যেয়ো না, ও আমার মেয়েমানুষ!'

স্যাডলে সামান্য ঘুরল বেনন। 'ও কার সেটা ও নিজেই ঠিক করবে।

'কচু করবে!' হলদে দাঁত বের করে ভেঙচি কাটল টাইসন। 'যা করার ঠিক করতে আমিই যথেষ্ট। ও আমার। এ-ব্যাপারে যদি তর্ক করতে চাও তো মুখ খোলো সাহস থাকলে।'

নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ো না,' শান্ত স্বরে বলল বেনন। 'সত্যি তুমি কতোটা চালু সেটা হয়তো কেউ পরীক্ষা করে দেখতে চাইবে।'

'যখন খুশি!' নোংরা হাসল টাইসন। 'যার মরার ইচ্ছে সে আসুক।'

কথা বলতে গেলে ফাটা ঠোঁটে ব্যথা লাগছে। তর্কটা আর দীর্ঘায়িত করল না বেনন। সূর্যের প্রখর আলোয় চোখ সরু করে পরিচিত চিহ্ন খুঁজল সামনের লাভার বিস্তারে। নেই। সব যেন নতুন। কিন্তু কাছেই কোথাও থাকবার কথা ডোবাটা।

সারা সকাল পানি ছাড়া চলেছে ওরা। সূর্য এখন অনেক উপরে উঠে এসেছে। ক্লান্ত পা ফেলে এগোচ্ছে ঘোড়াগুলো। দূরে হঠাৎ একটা কালো পাথরের কাছে রুপোলি ঝিলিক চোখে পড়ল বেননের। একটা মৌমাছি তীব্র বেগে চলে গেল ওর কানের পাশ দিয়ে।

পানির গন্ধ পেয়েছে ঘোড়াগুলো, আপনা থেকেই গতি বাড়াল। তারপর সবাই ওরা দেখতে পেল। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল লিনিয়া, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল। তিক্ত চেহারায় গাল বকল টাইসন। অর্ধেক পানি ভরা ডোবায় পড়ে আছে একটা বিগহর্নের লাশ। কয়েকদিন হলো মরেছে ওটা। পচে গেছে দেহ।

টাইসন ঘাড় ফিরিয়ে বেননের দিকে তাকাল। রাগে ফ্যাঁসফ্যাঁসে শোনাল তার কণ্ঠ। 'এসব পানি পাওয়া যাবে তাই পাত্তা দিতে হবে তোমাকে?'

'ফালতু কথা বলছ, টাইসন,' নিচু গলায় বলল মিনডো। 'বিগ হর্ন মরেছে সেটা জনসনের দোষ নয়।' একটু থেমে যোগ করল, 'বিপদে পড়ে গেছি আমরা। তবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে এর কোন সমাধান করা যাবে না

বেননের দিকে ফিরল স্যাম মেটস, চোখ দেখে মনে হলো মৃত্যুভয়ে ভীত কোন জন্তু।

'সামনে আরও পানি আছে,' জানাল বেনন। 'এক ঘণ্টা লাগবে ওখানে পৌঁছতে।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে আবার স্যাডলে উঠল সবাই, অনিচ্ছুক ঘোড়াগুলোকে বাড়াল দক্ষিণ-পুব দিকে। প্রত্যেকের বুকেই সামান্য হলেও ভয় কাজ করছে। খাওয়ার পানি নেই। পানি ছাড়া একদিনও বাঁচা যাবে কি না সন্দেহ। ডিহাইড্রেশন শুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই। প্রতি ঘণ্টায় তৃষ্ণা যেন বাড়ছে কয়েক গুণ করে। সবার মধ্যে বেননই একটু ভাল আছে। যখনই সুযোগ পেয়েছে প্রচুর পানি গিলেছে ও। লিনিয়াও ওকে খানিক অনুসরণ করেছে, ফলে ওর অবস্থাও বাকিদের মতো অতোটা খারাপ নয়।

সামনের দিকটা দেখল বেনন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। একবার সমতলে পৌঁছে গেলে পানি পাওয়া যাবে না আর। পাপাগো ওয়েলসে পানি থাকবার কথা। প্রচুর পানি। কাছেই কোথাও আছে ডোবাটা। কিন্তু মনে রাখবার মতো কোন চিহ্ন নেই ওটার ধারেকাছে। সব

জায়গা যেন একটা আরেকটার প্রতিকৃতি, নির্দিষ্ট কোন জায়গা খুঁজে বের করা দুষ্কর।

স্পীডি কতোটা কষ্ট করে ওকে বয়ে নিয়ে চলেছে বুঝতে পারছে বেনন। ভারী হয়ে গেছে বেচারার শরীর, ক্লান্ত পা ফেলে এগিয়ে চলেছে শুধু। এগিয়ে চলেছে কারণ বেনন এগিয়ে যেতে চায়। নইলে অনেক আগেই হাল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ত। এক মাইল পেরিয়ে থামল বেনন, স্যাডল থেকে নেমে বলল, 'এবার হাঁটাই ভাল নইলে ঘোড়াগুলো মারা পড়বে।'

বিরক্ত হলেও কথাটা ঠিক বুঝে নেমে পড়ল সবাই, হাঁটতে শুরু করল বেননের পেছনে

খাওয়ার ইচ্ছে নেই কারও। খিদেই উবে গেছে। খাওয়া উচিতও হবে না। তৃষ্ণা বাড়বে তাতে। অথচ পানি নেই। ঠোঁট ফেটে গেছে বেননের, কিন্তু রক্ত তেমন একটা বের হচ্ছে না। শরীর এমনই শুকনো, যে-কোন ক্ষত দ্রুত শুকিয়ে যায়। ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে ও। কোন পাথরে ভুল করে হাত ছোঁয়ানো মানে ছ্যাঁকা খাওয়া, যেন হাতে তরল আগুনের স্পর্শ লেগেছে।

সামনে একটা কালো রিজ দেখতে পাচ্ছে ওরা। কোথাও কোথাও লাল দাগ–সূর্যের আলো পড়ছে ওসব জায়গায়। ওটাই কি উৎস?

চোখ কুঁচকে পরিচিত চিহ্ন খুঁজল বেনন। প্রতিটা জায়গাতেই কিছু না কিছু দরকারী জিনিস থাকে। সেজন্যই দক্ষ পরিব্রাজক সবসময় চারপাশে এবং পেছনে নজর রাখে, বুঝতে চেষ্টা করে ফিরতি পথে তার যাত্রাটা কেমন হবে। একই জায়গা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আলোয় একেবারেই অন্যরকম লাগতে পারে।

মাথাটা কাজ করতে চাইছে না বেননের। চিন্তা করতে কষ্ট হচ্ছে। তবু চেষ্টা করে চলেছে এই জায়গাটা সম্বন্ধে কিছু মনে করতে পারে কি না। এটাই কি সেই জায়গা? আবার এগোল বেনন। দড়ি ধরে আস্তে আস্তে স্পীডিকে নিয়ে চলেছে।

তাপের কারণে কুঁকড়ে দুমড়ে মুচড়ে গেছে পাথরগুলো। রুক্ষ, কিনারাগুলো ছুরির মতো ধারাল। বুট জুতো আর কাপড়ের শেষ প্রান্ত ছিঁড়ে যাচ্ছে ওগুলোর গায়ে লেগে। পেছনে তাকিয়ে সঙ্গীদের অবস্থা দেখে চমকে গেল বেনন। লিনিয়ার ব্লাউজ ছিঁড়ে গেছে ক্যাকটাসের খোঁচায়। বুট জুতোয় এখানে ওখানে ফুটো বাকস্কিনের স্কার্টের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, তবে ওটা দেখেও বোঝা যাচ্ছে খুব অত্যাচার গেছে।

স্যাম মেটসের সরু চেহারাটা প্যাঁচার মতো দেখাচ্ছে, বিশ্রী সরু ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। লোনি মিনডো আর টাইরেল টাইসনের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কোন কার্টুনিস্ট ক্যারিক্যাচার এঁকে মুখে সেঁটে দিয়েছে তাদের।

একশো গজ দূরত্ব তৈরি হয়েছে সামনে থাকা বেননের সঙ্গে শেষে থাকা স্যাম মেটসের। এখন যদি ইয়াকিরা আক্রমণ করে তা হলে প্রায় বিনা বাধাতেই খতম করে দিতে পারবে সবাইকে

পরেরবার পা ফেলে একটা বিগ হর্নের খুরের চিহ্ন দেখতে পেল বেনন পিনাকেট এলাকার মরুতে প্রচুর বিগ হর্ন আছে। ভাল মতো নজর বোলাতে আরেকটা বিগ হর্নের চিহ্ন চোখে পড়ল ওর। এটা ছোট বাচ্চা, মরু-শেয়ালের ছাপের নীচে বেশিরভাগ ছাপ মুছে গেছে সবগুলো চিহ্ন একই দিকে গেছে। থেমে দাঁড়িয়ে সামনের ঢালগুলো সতর্ক চোখে দেখল বেনন, তারপর পাথরের মাঝ দিয়ে এগোল আবার।

যে-ট্রেইল ধরে আগে পাপাগো ওয়েলসে গিয়েছিল সে-ট্রেইলটা এখনও খুঁজে পাচ্ছে না ও। যুক্তিতর্ক করে কোন্ দিকে যাওয়া দরকার বুঝে সেদিকে আন্দাজে এগিয়ে চলেছে এখন। বিগ হর্ন আর মরু-শেয়ালের চিহ্নগুলো ওকে নতুন করে উজ্জীবিত করেছে। বাতাস আর বালির আঘাতে এদিকে বেশির ভাগ পাথরই মসৃণ আর পিচ্ছিল। বুনো একটা অঞ্চল এটা, বিষণ্ন এখানে প্রকৃতি। নিষিদ্ধ বিরান এলাকা। স্বাভাবিক ভাবে এড়িয়ে যাওয়ার

মতো একটা জায়গা। এখানেই পানির উৎস খুঁজে পেতে হবে ওকে। নইলে? নিশ্চিত মৃত্যু! ধীরে ধীরে, কষ্ট পেয়ে, ধুঁকে ধুঁকে ক্রমেই হেরে যাওয়া।

হঠাৎ পরিচিত নীলচে ব্যাসল্ট পাথরটা দেখতে পেল ও। গতিপথ সামান্য পাল্টাল ও, দুটো আগ্নেয়-পাথরের মাঝ দিয়ে এগিয়ে ছোট্ট বালুময় সৈকতে পৌঁছে গেল। সামনেই ওয়াটার হোল। একটা খাড়া পাথুরে পাঁচিলের নীচে ক্রমান্বয়ে পানি আর পাথরের টুকরো পড়ে চার-পাঁচ ফুট গভীর গর্তটা তৈরি হয়েছে। গর্তের পেছনে আরেকটা জলাশয়। বৃত্তাকার। বারো ফুট হবে ব্যাসে। ঝুঁকে পড়া পাথরের কারণে ছায়া পড়েছে ওটার ওপরে, ফলে পানি যথেষ্ট শীতল। পরিষ্কার পানি টলটল করছে ওখানে।

'ঘোড়াগুলোকে সামনের ডোবা থেকে পানি দেব আমরা,' জানাল বেনন। 'পরেরটা থেকে পানি খাব নিজেরা।'

আঁজলা ভরে পানি তুলে নিয়ে পান করল ও। জিভ আর গলায় শীতল পরশ পেয়ে মনে হলো স্বর্গে পৌঁছে গেছে। পানিটুকু যেন শুকিয়ে গেল গলাতেই, পেট পর্যন্ত পৌঁছুল না। আস্তে আস্তে পান করছে ও, একেকবারে এক ঢোকের বেশি নয়। এটাই নিয়ম। তৃষ্ণা মিটবার পরে ক্যান্টিন ভরে নিল। ভরে দিল লিনিয়ার ক্যান্টিনও।

এবার ঘোড়াগুলোকে পানির কাছে নিয়ে গেল। সামান্য খেতে দিয়ে সরিয়ে আনল। কিছুক্ষণ পরে আবার সুযোগ করে দিল তৃষ্ণা মেটাবার। কয়েক দফায় প্রয়োজনীয় পানি পেল জন্তুগুলো।

ঝামেলা শেষ হয়নি, জানে বেনন। সবচেয়ে বড় ক্যান্টিনটা বাতিল। যথেষ্ট পরিমাণ পানি ওরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না আর কতোদূরে অ্যাডায়ার উপসাগর? বিশ মাইল? পঁচিশ মাইল? ঘোড়াগুলোর যা অবস্থা তাতে ওগুলো অতোটা দূরে একদিনে ওদের বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। এখানে বিশ্রাম নিয়ে নিলে আগামী দু'দিন পরে হয়তো পৌঁছুনো যাবে উপসাগরের তীরে

এখন পর্যন্ত ভাগ্য ওদের সহায়তা করেছে। দলের আর কেউ জানে না, কতোটা সাহায্য পেয়েছে তারা।

আকাশের দিকে তাকাল বেনন। আগামীকাল গরম পড়বে প্রচণ্ড। একশো দশ ডিগ্রী ফারেনহাইট গরম বাতাসে যদি ওদের শ্বাস নিতে হয়, তার মানে, মরুর বালির তাপমাত্রা তখন থাকবে কম করেও একশো ষাট ডিগ্রী। যে অ্যারোয়োতে ওরা এখন আছে সেখানে রাতে তীব্র ঠাণ্ডা পড়বে, কিন্তু দিনের বেলায় বালি হয়ে উঠবে প্রচণ্ড গরম, সেই সঙ্গে আছে শুষ্ক তপ্ত-বাতাস— চামড়া থেকে পানি শুঁষে নেবে, রোদে পড়ে থাকা পুরোনো জুতোর চামড়ার মতোই শুকিয়ে যাবে শরীর। ওরকম গরমে পানি ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা বাঁচা সম্ভব নয় অত্যন্ত কঠিন প্রাণ মানুষের পক্ষেও।

বেননের পাশে এসে দাঁড়াল লিনিয়া। 'এবার? এরপর কী করব আমরা, রে?'

'বিশ্রাম নেব। তৃষ্ণা মেটাব, খেয়ে নেব, তারপর প্রস্তুতি নেব উপকূলে পৌঁছুনোর।'

'পথে ঝামেলা হবে মনে করো?'

'হ্যাঁ, হবে,' একটু থেমে বলল বেনন। 'ইন্ডিয়ানরা কাছেই কোথাও আছে। বেশি দেরি করার উপায় নেই তাদের, জানে এখন সুযোগ দিলে ফস্কে বেরিয়ে যেতে পারি আমরা।'

'আমরা কী করব? মানে, কী করার আছে আমাদের?'

মিথ্যে আশা দিল না বেনন, কাজের কথা বলল, 'তৃষ্ণা মেটাব। বাড়তি পানি দেব শরীরে। বেশিক্ষণ টিকে থাকার চেষ্টা করব। এছাড়া আপাতত আমাদের কিছুই করার নেই। কী করব সেটা নির্ভর করবে ইন্ডিয়ানরা কী করে তার ওপরে।'

কয়েকটা মেসকিট ঝাড় এবং বরোও ঝোপের পাশে ঘোড়াগুলোকে বাঁধল বেনন। শুকনো ঝোপ আর ডাল কুড়াচ্ছে এমন সময়ে এগিয়ে এলো টাইরেল টাইসন। দল বেঁধে আসছে। তার সঙ্গে স্যাম মেটসও আছে। সবার পেছনে লোনি মিনডো।

'সত্যি পানি আছে বটে এখানে,' বলল টাইসন। 'খারাপ ব্যবহার করেছিলাম বলে আমি দুঃখিত, জনসন। তুমি না থাকলে এতোদূর আসতে পারতাম না আমরা।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল সতর্ক বেনন. চুপ করে আছে।

'প্রায় চলে এসেছি আমরা,' আবার বলল টাইসন।

'এখনও অনেক পথ বাকি,' দ্বিমত পোষণ করল বেনন। 'উপকূল এখনও অন্তত বিশ মাইল দূরে। দু'দিন লাগবে ওখানে পৌঁছুতে

'কী যে বলো,' হাসি হাসি চেহারা করল টাইসন। 'দিনে আমি সত্তর মাইলও পাড়ি দিয়েছি কখনও কখনও।'

'এধরনের এলাকায়? ঘোড়ার এই দুরবস্থায়?'

'ঠিকই টিকে যাবে ওগুলো।'

'তাড়াহুড়ো করতে যেয়ো না, টাইসন,' পরামর্শের সুরে বলল মিনডো। 'জনসন হয়তো ঠিকই বলছে।'

'কচু!' খেঁকিয়ে উঠল টাইসন। 'সময় চাইছে ও! ওকে আমাদের আর দরকার নেই।'

আস্তে করে হাতটা উরুর পাশে নামিয়ে দিল বেনন। গলার স্বর অস্বাভাবিক শান্ত শোনাল ওর। 'আমাকে আগের চেয়ে অনেক বেশি দরকার এখন তোমাদের, টাইসন। সামনে কঠিন সময়। ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়তে হবে ওদের খাটো করে দেখলে বিরাট ভুল করবে।' ডুয়েলটা এখনই হোক চাইছে না ও। যতোটা পারা যায় সাহায্য আদায় করে নেওয়া দরকার টাইসনের কাছ থেকে।

নাক কুঁচকাল টাইসন। 'আসুক না ওরা। যতো আগে আসে ততোই ভাল।'

'কফি হয়ে যাক,' প্রস্তাব দিল মিনডো। টাইসন বেননের ওপর থেকে চোখ সরাল না।

আবার বলল বেনন, 'পশ্চিমে শুধুই একের পর এক বালির ঢিবি। কোথাও কোথাও ঘোড়ার পেট পর্যন্ত ডুবে যাবে বালিতে।

চোরাবালি। যতো উঠতে চেষ্টা করবে ততোই ডুববে। মানুষেরও বাঁচার সম্ভাবনা নেই। আর ধরো যদি ক্যান্টিন ফুটো হয়ে যায় তোমার? তখন? জানো কতোজন পলাতক এতোদূরে আসতে পেরেছিল? আমি অন্তত বারোজনের নাম বলতে পারব তারা কেউই এখান থেকে উপকূল পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি, তার আগেই মারা গেছে।'

'বিশ্বাস করি না আমি,' গোঁয়ারের মতো বলল টাইসন সমর্থনের জন্য মিনডোর দিকে আড়চোখে তাকাল।

'ঠিকই বলছে জনসন,' গম্ভীর চেহারায় বলল লোনি মিনডো। 'এখন বিরোধের সময় নয়।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে লিনিয়ার পাশে গিয়ে বসল টাইসন, নিচু স্বরে কী যেন বলল। সরে বসল লিনিয়া।

কাঠকুটো জোগাড় করতে বেননকে সাহায্য করল স্যাম মেটস। আগুন জ্বালল ওরা। রান্না করল লিনিয়া। পেট ভরে খেয়ে নিল সবাই, বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়ল বালিতে। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর।

লিনিয়া বেননের পাশেই শুয়েছে। কাত হলো বেনন, নিচু স্বরে বলল, 'ভাল মতো শরীর ঢেকে নাও। একটু পরেই বরফের মতো ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করবে।'

'ঠাণ্ডা বাতাস?' অবিশ্বাস ঝরল লিনিয়ার কণ্ঠে

'বিশ্বাস না করলে ঠকবে।' পাশে ভাঁজ করা কম্বলটা দেখাল বেনন। 'খুবই কাজে আসবে ওটা।'

নিজের কম্বলটা ঘোড়ার পিঠ থেকে নিয়ে এলো লিনিয়া, আগের জায়গাতেই শুয়ে পড়ল।

উপকূলের দিকে তাকাল বেনন। দিগন্তের প্রান্তে কোথাও আছে সাগর-তীর। অনেকটা উপর থেকে তাকানোর সুযোগ হলে এখান থেকেই দেখতে পাওয়ার কথা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওখানে পৌঁছুনো সহজ হবে মরুভূমিতে বাধাবিপত্তি আর

দুস্তরতা সামান্য দূর থেকেও টের পাওয়া যায় না। এমন সব ক্যানিয়ন আছে যেগুলোর পাড়ে না হাজির হলে দেখা পাওয়া মুশকিল। আছে এমন সময় লাভার বিস্তার, যেখানে নতুন দামি বুট জুতো টিকবে মাত্র কয়েক মাইল।

ছয়

সিক্সগানের বাঁটের ওপর থেকে ফিতে সরিয়ে দিল বেনন, আঙুল নেড়ে আড়ষ্টতা দূর করল। ঝামেলা হোক তা চায় না ও। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এতোদূরে এসেছে ও। উদ্দেশ্য যদি গানফাইট ছাড়াই পূরণ হয় তা হলে খুশিই হবে। ডুয়েলে মুখোমুখি দাঁড়ালে টাইরেল টাইসন বা লোনি মিনডোর বিরুদ্ধে কতোটা কী করতে পারবে এখনও জানে না ও। আগে থেকে জানবার কোন উপায়ও নেই তবে একটা কথা ঠিক, শুধুই কপালের জোরে এতো লোক খুন করে আজও বেঁচে নেই লোক দু'জন। মিনডো আর টাইসন, দু'জনই অস্ত্রে দক্ষ, চালু এবং নির্ভুল লক্ষ্য। কঠোর লোক দু'জনই।

তবে সত্যিকারের বিপজ্জনক হচ্ছে লোনি মিনডো। ঠাণ্ডা মাথার চতুর হিসেবি লোক, প্রয়োজন না পড়লে কোন ঝুঁকি নেবে না, অন্যকে লড়াই করতে দিয়ে নিজের সুবিধে আদায় করবে। সময় এলে সে-ও সম্ভবত সামনাসামনি লড়বে, কিন্তু স্যাম মেটস যদি গুলি করে তা হলে গুলিটা আসবে পিছন থেকে।

আগুনের দিকে তাকাল বেনন। ওখানে বসে আছে লিনিয়া

টেইলর, কফি তৈরি করছে।

সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে আছে লোনি মিনডো, বেননকে আগুনের ধারে দেখে বলল, 'এখন পর্যন্ত ভালই দেখিয়েছ, জনসন। পানিটুকু সত্যিই দরকার ছিল।'

'ক্যান্টিন ভরে নাও,' পরামর্শ দিল বেনন। 'যতোটা পারো পেটে পানি ফেলো। সামনে সবচেয়ে খারাপ পথ পড়ে আছে আমাদের।'

নাক কুঁচকাল টাইসন। 'বাকি পথ আমি হাতের ভরেও পৌঁছে যেতে পারব।'

কাঁধ ঝাঁকাল বেনন। 'তুমি কী করবে সেটা তোমার ব্যাপার, টাইসন, কিন্তু আমি চাই না বোকার মতো কেউ মারা যাক। এখান থেকে উপকূলের মাঝে বড় একটা এলাকা আছে যেখানে বালির ঢিবি বাতাসের কারণে ঘন-ঘন জায়গা বদল করে এক ফোঁটা পানিও নেই ওখানে।'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসল টাইসন। 'নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে জাহির করতে খুব ভাল লাগে, না?'

জবাব দিল না বেনন, তৈরি হয়ে গেছে আগেই। হতাশা, ক্লান্তি, রাগ, হিংসে, লোভ—সব অনুভূতির মিশ্রণে টাইসন লোকটা খুনে মেজাজের হয়ে উঠেছে। যে-কোন সময়ে বিরোধটা গানফাইটে গড়াতে পারে।

'কফি তৈরি,' আগুনের ধার থেকে বলল লিনিয়া 'গরম গরম চাইলে চলে এসো।'

'আমি এক কাপ,' জানাল বেনন। 'চমৎকার লাগবে এখন কফি।'

একটা কাপে কফি ঢেলে বেননের দিকে বাড়িয়ে দিল লিনিয়া, কিন্তু পাশ থেকে এতো দ্রুত খপ করে কাপটা টাইসন নিয়ে নিল যে আরেকটু হলে সমস্ত কফি পড়ে যেত। কর্কশ গলায় বলল, 'এই কাপটা আমিই নিচ্ছি।'

'নাও না,' ঝামেলা এড়াতে চাইল বেনন, 'আরও কাপ আছে।'

রাগী চোখে বেননকে দেখল টাইসন। 'ব্যাপার কী, জনসন? কাপুরুষ নাকি তুমি একটা? লড়াই ভয় পাচ্ছ?'

মৃদু হাসল বেনন। 'লড়াইয়ের আছেটা কী? সবাই কফি পাব আমরা। প্রথম কাপ তুমি নিতেই পারো।'

'দ্বিতীয় কাপটাও হয়তো নেব আমি,' গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চাইছে টাইসন।

এখনও উপযুক্ত সময় হয়নি মনে হলো বেননের, ঠিক করল, আরও অপেক্ষা করবে।

'ঠিক আছে, দ্বিতীয় কাপটাও তুমিই নিয়ো নাহয়।'

'হয়তো পুরো পটই নেব আমি।'

'আর আমাদের কী হবে, টাইসন?' ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল লোনি মিনডো। 'আমারও এক কাপ কফি দরকার।'

একটা কাপে কফি ঢেলে বেননের দিকে বাড়িয়ে দিল লিনিয়া। 'নাও। সামান্য কফির জন্যে ঝগড়া করার কোন মানে হয় না।'

বেনন হাত বাড়াতেই লিনিয়ার হাতে ঝাপটা দিয়ে গরম কফির কাপটা ফেলে দিল টাইসন, একই সঙ্গে হাত বাড়াল সিক্সগানের দিকে। সাপের ছোবলের মতো দ্রুত বের করে আনল অস্ত্র, ট্রিগার স্পর্শ করবার বদলে উত্তেজনার কারণে জোরে টান দিল, ঝাঁকি লাগল হাতে, ফলে এতো কাছ থেকেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলি। বেননের পেছনের পানি ভরা মশক ফুটো হয়ে গেল।

খুব একটা দূরে নেই টাইসন। ঝাঁপ দিল বেনন। ওর শক্তিশালী ডান কাঁধ গুঁতো খেল টাইসনের তলপেটে। পাক খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল গানম্যান। তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও ভারসাম্য বজায় রাখতে পারল বেনন। টাইসন আবার ভাল মতো অস্ত্রটা ধরতে পারবার আগেই প্রচণ্ড এক লাথিতে ওটা

তার হাত থেকে ছুটিয়ে দিল ও।

ভোঁতা একটা গর্জন ছেড়ে বালি ছেড়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল টাইসন, পরক্ষণেই ধেয়ে এলো বেননের দিকে। তার প্রথম ঘুসিটা পাশে সরে এড়িয়ে গেল বেনন, কিন্তু ওর ডানহাতের পাঞ্চ দড়াম করে পড়ল টাইসনের চোয়ালে। স্লেজ হ্যামারের বাড়ি খাওয়া মানুষের মতো জায়গায় থমকে দাঁড়াল টাইসন, চেহারায় অবিশ্বাস। এমন এক জায়গায় সে দাঁড়িয়ে যে হাত ঘুরিয়ে বামহাতি একটা প্রচণ্ড ঘুসি মারবার জন্য আদর্শ টার্গেট হয়ে গেছে। সুযোগটা নিল বেনন। গায়ের জোরে মারল ঘুসিটা। চালের বস্তার মতো ধপ করে বালিতে পড়ে গেল টাইসন।

চট করে এগিয়ে এসে বেননের হাত ধরে ফেলল লোনি মিনডো। ওকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে বলল, 'হয়েছে, হয়েছে, নিজেদের মধ্যে লড়ার দরকার নেই।'

থতমত খেয়ে গেছে টাইসন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে পড়ে থাকল, তারপর উঠল যখন, একেবারেই শান্ত চেহারা। হিসহিস করে বলল, 'ঠিক আছে, জনসন, আমার হাতেই মরবে তুমি।'

প্রথমবারের মতো লোকটার আচরণে বেনন এমন কিছু দেখল যে পিঠের কাছটা শিরশির করে উঠল ওর। জেলে দেখা সেই মাথা-গরম আউট-ল নয় লোকটা এখন। বুঝতে পারল, চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া বদ্ধপরিকর এক যোগ্য যোদ্ধার সামনাসামনি হতে হবে ওকে।

সরাসরি টাইসনের চোখের দিকে তাকাল বেনন, অস্বাভাবিক শান্ত শোনাল গলাটা ওর নিজের কাছেই। 'গানফাইটে জড়ালে ভুল করবে, টাইসন। এখন তুমি জেলখানায় নেই। মেক্সিকোতে চলে এসেছি আমরা। আর দু'এক দিনের মধ্যেই ম্যাযাটলানের জাহাজে উঠে পড়তে পারব। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো, উপসাগর পর্যন্ত সামনের প্রতিটা পদক্ষেপে আমাকে দরকার পড়বে তোমাদের। জাহাজে পা রাখবার আগে পর্যন্ত নির্ভর করতে

হবে আমার ওপরে।'

টাইসনের চোয়ালের মাংস চিরে গেছে। রক্তাক্ত ক্ষতটা আঙুলে স্পর্শ করল সে। চোখের সামনে রক্তমাখা আঙুল এনে তিক্ত চেহারায় দেখল টাইসন। 'রক্ত বের করেছ,' নিচু গলায় বলল, 'আগে কখনও কেউ রক্ত বের করতে পারেনি।'

আবার কফি নিয়ে সামান্য দূরে একটা পাথরের ওপরে গিয়ে বসল টাইসন, বালিতে পড়ে থাকা অস্ত্রটার দিকে একবারও তাকাল না। মিনডো, বেনন আর মেটসের জন্য কফি ঢেলে দিল লিনিয়া, নিজেও নিল এক কাপ। অ্যারোয়ো ধরে বয়ে আসা বাতাস ক্রমেই শীতল হচ্ছে। আগুনে আরও কাঠ দিল বেনন। সামান্য তাপই বিলাতে পারছে আগুন। আকাশে আরও উজ্জ্বল হচ্ছে নক্ষত্রগুলো, সেই সঙ্গে বাড়ছে বাতাসের শীতলতা।

'পানি আছে উপকূলে?' জিজ্ঞেস করল লোনি মিনডো।

'আছে জায়গায় জায়গায়। বেশিরভাগই বিষাক্ত।'

'কিন্তু খাওয়া যায় এমন পানির ঝর্না চেনো তুমি,' মন্তব্যের ঢঙে বলল মিনডো।

'নিশ্চয়ই চেনে,' শীতল গলায় টিটকারির সুরে বলে উঠল টাইসন। 'বাজি ধরতে পারো ও চেনে। দুনিয়ার কিছুই ওর অচেনা নেই।'

অলস পায়ে হেঁটে মশকগুলোর কাছে চলে গেল মিনডো। ওগুলোর নীচে বালি ভিজে আছে। কী দেখবে আগেই জানে গানম্যান, টাইসনের বুলেট আঘাত হানতে দেখেছে, তবুও মশকগুলো নেড়েচেড়ে দেখল। সবগুলো মশক একই সঙ্গে একটার ওপরে আরেকটা বেঁধে রাখা ছিল। সবক'টা এখন খালি। তিনটে মশকের তলাই ফুটো করেছে বুলেট।

মিনডোকে মশক পরীক্ষা করতে দেখল টাইসন। দেখল মশকগুলো বালিতে ফেলে দিল মিনডো। 'এখনও দুটো ক্যান্টিন আছে আমাদের,' সাফাই গাইল সে 'এতেই চলে যাবার কথা।'

'ঘোড়াগুলোর কী হবে?'

'রওনা হবার আগে পানি খাইয়ে নেব, তা হলেই চলবে।'

ওরা প্রত্যেকেই জানে, ঘোড়াগুলোর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। লাভার বিস্তার পেরোতে হলে যে শক্তি দরকার তা বোধহয় এখনও আছে শুধু স্পীডির। কিন্তু ও-ও হয়তো ভ্রাম্যমাণ বালির ঢিবির দুর্গম অঞ্চলটা পার হতে পারবে না, তার আগেই মারা পড়বে তৃষ্ণা আর ক্লান্তিতে।

পাথর থেকে উঠল টাইসন, অস্ত্রটা কুড়িয়ে নিল, তারপর বালি ঝেড়ে রেখে দিল হোলস্টারে।

'ওরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল লিনিয়া। 'ইন্ডিয়ানরা?'

'অন্ধকারে,' জবাব দিল বেনন। 'এমন কোথাও আছে, যেখান থেকে আমাদের আগুন দেখা যায়। হয়তো এতোই কাছে যে আমাদের কথাও শুনতে পাচ্ছে। ইউমা থেকে একজন বন্দিও পালিয়ে বাঁচেনি আজ পর্যন্ত আজ রাতে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে আমাদের।'

ঘোড়াগুলোকে আবারও পানি খাওয়াল বেনন। খেয়াল করল সামান্য দূর থেকেও ওদের ক্যাম্পের আগুন দেখা যাচ্ছে না। জন্তুগুলোর তৃষ্ণা মিটবার পরে আগুনের কাছে মেসকিটের ঝাড়ে ওগুলোকে বাঁধল।

কাজটা সেরে বসবার পরে হঠাৎ অনুভব করল কতোখানি ক্লান্ত ও। কিন্তু ঘুমানো চলবে না কিছুতেই কাউকে বিশ্বাস করবার উপায় নেই। এমন কী লিনিয়াকে বিশ্বাস করাও বোকামি হয়ে যাবে। মেয়েটার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন ধারণা করতে পারেনি ও।

এই এলাকা সম্বন্ধে কী কী জানে মনে করবার চেষ্টা করল। অল্পই মনে পড়ল। সবই সাধারণ তথ্য। ওর জানা আছে, টিনাযাস অ্যাটলাসের দক্ষিণে এই ডোবাগুলোই পানির একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস। সেটাও অনেক সময় শুকিয়ে যায়। ওদের

কপাল ভাল যে গত কয়েকদিন আগেই বৃষ্টি হয়েছে। ফলে ডোবায় পানি আছে, স্বাদটাও মিষ্টি। পিনাকেটের পশ্চিমের অঞ্চলটা এড়িয়ে যেতে হবে। আগে কখনও ওদিকে যায়নি ও। হয়তো পার হওয়া সম্ভব, কিন্তু ওখানে আছে শত শত লাভার টুকরো। অত্যন্ত রুক্ষ, দুর্গম, বিরান একটা এলাকা। পুবের অবস্থাও প্রায়ই একই রকম খারাপ। কিন্তু অব্যবহৃত একটা ট্রেইল আছে ওদিকে। সবচেয়ে উঁচু চুড়ো দুটোর মাঝখানে পাহাড়ের নীচে কয়েকটা পানিভরা ডোবাও আছে। নিজে কখনও দেখেনি, কিন্তু এক ইউমা ইন্ডিয়ানের মুখে শুনেছে। সেই ইন্ডিয়ান শুনেছিল স্যান্ড পাপাগোদের কাছ থেকে। পাপাগোরা একসময় পিনাকেট এলাকায় থাকত।

পানি থাকুক আর না থাকুক, ওদিকে যাওয়াই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। তবে বেশি দূরত্ব পার হতে হবে। পিনাকেটের দক্ষিণে আরও কয়েকটা ডোবা আছে, কিন্তু সেগুলোতে পানি পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

এখনই একটা শোডাউন হয়ে গেলে ক্ষতি কী, নিজেকে প্রশ্ন করল বেনন। কয়েকটা ব্যাপার বাধা দিচ্ছে। এক, বিরুদ্ধে লোক বেশি। দুই, যেভাবে ভেবে রেখেছে তাতে হয়তো শেষ পর্যন্ত গানফাইটের প্রয়োজন পড়বে না। তিন, ইন্ডিয়ানদের ঠেকাতে সাহায্য পাওয়া যাবে না তা হলে। চার, চার...যতোটা সম্ভব নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছাতে চাইছে কেন ও? এই লোকগুলোকে সাহায্য করছে কেন এতোটা? কারণটা কি আসলে লিনিয়া টেইলর? জবাব খুঁজে পেল না বেনন।

সরে পড়তে পারে ও ইচ্ছে করলেই, লুকিয়ে যেতে পারে মরুভূমিতে শেষ ক্যান্টিন দুটোর একটা ওর নিজের। কাজেই পানি ভরে ওটা নিয়ে চলে গেলে অপরাধ বোধে ভুগবার কোন কারণ নেই। কিন্তু ও যদি না থাকে তা হলে এদের কারও বাঁচবার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ

বাতাস বরফের মতো শীতল। মুখ তুলে আকাশের নক্ষত্রগুলোর দিকে তাকাল বেনন। অন্তর বলে দিল ওকে, এভাবে চলে যাওয়া যায় না। পুরুষমানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে, মাথা উঁচু করে চলতে হলে বিপদ না এড়িয়ে মোকাবিলা করতে হবে–পরিণতি যা-ই হোক।

আগুনের দিকে এগোল বেনন, আলোর আভার বাইরে দাঁড়াল। কোন ইন্ডিয়ান যদি মনে করে আঘাত হানবার সময় হয়েছে, তা হলে তাকে বাড়তি কোন সুযোগ দেওয়ার ইচ্ছে নেই।

'রাতে পাহারা দিতে হবে,' বলল মিনডো।

উঠে দাঁড়াল টাইসন। 'প্রথমে আমি থাকছি।' লিনিয়ার দিকে ফিরল সে। 'চলো, যাওয়া যাক।'

'আমি?' বিস্মিত হলো লিনিয়া। 'আমাকে ডাকছ কেন?'

'সঙ্গ দরকার আমার। নইলে ঘুমিয়ে পড়তে পারি।'

চাপা হাসল মিনডো, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। তার দিকে তাকাল বিরক্ত টাইসন। 'এতো মজার কী দেখলে?'

'কিছু না। আমি ভাবছিলাম আমি, জনসন আর মেটস–আমাদের সঙ্গ দেবে কে!'

'সবার সঙ্গে থাকি তা হলে আমি,' আন্তরিক প্রস্তাব দিল লিনিয়া।

হাসল বেনন। 'ভালই হতো তা হলে। কিন্তু সম্ভব নয়। তোমারও ঘুম দরকার। এক কাজ করলে হয় অবশ্য। ডাইস ঘুরাব আমরা। যার নম্বর সবচেয়ে কম তার পাহারার পালা আগে। তার সঙ্গেই থাকবে মিস লিনিয়া।'

'দরকার নেই তার কোন,' গোমড়া চেহারায় প্রতিবাদ করল টাইসন।

'ডাইস দাও দেখি, জনসন,' বলল মিনডো। 'চমৎকার একটা আইডিয়া। সবাই আমরা সুন্দরী লিনিয়ার সঙ্গ পাবার সমান সুযোগ পাচ্ছি।'

মিনডোর হাতে ডাইস ধরিয়ে দিল বেনন। সমতল একটা পাথরের পিঠে গুটি ফেলল মিনডো। একটা পাঁচ আর একটা চার উঠল।

স্যাম মেটস তুলল সর্বসাকুল্যে একে একে দুই। বেনন সব মিলিয়ে ছয়। টাইসন ডাইস নিয়ে বিরক্তির সঙ্গে খেলল। পাঁচ আর পাঁচ দশ উঠল তার।

'তোমার পাহারার পালা শেষ রাতে, টাইসন।' বেননের হাতে ডাইস দিল মিনডো

'আমার কথা ভুলে যাচ্ছ তোমরা,' বলে উঠল লিনিয়া।

'পাহারা দিতে হবে না তোমাকে,' উদার একটা ভঙ্গি নিল টাইসন।

'আমারও একই মত,' সায় দিল বেনন। 'ঘুম দরকার তোমার।'

'ঘুম সবারই দরকার। আমিও তোমাদের সঙ্গেই আছি। একই সঙ্গে ঘোড়ায় করে যাচ্ছি, পানি খাচ্ছি, কাজেই আমার দায়িত্ব আমি পালন করতে চাই।' বেননের হাত থেকে ডাইস নিয়ে খেলল লিনিয়া।

তিন আর একে চার উঠল।

'দ্বিতীয় দফায় পাহারা দেব আমি,' বলল লিনিয়া।

কম্বল নিয়ে উঠে পড়ল বেনন, শুয়ে পড়বার আগে বলল, 'পাহারায় যে-ই থাকো, ঘোড়াগুলোর দিকে নজর রেখো। ওগুলো যদি হারাতে হয় তা হলে আত্মহত্যা করাই কম কষ্টের মৃত্যু বলে মনে হবে।'

প্রথমে পাহারার পালা স্যাম মেটসের। ঘোড়াগুলোর কাছে একটা পাথরের ওপরে বসল সে। পুরো ক্যাম্পে নজর রাখতে পারবে ওখান থেকে। পেছন থেকে আক্রমণ করবারও কোন উপায় নেই। ভাল জায়গা বেছেছে।

একটা পাথরের আড়ালে শুয়ে পড়ল বেনন। পাথরটা সরাসরি

শীতল বাতাস থেকে ওকে বাঁচাচ্ছে। ঘুমাল না বেনন যদিও আগুনের কাঠকুটো আনবার সময় ইচ্ছে করেই ভাঙা শুকনো ডাল জায়গায় জায়গায় ছড়িয়েছে ও, কেউ আসতে চাইছে ওগুলোর দু'একটায় পা দিয়ে বসবে, ভেঙে যাওয়ার সময় আওয়াজ করবে ওগুলো, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু ঘুমাতে সাহস পেল না। বাইরের শত্রুর চেয়ে ঘরের শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কাই বেশি করছে ও।

সাত

লিনিয়া টেইলরের প্রায়-নিঃশব্দ চলাচলে চটকা ভেঙে গেল ওর স্যাম মেটসকে ছুটি দিতে যাচ্ছে মেয়েটা

'আমি লিনিয়া, মেটস,' নিচু গলায় বলল। 'এবার আমার পালা।'

'দরকার নেই, ম্যাম। আমিই পারব।'

'যতোটা পারো ঘুমিয়ে নাও। আগামীকাল কেমন কাটবে কে জানে!'

'সত্যি আমি পাহারা দিতে চাই, ম্যাম। তোমার মতো একজন ভদ্রমহিলার জন্যে কাজটা করতে ভাল লাগবে আমার।'

'না। যাও, শুয়ে পড়ো। আরেকটা কথা, মেটস, প্রচুর পানি খেয়ো। রে জনসন এই একই পরামর্শ দিয়েছে আমাকে। না শুনলে এখন আমি চলে ফিরে বেড়াতে পারতাম না।'

উঠে দাঁড়াল মেটস। আবছা ভাবে লোকটার আকৃতি দেখতে

পেল বেনন। নিচু গলা শুনতে পেল। 'জনসনকে আমার ভাল লেগেছে, ম্যাম। ভাল লোক। সৎ মানুষ। জীবনে ওর মতো সৎ লোকের সঙ্গে কমই মেশার সুযোগ হয়েছে আমার।'

'জেলখানাতে ছিল রে জনসন।'

'কিন্তু বিনা দোষে, ম্যাম। আমরা সবাই জানতাম কোন অপরাধ করেনি সে। টাইসন যখন ডাকাতি করে পালায়, তার কয়েকদিন পরে তাড়া খাচ্ছে এমন এক পর্যায়ে রাস্তায় তার আর মিনডোর সঙ্গে দেখা হয় ওর। একই রাস্তায় যাচ্ছিল ও। সেটাই ছিল ওর ভাগ্যের দোষ। ম্যাগুইয়ার, টাইসন, আমি আর মিনডো ধরা পড়ায় সবাই মনে করল রে জনসনও ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল। ছিল না তা প্রমাণ করতে পারেনি রে জনসন। জেলখানায় কয়েকবার কথাটা টাইসনকে বলতে শুনেছি আমি। টাইসনের ধারণা ব্যাপারটা খুবই কৌতুককর।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল মেটস, তারপর আবার বলল, 'জনসনকে ইচ্ছে করলেই ঝামেলা থেকে বাঁচাতে পারত ম্যাগুইয়ার, টাইসন বা মিনডো, কিন্তু গা করেনি। আমাকেও কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিল। না শুনলে শত্রু হয়ে যেতাম, তাই সাহস করিনি।'

'এবার বরং বিশ্রাম নাও গিয়ে, মেটস,' নরম শোনাল লিনিয়ার গলা। 'কালকে আবার শুরু হবে আগুনের ভেতর দিয়ে পথ চলা।'

শুতে চলে গেল স্যাম মেটস, চোখ বুজে আরও কিছুক্ষণ পড়ে থাকল বেনন, তারপর উঠে গানবেল্ট পরে নিয়ে চলে এলো ডোবার কাছে, আঁজলা ভরে পানি নিয়ে তৃষ্ণা মেটাল। বুঝতে পারছে, মেটসকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। দূরে ডেকে উঠল একটা কয়োটে। কান পেতে শুনল বেনন। আওয়াজটার কোন প্রতিধ্বনি হলো না। তার মানে সত্যি কয়োটে। ওগুলোর গলায় কিছু একটা আছে, যে-কারণে প্রতিধ্বনি

হয় না। মানুষ আওয়াজটা নকল করলে প্রতিধ্বনি হতো। ইন্ডিয়ানরা তা-ই বলে। কথাটা সত্যি কি না যাচাই করে দেখবার সুযোগ হয়নি ওর এখনও।

লিনিয়ার পাশে এসে দাঁড়াল ও। দ্রুত ঘুরল লিনিয়া, অস্ত্রের নল তুলল ওকে তাক করে, তারপর চিনতে পেরে নামিয়ে ফেলল। অন্ধকারে মৃদু হাসল বেনন। ঠিক মতোই দায়িত্ব পালন করছে লিনিয়া

'আমি, বেনন,' নিচু গলায় বলল ও।

'আমার পাহারার পালা শেষ হতে দেরি আছে এখনও।'

'সামান্য বেশি বিশ্রাম নিতে আপত্তি আছে তোমার? ঘুম ভেঙে গেছে আমার। ওখানে জেগে থাকবার চেয়ে না হয় এখানেই জেগে থাকি।'

লিনিয়ার পাশে পাথরের উপরে বসল ও। রাতটা থমথমে, নিঃশব্দ মরুভূমিতে কোন নড়াচড়া নেই। আকাশে স্থির হয়ে মিটমিট করছে নক্ষত্রগুলো। দক্ষিণে পিনাকেটের বিশাল কালো উঁচু দেহ ঝুঁকে আছে।

'কখনও ভাবিনি মরুভূমি এমন,' বলল লিনিয়া। এতোকিছু জন্মায়। এতোকিছু ঘটে।'

'গাছপালা শিখেছে কী করে টিকে থাকতে হবে,' বলল বেনন। 'একেকটা একেক কৌশলে বেঁচে থাকে। কোনও কোনওটা খরার আগে পানি সঞ্চয় করে রাখে, কোনও কোনও বীজ যথেষ্ট পরিমাণ পানি না পেলে ঘুমিয়ে থাকে বালির তলায়। মরুভূমির বেশিরভাগ গাছ বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ডালপালা-পাতা-ফুল ছাড়ে না। তারপর পানি পেলেই দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে।'

কান পেতে রাতের নীরবতা শুনল বেনন, তারপর আবার বলল, 'উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে কখনও মরুভূমি দেখেছ তুমি? গ্রীসউড দেখলে মনে হয় কেউ যত্ন করে চাষ করেছে সারি দিয়ে। নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে জন্মায়, যাতে পর্যাপ্ত পানি পেতে

পারে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল দু'জন। অস্বস্তি লাগছে না কারও। নীরবে পরস্পরের সঙ্গ গ্রহণ করছে প্রসন্ন চিত্তে। এক সময় নীরবতা ভাঙল বেনন আবার। 'কী করছ তুমি এখানে এদের সঙ্গে? আসলে কী তোমার উদ্দেশ্য?'

'পথে সঙ্গী পেয়েছি, আবার কী!' মৃদু হাসল লিনিয়া।

'নিজের জীবনের কোন মূল্যই নেই তোমার কাছে?'

'আছে,' বেননের দিকে তাকাল লিনিয়া। 'হতে পারে আমিও ওই সোনা চাই।'

'সেক্ষেত্রে আমি বলব সময় নষ্ট করছ তুমি। একটা কয়েনও পাবে না শেষে।'

'টাইরেল টাইসন হয়তো অন্য কিছু ভাববে।'

ক্ষণিকের জন্য চুপ করে গেল বেনন, মনের ভিতরে কথাটা নেড়েচেড়ে দেখল, তারপর বলল, 'অন্য কিছু ভাববে না টাইসন। ও এমন মানুষ নয় যে পারলে কাউকে ওই সোনার এক টুকরোও দিতে চাইবে। টাইসনের কাছ থেকে কিছু পাবে যদি ভেবে থাকো তা হলে আশা ছেড়ে দিতে পারো।'

'টাইসনকে আমি সামলাতে পারব।'

'হয়তো,' বেননের গলায় শুষ্ক রসিকতার সুর। 'নোয়া উইলিয়ামস আর অ্যামোস হেন্ড্রিকও স্কুলের কচি খোকা ছিল না।'

'মানে? কী বলতে চাও?'

'কিছু না। কিচ্ছু না।'

'অ্যামোস হেন্ড্রিক লোক খারাপ ছিল না। ভুল করে ফেলেছিল নোয়া উইলিয়ামসের কথা শুনে। সোনার খবরটা পেয়েছিল অ্যামোস লোনি মিনডোর প্রেমিকার কাছ থেকে। মাতাল অবস্থায় একদিন কথাটা নোয়াকে বলে বসে। আঠার মতো তার পেছনে লেগে যায় নোয়া। দু'জনে পরে ঠিক করে সোনার খোঁজে বের হবে।'

‘অ্যামোস আর তোমার মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল?’

‘সম্পর্ক?’ চুপ করে গেল লিনিয়া। অন্ধকারে মেয়েটার চেহারায় কোনও অনুভূতি খেলা করছে কি না জানতে পারল না বেনন। ‘কী জানতে চাইছ?’

‘মানে...তোমাকে ঠিক ওর মতো লোকের প্রেমিকা বলে মনে হয়নি আমার।’

‘আমি ওর প্রেমিকা ছিলাম না। ওয়াইয়োমিঙে একটা ট্রেইন দুর্ঘটনার পরে আমাকে উদ্ধার করে ও। আগুন ধরে গিয়েছিল আমার পোশাকে। আগুন নেভাতে আমাকে সাহায্য করে ও, যে ইন্ডিয়ানরা ট্রেইন দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিল তাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচায়।...অবশ্য কাজটা যদি সত্যি ইন্ডিয়ানদের হয়ে থাকে।’

‘মানে?’

‘পরে আমার বারবার মনে হয়েছে কাজটার সঙ্গে অ্যামোসও জড়িত ছিল। কিন্তু আমাকে যখন পেল, দল ছেড়ে কেটে পড়ে দ্রুত। কখনও আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি। কঠোর লোক ছিল অ্যামোস, মাতাল হয়ে গেলে মারামারিও করত পাগলের মতো, কিন্তু অন্তরটা ভাল ছিল। আর সবার মতো আমার সঙ্গেও কর্কশ আচরণ করত, কিন্তু আমি বুঝতাম ওর ভেতরে গভীর মমতা আছে আমার জন্যে। আমাকে ও জোর করে বিয়ে করতে চেয়েছিল।’

‘ও তো র‍্যাঞ্চার ছিল, তাই না?’

‘হ্যাঁ। একদল ইন্ডিয়ান ওর গরু তাড়িয়ে নিয়ে যায়। যাওয়ার আগে পুড়িয়ে দেয় র‍্যাঞ্চহাউস। অ্যামোস ভেবেছিল মেক্সিকোতে গিয়ে আবার নতুন করে শুরু করবে সব ওর ধারণা হয়েছিল একদিন আমাকে জয় করে নিতে পারবে।’

‘আচ্ছা! কিন্তু এখন যাচ্ছ কেন? অ্যামোস তো নেই জোর করার জন্যে। আস্ত একটা দোজখ এই অঞ্চল।

চুপ করে আছে লিনিয়া। রাতের আওয়াজ শুনবার জন্য কান

পাতল বেনন। শীতল বাতাসে অজান্তেই কাছে সরে বসল দু'জন। ক্যাম্পের দিকে তাকাল বেনন। সবাই ঘুমাচ্ছে, নড়াচড়া নেই কোন। আগুনটা নিভে এসেছে প্রায়, কয়েকটা কয়লা শুধু জ্বলছে এখনও। কিছু নড়ছে কি না দেখতে অন্ধকারে চোখ বুলাল ও। এমন একটা আকৃতি খুঁজছে যেটা এখানে থাকবার কথা নয়।

অনুভব করছে, কাছেই আছে ইয়াকিরা। দক্ষ মানুষ-শিকারী তারা। মাথাপিছু পঞ্চাশ ডলার মানে অনেক কিছু তাদের কাছে। বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে আছে লিনিয়া। অবশ্য ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না তারা। কেউ ওর কথা জানে না। কেউ প্রশ্ন করবে সে-সম্ভাবনাও ক্ষীণ। ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে মেয়েটাকে ওরা, তারপর খতম করে দেবে।

হ্যাকার। ইন্ডিয়ান নেতার কথা মনে পড়ে গেল ওর। হ্যাকারের পছন্দ হয়েছে ওর বুট জুতো। শুধু সেজন্যই ওকে খুন করতে দ্বিধা করত না লোকটা, সঙ্গে আছে পলাতক বন্দির লাশ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পুরস্কার পঞ্চাশ ডলার। দরকারে দোজখ পর্যন্ত পিছু নেবে লোকটা।

'শেষ পর্যন্ত যদি তুমি বেঁচে থাকো,' বলল বেনন, 'তা হলে হয়তো ইন্ডিয়ানদের বোঝাতে পারবে, যাতে তোমাকে অ্যাবেগেইল কার্লটনের কাছে পৌছে দেয়। ওদের বোলো অ্যাবেগেইল তোমার আত্মীয়, তাদের ও একশো ডলার দেবে তোমাকে পেলে। হয়তো এভাবে বেঁচে যাবে তুমি।'

'আর নইলে?'

'অ্যাডায়ার উপসাগরের তীরে বেশ কয়েকটা ঝর্না আছে। ম্যাগুইয়ার নামের এক লোকের জন্যে সাগরে জাহাজ অপেক্ষা করছে। মারা গেছে লোকটা। ওই জাহাজ যদি জায়গা মতো না-ও থাকে, তবুও জেলেদের মাছ-ধরার নৌকো পেয়ে যাবে।'

'আর সবাই যদি আমরা ওখানে পৌছে যেতে পারি?'

'তা হলে?' নীরবে হাসল বেনন। 'সত্যি আমি জানি না কী

ঘটবে।' খাঁটি কথাই বলেছে ও, গানফাইটের ফলাফল আগে থেকে জানবার কোন উপায় নেই।

*

খুব বেশি দূরে হবে না, ব্যাসল্ট পাথরের একটা স্তরে খাঁজ মতো একটা জায়গায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে হ্যাকার। চমৎকার জায়গা বেছেছে। ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগছে না, ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছে সাদামানুষদের ক্যাম্পের আগুন। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে ঘোড়াগুলো আর ক্যাম্পের কাছে মানুষের নড়াচড়া।

পাহারা রাখবে সাদামানুষরা। তাতে কোন সমস্যা নেই আগেই ঠিক করে রেখেছে সে কী করবে। যা যা ভেবেছিল একটাও মিথ্যে হয়নি এপর্যন্ত। পিনাকেটে ঢুকে কেউ পালাতে শুরু করলে তার ব্যতিক্রমী তেমন কিছুই করবার থাকে না। এদের ব্যাপারে একটা তফাৎ হচ্ছে, এদের দলের কেউ একজন ওয়াটার হোলগুলো চেনে।

সে-লোকটা কে বুঝে নিতে সময় লাগেনি হ্যাকারের। সহজ কাজ। চিহ্ন পড়লেই হলো। শুধু জানতে হয়েছে কে স্কাউটিং করছে, ঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কে। নতুন বুট জুতো পরা লোকটা।...রে জনসন।

লোকগুলো এমন কিছু নিয়ে চলেছে যেটা কারাগার থেকে বের হওয়ার সময় ছিল না। রসদপত্র নয়, তার চেয়ে ঢের ভারী কিছু। যে ঘোড়া দুটো মাল বইছে সেদুটোর চিহ্ন গভীর মনোযোগে দেখেছে সে। রাতে কোথায় বিশ্রাম নিয়েছে সেটাও খেয়াল করেছে।

নিজস্ব পরিকল্পনা আছে হ্যাকারের, কিন্তু সেসব পরিকল্পনা নতুন কিছু নয়। এই একই কৌশল বারেবারে কাজে লাগিয়ে সফলতা পেয়েছে সে। ভ্রাম্যমাণ বালির ঢিবি বা সৈকতে পৌঁছুনোর আগে কাউকেই কখনও আক্রমণ করেনি সে।

এখানে এই লাভা ভরা পিনাকেট অঞ্চলে লুকিয়ে পড়বার

মতো জায়গার অভাব নেই। শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে লোকগুলো। তা ছাড়া এখনও এতো দুর্বল হয়ে পড়েনি যে জানপ্রাণ দিয়ে লড়বে না। তার চেয়ে যাক তারা বালির ঢিবির এলাকায়, আপনা থেকেই হতাশ হয়ে পড়বে। মন ভেঙে যাবে। কারও কাছেই পানি থাকবে না তখন। অস্থির হয়ে উঠবে সবাই।

এতো সহজ সরল পরিকল্পনা আর হয় না। হামলা করবে সে বালির ঢিবির এলাকায়। যথেষ্ট পানি বা খাবার থাকবে না লোকগুলোর কাছে। ঘোড়াগুলোও এতো পথ এসে মরো মরো হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। ঢিবির রাজ্যে ভাল ভাল আশ্রয় চেনে সে, ওখানে তার যোদ্ধারা বিশ্রাম নিতে পারবে, চলাফেরাও হবে সহজ। পলাতকরা উপকূলে যেতে চাইবে, আর সে দেবে বাধা। ফিরিয়ে আনবে বালির দেশে। একসময় পানি আর খাবারের অভাবে দুর্বল আর নির্জীব হয়ে পড়বে লোকগুলো, বাকি কাজ সারা তখন অতি সহজ।

এমনিতে বেশিরভাগ লোকই বালির ঢিবি এলাকাতে মারা যায় তবে দু'একজন আবার সৈকত পর্যন্তও টেকে। তাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। তাড়িয়ে নিয়ে বিষাক্ত পানির ঝর্নার কাছে পৌঁছে দিতে হয় তখন। খেয়াল রাখতে হয় যাতে ভাল পানির ঝর্নার ধারে কাছে ঘেঁষতে না পারে। আগে পলাতক অনেক বন্দি তৃষ্ণা সইতে না পেরে বিষাক্ত পানি গিলে মারা গেছে সে গুলি করবার আগেই। তবুও একটা করে গুলি করে দেয় সে বুকে–ওটা বন্দি ধরেছে তার প্রমাণ।

আর সব ইন্ডিয়ানদের মতোই হ্যাকারও অত্যন্ত কৌতূহলী ধরনের মানুষ। এখন সে ভাবছে নতুন বুট জুতো পরা লোকটা অন্য ওয়াটার হোলগুলো চেনে কি না। পিনাকেটের কোন্ দিক দিয়ে যাবে ভাবছে লোকটা? মনটা বলছে পুব ধার দিয়ে যাবে। পশ্চিমের ঢালের লাভা এড়াতে হলে তা-ই করবে লোকটা।

হ্যাকারের সঙ্গে এগারোজন যোদ্ধা আছে। প্রত্যেকেই তারা

খুন করবার জন্য অস্থির বোধ করছে। চারজন ইয়াকি, একজন পিমা, অন্যরা ইউমা ইন্ডিয়ান। একজন ছাড়া বাকি সবাই বিভিন্ন যাত্রায় আগেও তার সঙ্গে এসেছে।

ইচ্ছে করলে নিজের লোকদের দিয়ে ভেড়া খেদানোর মতো করে পলাতক বন্দিদের তাড়া দিয়ে যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারে সে। প্রয়োজনে দু'একটা গুলি করে ভয় দেখানোই যথেষ্ট। পছন্দ মতো জায়গায় নিয়ে খতম করে দিলে পুরস্কার পাওয়া কোন ব্যাপারই নয়। বড়জোর খানিক বেশি ঘোড়া দাবড়াতে হবে। কতোটা সহজ ভাবতে গিয়ে অবাকই লেগে উঠল হ্যাকারের। তবু মনের কোণে কোথায় যেন দ্বিধার মেঘ জমে আছে।...ওই লোকটা...নতুন বুট জুতো পরা লোকটা, খুবই চালাক মানুষ, প্রেয়ারি নেকড়ের মতোই সতর্ক। অন্য কোন পথ খুঁজে বের করতে পারবে রে জনসন?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বালির ঢিবির মধ্যে যেতেই হবে। তবে পাহাড়ের গা ঘেঁষে যদি যায় তা হলে এমন একটা জায়গায় পৌঁছুতে পারবে যেখান থেকে পানির উৎস অপেক্ষাকৃত কাছে হবে। যদি সে-চেষ্টা করে তা হলে ঠেকাতে হবে তাকে।

জাত শিকারী হ্যাকার। সেজন্যই তার শিকার কী করতে পারে সেটা ভেবে বের করতে ভালবাসে। চিন্তিত নয় সে। হাজার হলেও লোকগুলো পিনাকেট এলাকায় নতুন, তার মতো অভিজ্ঞ নয়। একটা সম্ভাবনাই শুধু বাকি থাকল তা হলে। পিনাকেট অঞ্চল নিজেই মানুষ শিকারের খেলায় নেমে পড়তে পারে।

পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় পুরোনো ঈশ্বররা, জানে হ্যাকার। পিনাকেট হচ্ছে ঈশ্বরদের এলাকা। নির্জন বিরান সব জায়গাই তা-ই। পিনাকেটের আছে নিজস্ব মেজাজ আর ইচ্ছে—হঠাৎ ঝড়, উপকূল থেকে ভেসে আসা অদ্ভুত কুয়াশা, আচমকা হাজির হওয়া সাদা তুষার, এমনকি গ্রীষ্মেও! পাহাড়ের পাথরে জমে থাকে ওই বরফ, সকালের প্রথম সূর্যের কুমারী আলোয় মিলিয়ে যায় দেখতে

দেখতে।

পলাতকরা যেদিকে যাচ্ছে তাতে তাদের সামনে চয়ার একটা বিস্তৃত জঙ্গল পড়বে। পুব অথবা পশ্চিমের ঢালে যদি সে বের হয় তা হলে লোকগুলোকে চয়ার ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব। আহত না হয়ে হয়তো চয়ার বন থেকে বের হতে পারবে লোকগুলো। কিন্তু সে-সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। চয়ার মাঝ দিয়ে পথ আছে। কোনও কোনও পথ চয়ার ভিড়ে হারিয়ে গেছে। নিজে হ্যাকার এমন বেশ কয়েকটা পথ তৈরি করেছে। সেদিকে কাউকে যেতে বাধ্য করলে এমন সম্ভাবনা কম যে সুস্থ অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পারবে লোকটা।

শত্রুদের হাঁটতে বাধ্য করতে হলে ওই পথগুলো দারুণ কাজে দেয়। চয়ার কাঁটার খোঁচায় অস্থির ঘোড়া মানে পঙ্গু ঘোড়া। সমতলের ইন্ডিয়ানদের যেমন অশ্বপ্রীতি থাকে সেটা হ্যাকারের নেই। ঘোড়া মানে হচ্ছে শুধুই চলাচলের বাহন। উদ্দেশ্য পূরণ না হলে মেরে ফেললেই চলে। নতুন ঘোড়ার তো কোন অভাব নেই!

আরাম করে পাশ ফিরল হ্যাকার, মুহূর্তে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে। জানে, ঠিক সূর্যোদয়ের সময় ঘুম ভাঙবে তার। একেবারে ঠিক সময়ে। তখন ঠিক করা যাবে কোথায় লোকগুলোকে খুন করবে তারা। তবে আগেই একটা জায়গার কথা ভেবে রেখেছে সে।

লাভার বিস্তারে একটা নিঃসঙ্গ কয়োটে ডেকে উঠল। আকাশ থেকে ঝাঁপ দিল একটা রাতজাগা বাজ পাখি, ইঁদুর ধরে নিয়ে সাঁই করে ওপরে উঠে গেল আবার। আগ্নেয়পাথরের স্তূপ থেকে খসে পড়ল একটা ছোট পাথর, ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে পড়ে গেল আরেকটা খাদে।

নক্ষত্রগুলো যেন বহু দূরের ক্যাম্পের আগুন, আকাশে স্থির হয়ে মিটমিট করে জ্বলছে।

ক্যাম্প থেকে এগিয়ে এলো লোনি মিনডো, বেননের পাশে

থামল। 'সব চুপচাপ?'

'হ্যাঁ।'

'জনসন, টাইসনের কাছ থেকে দূরে থেকো। তোমাদের ভেতরে কী ঘটেছে সেটা তোমাদের ব্যাপার, যখন পারবে তখন সমস্যা দূর কোরো, কিন্তু এখন আমাদের সবগুলো অস্ত্রের সাহায্য দরকার।'

'আমি টাইসনের সঙ্গে ঝামেলায় যাচ্ছি না।'

'কিন্তু ও চাইছে। এড়িয়ে যেয়ো।' একটু থামল মিনডো, তারপর বলল, 'তোমার ব্যাপারে ভেবে কোন কূলকিনারা করতে পারছি না, জনসন। মনে প্রশ্ন জাগছে–এখানে কেন তুমি? কী উদ্দেশ্য?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল বেনন। মাথা কাত করে পাহাড়ের দিকে দেখাল মিনডো। 'বুঝতে পারছি না কেন ওরা দেরি করছে।'

'ঠিক সময় আর ঠিক জায়গায় আমাদের পাবার জন্যে। হ্যাকার জানে কোথায় যেতে হবে আমাদের। জানে, কোন্ পথ ব্যবহার করতে হবে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল বেনন, তারপর নিচু গলায় বলল, 'মাত্র একজনকে খতম করতে চাইছে ও।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল মিনডোর। 'একজন?'

'হ্যাঁ...শেষ পর্যন্ত যে বেঁচে থাকবে।'

আট

শেষ রাতের নক্ষত্রগুলো তখনও উজ্জ্বল, যখন ওরা ঘোড়ায় স্যাডল

চাপিয়ে রওনা হয়ে গেল। চয়ার ঝোপ যেন আলো বিলাচ্ছে। চাঁদের পিঠের মতো রুক্ষ এবড়োখেবড়ো ভাঙা লাভার টুকরো আর পাথরের স্তূপ কালো আর ভুতুড়ে দেখাচ্ছে।

চুপ করে পথ চলছে সবাই। স্যাড়লের চামড়ার মৃদু ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ ছাড়া চারপাশ নিস্তব্ধ। ঘোড়াগুলো ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা প্যাক হর্সগুলোর। তিনশো পাউন্ড ওজন হবে সোনাগুলোর, কিন্তু বসে আছে গ্যাঁট মেরে। জীবন্ত কিছুর মতো মাঝেমধ্যে নেমে ঘোড়াগুলোকে ক্ষণিকের স্বস্তি দিচ্ছে না।

আগে আগে চলেছে বেনন, হোলস্টারের ওপর থেকে চামড়ার ফিতেটা খুলে দিল। প্রয়োজনে দ্রুত ড্র করতে পারবে। প্রথমে পুবদিকে এগোল ও দল নিয়ে, তারপর দক্ষিণে। অস্পষ্ট একটা ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে। একটু পরেই ট্রেইলটা নিচিহ্ন হয়ে গেল। এমন একটা দিক বেছে নিয়ে এগোচ্ছে ও, যাতে পিনাকেটকে যতোটা সম্ভব এড়ানো যায়। ওর পাশে চলে এলো টাইরেল টাইসন। 'যাচ্ছ কোথায়, অ্যাঁ?'

'যেদিকে যাওয়া উচিত। বালির ঢিবিগুলোকে এড়াতে চাইছি।'

'ঠিক হবে না। তাতে বেশি পথ পাড়ি দিতে হবে।'

'কিন্তু বাঁচার সম্ভাবনা বাড়বে। আমি ঘুরপথেই যাব।'

'কী আছে ওদিকে?'

'বড় একটা জ্বালামুখ। ওই জ্বালামুখ আর পিনাকেটের পর্বতচুড়োর মধ্যে আছে ভয়ঙ্কর দুর্গম পাথুরে টিলা আর শুকনো লাভার স্রোত। হয়তো পথ আছে পার হবার, কিন্তু আমার জানা নেই। অযথা ঝুঁকি নেব না আমি।'

গজগজ করতে করতে পিছিয়ে গেল টাইসন। বেননের প্রতিটা পদক্ষেপ সন্দেহের চোখে দেখছে সে। ক্রমেই বাড়ছে সন্দেহের পরিমাণ। প্রচণ্ড রাগ চেপে রাখতে হচ্ছে তাকে নিজের স্বার্থ চিন্তা

করে। কিন্তু নিজেকে সে চেনে, যে-কোন সময় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবে, একটা গুলি গেঁথে দেবে সে রে জনসন নামের বেয়াড়া লোকটার বুকে।

অস্পষ্ট একটা ট্রেইল ধরে এগোল এবার বেনন, পাশ কাটাল কালো ব্যাসল্টের একটা উঁচু স্তূপ, তারপর সরু একটা খাদের ভেতর দিয়ে এগিয়ে পড়ল চয়ার জঙ্গলে। থামল একটু, চোখ বুলিয়ে দেখে নিল ঠিক ট্রেইলে আছে কি না। সামনে অনেকগুলো পথ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু একটাও পছন্দ হলো না ওর। শেষ পর্যন্ত একটা পথ বেছে নিয়ে সামনে বাড়ল আবার, খুব আস্তে চলেছে চয়ার কাঁটার আঘাত থেকে স্পীডিকে বাঁচাতে। কাঁটাগুলো খুবই বিরক্তিকর, তার চেয়ে বেশি যন্ত্রণাকর। প্রথমেই টান দিয়ে বের করে না ফেললে চামড়া-মাংসের আরও গভীরে ঢুকে যায়, তৈরি করে বিশ্রী ঘা।

কথা বলছে না কেউ। কারও ধারণা নেই ইয়াকিরা কতোটা কাছে আছে। মরুভূমির পাথুরে বিস্তারে গলার আওয়াজ অনেক দূরে ভেসে যায়। অযথা কথা বলবার মানেই ঝুঁকি নেওয়া।

রওনা হওয়ার আগে ডোবা থেকে পেট ভরে পানি খেয়েছে বেনন, লিনিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ও, তখন বলেছে, 'বুড়ো এক ইন্ডিয়ান বলেছিল মানুষ যখন প্রথমে ঘামে তখন পানিটা যায় রক্ত থেকে। খেয়াল করেছ কেটেছড়ে গেলে কতো কম রক্ত বের হচ্ছে আমাদের? কারণটা সম্ভবত রক্তে পানির পরিমাণ কমে যাওয়া। তা-ই যদি হয় তা হলে মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা বা দ্রুত নড়াচড়ার ক্ষমতাও কমতে বাধ্য।

'সাদামানুষরা চেষ্টা করে কম পানি খেয়ে পানি বাঁচাতে, কিন্তু ইন্ডিয়ানরা সুযোগ পেলে গলা পর্যন্ত গিলে নেয়। ওরা জানে, বেশিক্ষণ টিকতে পারবে তা হলে। শরীরও অপেক্ষাকৃত ভাল থাকবে।'

এই ক'দিন খুব একটা ভুগতে হয়নি ওদের। তবে ক্রমেই

শরীরে পানির পরিমাণ কমছে। ডোবা থেকে পর্যাপ্ত পানি খাওয়ায় কিছুটা হলেও সেই ক্ষতি পুষিয়ে গেছে। খেয়াল করেছে বেনন, ও আর লিনিয়া ছাড়া আর কেউ প্রচুর পানি পান করেনি।

চয়ার জঙ্গলের মাঝে ফাঁকা একটা জায়গা পেয়ে সেখানে থামল ওরা। বেননের পাশে চলে এলো লোনি মিনডো। গম্ভীর দেখাচ্ছে তাকে। নিচু স্বরে বলল, 'জনসন, আমাদের একটা ঘোড়ার পা খোঁড়া হয়ে গেছে। প্যাক হর্স।'

সবাই ওরা পঙ্গু ঘোড়াটাকে ঘিরে দাঁড়াল। ঘোড়াটার গায়ে চয়ার একটা ডাল গেঁথে আছে। ঠিক ঊরুর গোড়ায়। খুরের চারপাশেও চয়ার কাঁটা ভরা। কাঁধে রক্ত লেগে আছে।

'এটাকে ছেড়ে দিতে হবে,' দেখে নিয়ে মন্তব্য করল বেনন। 'অন্য ঘোড়ায় স্যাডলব্যাগ তুলে দিতে হবে। খাবারগুলো ভাগ করে নেব আমরা।'

'মারা যাবে ঘোড়াটা, জনসন?' জিজ্ঞেস করল লিনিয়া।

আস্তে করে মাথা নাড়ল বেনন। 'না। মরবে না। আমাদের চেয়ে বাঁচার সম্ভাবনা ওর অনেক বেশি। কয়েকদিন ভুগবে ঠিকই, কিন্তু ডোবার কাছে ফিরে যাবে, পানির অভাব হবে না ওখানে।'

'খাবে কী?'

'গত রাতে যা খেয়েছিল। বিগ হর্ন যা খায়। গ্যালেটা ঘাস, প্যালো ভারডে। খাওয়ার সমস্যা হবে না ওর।'

স্যাম মেটস, লোনি মিনডো আর টাইরেল টাইসন ঘোড়ার পিঠ থেকে মালামাল সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বেনন একে একে তুলে ফেলল অবলা জানোয়ারটার গায়ে বিঁধে থাকা কাঁটা। কাজটা শেষ করে পেছনে এক হালকা চাপড় দিয়ে বিদায় করে দিল ওটাকে। পাঁচ মিনিটও লাগেনি। আবার রওনা হলো ওরা। সূর্য মুখ তুলেছে দিগন্তে, লাল আলোয় স্নান করছে মরুভূমি।

স্বাভাবিক অবস্থায় চয়ার কাঁটার কারণে আহত ঘোড়াটা দ্রুতই

সেরে উঠত, যদি জোরে ছোটানোর দরকার না পড়ত তা হলে ওটাকে সঙ্গে নিতে কোন অসুবিধে হতো না, কিন্তু চয়ার কাঁটার আঘাত অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, দীর্ঘ ক্লান্তিকর যাত্রা ঘোড়াটার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

ইন্ডিয়ানরা ওদের অনুসরণ করছে না এখন। সাদামানুষরা কোথা দিয়ে যাবে জানা থাকায় নিজের লোকদের নিয়ে ঘুরপথে লাভার স্রোত এড়িয়ে এগিয়ে থাকবে, ঠিক করেছে হ্যাকার। একজন সঙ্গী রেখে গেছে, সে নজর রাখবে সাদামানুষদের উপরে।

দিগন্ত থেকে উঠে আসছে সূর্য। দ্রুত গরম হয়ে উঠছে পাথর। মরুভূমিতে তাপতরঙ্গ আর মরীচিকার খেলা শুরু হয়ে গেছে। একটু পরেই আগুনের মতো তপ্ত হয়ে উঠবে চারপাশ।

কপাল বেয়ে ঘাম নামতে শুরু করল বেননের। বুক ভিজে যাচ্ছে, গায়ে সেঁটে বসছে শার্ট। সাবধানে এগিয়ে চলেছে ও। শুধুই যে ইন্ডিয়ানদের কারণে তা নয়, মরুভূমিকেও উপযুক্ত সম্মান দিচ্ছে। খুব ধীর ওর গতি। প্রতিটা পদক্ষেপে ঘোড়াটাকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে চয়া, ওকোটিয়ো আর পাথরের স্তূপের মাঝ দিয়ে।

মনে হচ্ছে মরুভূমির সবকিছুতেই কাঁটা আছে। প্রত্যেকটা গাছপালা, জীবজন্তু মরুভূমিতে টিকে থাকবার জন্য মানিয়ে নিয়েছে নিজেদের। দুনিয়ায় এই এলাকার মতো বিরান অঞ্চল খুব কমই আছে। মরুভূমিতে যারা অভ্যস্ত তারা ঝোপঝাড় পার হওয়ার সময় রোদ যেদিকে আছে সেদিক দিয়ে পার হয় সবসময়। ছায়ায় দেহ গুটিয়ে থাকতে পারে বিষাক্ত র‍্যাটল স্নেক। পিছলা পাথর এড়িয়ে যেতে হবে, এড়াতে হবে হড়কে যাওয়া। সম্ভব হলে দীর্ঘ বালুময় প্রান্তর থেকে দূরে থাকতে হবে। বালিতে প্রতিটা পদক্ষেপ দশ কদম যাওয়ার সমান শক্তি শুষে নেয়।

অন্তরে উপলব্ধি করছে বেনন, লড়াই শুরু হতে আর বেশি

দেরি নেই। শেষ হতেও সময় নেবে না। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপরই ওরা প্রত্যেকে বেঁচে থাকবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে বাধ্য হবে। জানে ব্যাপারটা ওরা প্রত্যেকেই। জীবন-মৃত্যুর ফারাকটা এখন কমে এসে একটা সুতোয় ঝুলছে। পা ভেঙে যাওয়া ঘোড়া তার আরোহীকে হাঁটতে বাধ্য করতে পারে। তা যদি ঘটে তা হলে সে-লোক মারা গেছে ধরে নেওয়া দোষের হবে না। পানি না থাকলে একজন মানুষ এখানে বড়জোর চব্বিশ ঘণ্টা বাঁচতে পারবে—অবশ্য তার কপাল খুব ভাল হলে, তবেই! খুব অল্প মানুষই দু'তিনদিন বাঁচতে পেরেছে। যারা পেরেছে তারা ছিল অদম্য ইচ্ছাশক্তির অধিকারী কঠিন মানুষ। মরবার আগে পর্যন্ত হাল ছাড়েনি।

'সাবধান,' লিনিয়াকে সতর্ক করল বেনন। 'চয়ার গায়ে যদি ঘষা লাগে তা হলে অন্তত দশ-বারোটা কাঁটা ঢুকে যাবে শরীরে। একেকটা কাঁটা মনে কোরো একেকটা ছোরা।'

গতির কোন প্রশ্নই এখন আর নেই। ট্রেইল কখনও কখনও খাড়া, চলে গেছে কাঁটাভরা ক্যাকটাস আর তীক্ষ্ণ সব পাথরকে পাশ কাটিয়ে। সামান্য পা ফস্কানোর মানেই কাঁটার মধ্যে পড়া, অথবা চোখা পাথরে শরীর ছড়ে যাওয়া।

দু'বার থামতে হলো সবাইকে। পথ পছন্দ না হওয়ায় নেমে পায়ে হেঁটে চারপাশ দেখেছে বেনন। কাজটা ভাগ্যিস করেছে, কারণ দুটো পথই দেখা গেল অনেকদূর গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে।

রাগ চেপে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে টাইরেল টাইসন, তার চোখের অধৈর্য দৃষ্টি পাথরের ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝেই স্থির হচ্ছে জনসনের ওপরে, প্রবল ঘৃণার অস্তিত্ব টের পাচ্ছে বুকের ভেতরে। লিনিয়া জনসনের কাছে কাছে আছে। হিংসা দানা বাঁধছে টাইসনের মনে। লোনি মিনডো সচেতন, জনসন আর টাইসনের মাঝখান থেকে সযত্নে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে। কোন

মন্তব্য করছে না।

লাভার মধ্যে একটা ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে পিছলে গেল স্যাম মেটসের ঘোড়া, ভারসাম্য রাখতে না পেরে পড়ে গেল কাত হয়ে। কাঁটাভরা ক্যাকটাসের ওপরে পড়েছে মেটসকে নিয়ে। পাগলের মতো পা ছুঁড়ে উঠতে চেষ্টা করল জন্তুটা। উঠতে পারলও। সারাগায়ে কাঁটা বিঁধে গেছে ওটার। হামাগুড়ি দিয়ে চয়ার ঝোপ থেকে বের হলো মেটস, পিঠ আর দেহের দু'পাশে গেঁথে গেছে চয়ার কাঁটাভরা হলদেটে জোড়া।

খেঁকিয়ে উঠল টাইসন, 'শালা গাধা! বোঝো এখন! আমি চললাম!'

'একই সঙ্গে এসেছি আমরা,' শান্ত গলায় জানাল বেনন। 'এক সঙ্গেই যাব কোথাও গেলে।'

'আচ্ছা?' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল টাইসন, মাড়ি বেরিয়ে গেল কামড় দিতে উদ্যত রাগী নেকড়ের মতো। 'তা কে ঠিক করছে আমাদের কী করতে হবে? তুমি, জনসন?'

'হ্যাঁ, আমি,' আরও শান্ত শোনাল বেননের গলা।

থমথমে নীরবতা নামল ওদের মাঝে। ঘোড়াটাকে থামিয়ে ফেলেছে টাইসন, তার ডানপাশ এখন বেননের দিকে। সিক্সগানের বাঁটের আধইঞ্চি দূরে ঝুলছে গানম্যানের হাতের তালু। হিসহিস করে বলল, 'তীর আর বেশি দূরে নেই। তোমাকে আসলে আর দরকার নেই।'

মেটসের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বেনন, বামহাতে ছোরা। বুঝতে চেষ্টা করল কতোটা নিখুঁত ভাবে অস্ত্রটা ছুঁড়তে পারবে।

আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনটা শুনতে পাবার এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ আগে ছুটল বুলেট। বেননের বামহাতের দিকে নজর ছিল টাইসনের, খেয়াল করে উঠতে পারেনি ডানহাত কখন সিক্সগানে ছোবল দিয়েছে। বুলেট ঢুকবার ভোঁতা আওয়াজটা মিলিয়ে যেতেই পানি পড়বার ছরছর আওয়াজটা কানে এলো

টাইসনের। তার ক্যান্টিন ফুটো করে দিয়েছে বেননের বুলেট

'আমাকে দরকার পড়বে তোমার,' নির্বিকার চেহারায় জানাল বেনন। 'পানি পাবে না নইলে।'

নিচু স্বরে গাল বকল টাইসন বিকৃত চেহারায়। তাকিয়ে আছে ক্যান্টিনের দিকে। শেষ ফোঁটাটুকুও পড়ে গেল নিচের বালিতে। ভেজা একটা দাগ ছাড়া আর কোন চিহ্নই রইল না। সেটুকুও দেখতে দেখতে শুকোতে শুরু করল।

ছোরা হাতে কাজে লেগে পড়ল বেনন, একে একে মেটস আর তার ঘোড়ার গা থেকে কাঁটা তুলতে শুরু করল। লোনি মিনডো ঘোড়া থেকে নেমেছে ওকে সাহায্য করতে। দু'জনের চেষ্টায় কাজটা এক ঘণ্টায় শেষ করতে পারল ওরা।

শেষ টুকরোটা সরিয়ে বেনন বলল, 'এবার রওনা হওয়া দরকার। 'যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে।'

ক্যাকটাসের বনে একটা ফাঁকা জায়গায় চলে এলো ওরা। খুব ধীর ওদের গতি। গরমটা যেন সেদ্ধ করে দিচ্ছে মাংস। ওদের বামদিকে দেখা গেল কয়েকটা চোখা আগ্নেয়শিলা। 'ঈশ্বর জানেন কয়শো আগ্নেয়গিরি আছে এখানে,' বলল মেটস। 'এক জায়গায় এতো লাভা আগে কখনও দেখিনি আমি।'

চারপাশে লাভার স্রোত। পুরোনোগুলো ঢেকে দিয়েছে নতুন লাভা। এবড়োখেবড়ো, রুক্ষ, কর্কশ পাথুরে জমিন। মাঝে মাঝেই গভীর সব গর্ত। সবখানে ক্যাকটাস জন্মেছে, মনে হয় যেন মাটির কোন প্রয়োজন নেই ওগুলোর।

মাঝ দুপুর পর্যন্ত খুব সামান্য দূরত্বই পার হতে পারল ওরা। একবার ভুল পথে এগোনোয় বক্স ক্যানিয়নে ঢুকতে হয়েছিল। আবার পিছিয়ে আসতে হয়েছে। সময় নষ্ট, কিন্তু কিছু করবার নেই। শেষ পর্যন্ত মনে হলো যে অ্যারোয়োতে ওরা বন্দি সেটা থেকে বের হওয়ার একটা পথ পাওয়া গেছে। কিন্তু খাড়া ট্রেইল বেয়ে উঠতে গিয়ে একটা ঘোড়া পা পিছলে জখম হলো। এগিয়ে

চলা থামল না তাতে।

নীরবে গম্ভীর চেহারায় এগিয়ে চলেছে ওরা। মার খাওয়া ক্রীতদাসের মতো মুখ বুজে সহ্য করছে তাপের অত্যাচার, প্রতিবাদের ভাষাও যেন হারিয়ে বসেছে।

জমির উপরে কাঁপছে তাপতরঙ্গ, দূরের পাহাড়গুলোকে কাছে মনে হচ্ছে মাঝেমধ্যে দেখা যাচ্ছে পানির বিস্তার। একবার একটা রিজ পার হওয়ার সময় সামনে বিরাট একটা নীল পানির লেক দেখতে পেল ওরা। সবই মরীচিকা।

ওদের সামনে দিয়ে ছুটে পার হয়ে গেল একটা গিরগিটি সারাদিনে মরুভূমিতে প্রাণের চিহ্ন বলতে ওটা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি ওদের। একটা বিগ হর্নের দেখাও পাওয়া যায়নি জ্যাভেলিনা বা র্যাটল স্নেকও দেখেনি। বার কয়েক মনে হয়েছে ইন্ডিয়ানদের দেখেছে, তবে নিশ্চিত হতে পারেনি। ওদের লক্ষ্য করে গুলি করেনি কেউ।

ঠোঁট ফেটে গেছে সবার। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ, খসখস করছে। সবার কানই সজাগ, একমাত্র ক্যান্টিনের পানিটুকুর ছলাৎছল আওয়াজটা খেয়াল করে শুনছে।

হঠাৎই ওরা লাভার বিস্তার থেকে বেরিয়ে এলো সমতলে এখানে ওখানে জন্মেছে শেমিযো আর ক্রিওসোট ঝোপ। এখন আর কাছাকাছি নেই ওরা, পরস্পরের মধ্যে একশো গজ দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। সবার পেছনে চলেছে লিনিয়া আর মেটস, কয়েক গজের ব্যবধানে।

মরুভূমির থমথমে নীরবতা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কয়েকটা রাইফেলের তীক্ষ্ণ গর্জনে। স্পীডির সামনের খুরের কাছে বালিতে নাক গুঁজল একটা বুলেট। চট করে ওকে থামিয়ে পাল্টা গুলি করল বেনন। ওর গুলি পাথরের একটা চাতালে পিছলে বেরিয়ে গেল আরেকদিকে। পেছনে গা শিউরানো একটা হুঙ্কার শুনতে পেল। দ্রুত স্পীডিকে ঘোরাল ও, দেখল দলের সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে

পাথরের আড়াল লক্ষ্য করে ছুটছে। স্যাম মেটস পড়ে আছে তার ঘোড়ার পাশে। মাথার খুলি অর্ধেকটা উড়ে গেছে বেচারার ঘোড়াটা অস্বস্তি ভরে পা ঠুকছে তাজা রক্তের আঁশটে গন্ধে। পাশ কাটানোর সময় বেনন দেখল, বুকেও দুটো গুলি লেগেছে মেটসের মারা যাওয়ার সময় খুব একটা কষ্ট পেতে হয়নি লোকটাকে।

একটা প্যাক হর্সও মারা পড়েছে।

ফাঁকা জায়গায় আছে বেনন। বিপদের মুখোমুখি। আশঙ্কা করল এখনই একটা বুলেট গেঁথে ফেলবে ওকে তীক্ষ্ণ নজরে তাকাল যেদিক থেকে বুলেট এসেছে। ইয়াকিদের চিহ্নও দেখতে পেল না।

প্যাক হর্সের সঙ্গে রয়ে গেছে সোনা। স্যাম মেটসের ঘোড়াটা জীবিত, কিন্তু অবস্থা খারাপ চয়ার ঝোপে পড়ে।

দুপুর গড়াতে চলল। কতোটা পথ এসেছে ওরা? চার, নাকি পাঁচ মাইল? হয়তো কমও হতে পারে। স্যাম মেটস মারা গেছে। একটা ভাল ঘোড়াও মরেছে। ক্যান্টিন আছে মাত্র একটা। সেটাও পানি-ভরা নয়।

স্যাম মেটসের ঘোড়াটা ধরে পিঠ থেকে স্যাডল খুলে ফেলল বেনন, প্যাক হর্সের স্যাডলটা বাঁধল ওটার পিঠে। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো টাইরেল টাইসন আর লোনি মিনডো। তাদের পেছনে আসছে লিনিয়া টেইলর। সবাই তারা সাহায্য করল ঘোড়ার পিঠে সোনার বস্তা তুলতে।

মেটস যেখানে পড়ে আছে সেদিকে তাকাল মিনডো। 'একটা কথা তুমি ভুলে গেছ, টাইসন।'

কথাটা বুঝতে দেরি হয়নি টাইসনের। মৃতদেহের পকেট থেকে জোড়া স্বর্ণ ঈগল বের করে নিল সে। 'ইন্ডিয়ানদের জন্যে টাকাগুলো ফেলে যাওয়ার কোন অর্থ নেই।'

'একবার ওপরে তুলে আবার ধরো, কপাল ভাল হবে,' বলল

মিনডো।

আকাশে জোড়া কয়েন ছুঁড়ল টাইসন, সে ধরবার আগেই খপ করে ধরে নিজের পকেটে ওগুলো পুরল মিনডো, মৃদু হেসে বলল, 'টাকা নিয়ে খেলা করতে নেই, হারিয়ে যায়।'

মুখ কালো করে মিনডোকে দেখল টাইসন, কিছু বলল না, ঘোড়ার কাছে চলে গেল।

ওর ক্যান্টিনটা লিনিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল বেনন। 'কয়েক চুমুক দাও।'

'লাগবে না।'

'দিচ্ছে যখন তো না নেয়া বোকামি,' বলল মিনডো।

টাইসনের দিকে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল লিনিয়া। টাইসন হাসি হাসি চেহারা করল। 'গিলে নাও। আমি চাই তুমি বেঁচে থাকো।'

এক ঢোক খেয়ে বেননকে ক্যান্টিন ফিরিয়ে দিল লিনিয়া। মিনডোকে ওটা দিল বেনন। তার হাত ঘুরে গেল টাইসনের কাছে। টাইসন চুমুক দেওয়ার পরে যখন ক্যান্টিন ফেরত এলো ওর হাতে, দু'ঢোক মৃদু উষ্ণ পানি তখন অবশিষ্ট আছে মাত্র। ওটুকুই বড় বেশি তৃপ্তিদায়ক মনে হলো ওর শুকনো গলায়।

'ফেলে দাও ওটা,' তিক্ত চেহারায় বলল টাইসন। 'খালি ক্যান্টিন দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।'

ফেলল না বেনন। 'পরে যদি কোথাও ওয়াটার হোল পেয়ে যাই, তখন? পানি সঙ্গে নিতে এটা দরকার হবে। মাথা খারাপ না হলে মরুভূমিতে কেউ কখনও ক্যান্টিন ফেলে না।'

'এ-কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেল,' বলল মিনডো। লিনিয়ার দিকে তাকাল। 'তুমি বলেছিলে ওয়াটার হোল চেনো।'

'ওসব বাদ দাও,' বিরক্ত চেহারা করল টাইসন। 'সোজা উপকূলের দিকে চলো। খুব বেশি দূরে নেই সাগর-তীর।'

'যতোটা দূরে আছে তা চাঁদের পিঠে চেয়ে কম দূরে নয়,' নিচু

গলায় বলল বেনন।

'তারপরও। যদি এমন হয় যে সময় নষ্ট করলাম অথচ পানির খোঁজ পেলাম না, তখন?'

'ঝুঁকিটা নিতে হবে আমাদের।'

ভ্রূ উঁচু করল মিনডো। 'পানি কোথায় জানো না তুমি, লিনিয়া?'

'চিনি। পিনাকেটের দক্ষিণে।'

'আমরাও দক্ষিণেই এসেছি। কাছেই কোথাও থাকার কথা ওটার।'

আর কথা হলো না, মেটসকে বালিচাপা দিয়ে নীরবে সামনে বাড়ল ওরা। আগে আগে চলেছে বেনন, ওর ঠিক পেছনেই লিনিয়া। 'পরিচিত কোন চিহ্ন আছে?' জিজ্ঞেস করল বেনন। 'জায়গাটা চিনতে কেমন করে?'

'চিনব...সম্ভবত।'

চট করে মেয়েটার দিকে তাকাল বেনন, খানিকটা বিস্মিত হয়েছে। 'এই এলাকায় আগেও এসেছ?'

'ছোটবেলায়।'

স্যাডলে সামান্য ঘুরল বেনন। 'তা হলে তুমিই সেই লিনিয়া রেমন্ড!' মেয়েটার পরিচয় আগেই জানে তা আর বলল না ও।

'কী জানো তুমি লিনিয়া রেমন্ড সম্বন্ধে?'

'জাহাজডুবি হয়েছিল উপকূলে, আজ থেকে আঠারো-বিশ বছর আগে। ছোট একটা জাহাজ, ইউমার দিকে আসছিল। জলোচ্ছ্বাসে ডুবে যায়। পাথরে ধাক্কা খেয়েছিল সম্ভবত। তীরে নামতে পারে সবাই। সনোইটা নামের ছোট একটা সীমান্ত শহরে পৌঁছাতে পারে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল লিনিয়া টেইলর, কিছু বলল না।

এগিয়ে চলল বেনন। বেশ অনেকদূরে যাওয়ার পরে ভাঙা কিছু বাসন-কোসন দেখতে পেল, মাটিতে পড়ে আছে।

জিনিসগুলো অদক্ষ হাতে তৈরি। স্পীডির গতি কমিয়ে চারপাশে ভাল করে তাকাল বেনন। এক জায়গায় পাথরের গায়ে সাদা একটা দাগ দেখতে পেল। পুরোনো কোন ট্রেইলের অস্পষ্ট চিহ্ন। এখানেও পড়ে আছে তৈজসপত্র, পানির একটা বড়সড় পট।

স্পীডিকে হাঁটিয়ে ট্রেইল ধরে সামনে বাড়ল বেনন, একটা তাকে উঠে নীচের একটা ডোবার দিকে তাকাল...একেবারে শুকনো খটখটে ওটা, মাটি ফেটে চুরচুর হয়ে গেছে।

'পানি থাকার কথা,' কর্কশ গলায় বলল হতাশ মিনডো। 'বৃষ্টি হয়েছে এদিকে।'

আঙুল দিয়ে দেখাল বেনন। ডোবায় যে খাদ ধরে পানি আসত সেটাতে একটা বড় পাথর পড়ে আছে। বৃষ্টির পানির ধারা ওখানে বাধা পেয়ে বাঁক নিয়ে বালিতে নেমে শুকিয়ে গেছে। নীচে নেমে পাথরটা ধরে টান দিল ও। বেশ জোর খাটাতে হলো, তারপর এক পাশে সরাতে পারল ওটা। ওকে সাহায্য করল না মিনডো বা টাইসন।

'সময় নষ্ট,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল মিনডো। 'এদিকে আর কখনও আসব না আমরা।'

'অন্য কেউ হয়তো আসবে।'

স্যাডলে উঠে পড়ল বেনন। পাথরটা সরাতে গিয়ে ক্লান্তি বোধ করছে এখন। সতর্ক হয়ে উঠল। শরীর এতোটা দুর্বল হয়ে গেছে সেটা আগে টের পায়নি।

পানি নেই। সূর্যের তরল আগুনের নীচে পথ চলতে হচ্ছে। তার মানে, রক্ত গাঢ় হতে শুরু করেছে ওদের, নড়াচড়ার সাবলীল ভাব কমতে আরম্ভ করেছে।

রওনা হওয়ার আগে পানির পট স্যাডলে তুলে নিল বেনন। প্রচুর পানি আঁটবে ওটাতে...যদি পানির খোঁজ পাওয়া যায়!

নয়

ছায়া নেই কোন। আকাশে মেঘের কোন চিহ্নই নেই। আড়াল নেই। ধীর গতিতে একটানা এগিয়ে চলেছে ওরা। স্যাডলে মাথা নিচু করে বসে আছে কোনরকমে। উত্তাপের কারণে দুর্বল হচ্ছে ক্রমেই। যখন মাথা তুলে তাকাচ্ছে, চোখের মণি নড়ছে ধীরে ধীরে। হাত নাড়লে মনে হচ্ছে ওগুলো রবার দিয়ে তৈরি। সহজে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যাচ্ছে না।

স্পীডিকে থামিয়ে স্যাডল থেকে পিছলে নামল বেনন। যে-করে হোক, স্পীডিকে বাঁচাতে হবে। মৃত্যু আর জীবনের মাঝে ক্ষীণ যে তফাৎটা আছে সেটার থাকা না থাকা নির্ভর করছে ঘোড়া থাকা আর না থাকবার উপরে।

ইয়াকিদের নিয়ে চিন্তা করছে না এখন কেউ। এমনও হতে পারে পাথুরে জমিনে কিছুক্ষণের জন্য ওদের ট্রেইল হারিয়ে গেছে। এর বেশি কিছু আশা করবার উপায় নেই।

পানির কথা উচ্চারণ করছে না কেউ। ভাবতেও চাইছে না। কিন্তু ওই একটা চিন্তাই শুধু পাক খাচ্ছে মনের ভিতরে। তৃষ্ণায় যেন ফেটে যাবে গলা। বুক শুকিয়ে খাঁ-খাঁ করছে।

হঠাৎ লিনিয়া বলে উঠল, 'ওই যে! আমার মনে হয় ওখানে!'

পাথরের মাঝখানে তিনটে আঙুলের মতো পাশাপাশি দাঁড়ানো সাগুয়ারো ক্যাকটাস দেখাল ও।

পানির লোভে ছুটে গেল না কেউ। প্রত্যেকের মনেই হতাশ

হওয়ার ভয় কাজ করছে স্পীডিকে ছেড়ে পাথুরে জমিতে উঠল বেনন। মৌমাছির গুঞ্জন শুনতে পেল। আওয়াজ লক্ষ্য করে বামদিকে তাকাল। লাভায় পা পিছলে গেল ওর, পড়বার সময় হাতের ভর দিয়ে সামলাতে চেষ্টা করল নিজেকে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল আবার, বোকার মতো তাকিয়ে থাকল ছড়ে যাওয়া তালুর দিকে। রক্ত ঝরছে।

একটা পাথর ধরে বাঁক ঘুরল ও, সামনে দেখতে পেল অগভীর পানির একটা চওড়া ডোবা। একধারে একটা ট্রেইল, সেখানে সমতল বালির সৈকত মিশেছে পানির কিনারায়। কিছুটা দূরে ডোবার কাকচক্ষু সুপেয় পানি অনেক গভীর।

স্পীডির কাছে ফিরে এলো বেনন, নিজের গলা অপরিচিত মনে হলো ওর কাছে। 'পানি আছে ওখানে। ঘোড়া আর আমাদের জন্যে যথেষ্টরও বেশি।'

ঘোড়াগুলোকে সহজে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখাল ও। পানির পট নিয়ে গিয়ে ভরল ওটা, রেখে দিল একটা পাথরের আড়ালে। ওখানে সূর্যের আলো পটের নাগাল পাবে না। অন্যরা পৌঁছে দেখল উপুড় হয়ে পানি খাচ্ছে বেনন।

'ঘোড়া আটকাও,' টাইসনকে নির্দেশ দিল মিনডো ওরা ঘোলা করবার আগে আমরা খাবো।'

পানি খাওয়ার আগে ক্যান্টিন ভরে নিল মিনডো। লিনিয়া পানিতে চুমুক দিয়েছে। চারপাশে নজর বুলাল বেনন। ভাল একটা আশ্রয় নিরাপদ। সতর্ক পাহারা রাখলে এখানে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব বিকেলের রোদের হাত থেকে বাঁচবার মতো ছায়াও আছে। 'এখানেই আজকে ক্যাম্প করব আমরা,' বলল বেনন।

জবাব দেওয়ার আগে একবার টাইসনকে দেখল লোনি মিনডো, তারপর বলল, 'সেটাই ভাল। এর চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর পাব কি না সন্দেহ।'

পানি খাওয়াল ওরা ঘোড়াগুলোকে। ব্যাসল্টের কার্নিসের নীচে ছায়ায় বাঁধা হলো ওগুলোকে প্রচুর বিশ্রাম দরকার জন্তুগুলোর। ওদেরও।

'শুকনো কাঠের অভাব নেই,' বলল মিনডো। 'ধোঁয়া হবে না আগুন জ্বাললে।'

নীরবে সায় দিল বেনন।

পশ্চিম দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে বালির ঢিবির সেই ভয়ঙ্কর বিস্তার। অন্তত পাঁচ মাইল হবে চওড়ায়, ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে গিয়ে শেষ হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে দেখা যাচ্ছে সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কা পর্বতের একটা শিরা, অনেক খানি বালিচাপা পড়ে গেছে।

বালির ঢিবিগুলোর দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল বেনন। ভাবতেই খারাপ লেগে উঠছে যে আগামীকাল ওটা পার হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। পরিশ্রান্ত ওরা সবাই, ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। ঘোড়াগুলোও সাধ্যের অতীত করেছে। উত্তাপ এবং তৃষ্ণা বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে সবার। টিকে থাকবার শক্তি ক্ষয় করে দিয়েছে। তার ওপর কিছু দূরে কোথাও আছে খুনে ইন্ডিয়ানরা

মন কেন যেন বলছে আপাতত ইয়াকিদের খসাতে পেরেছে ওরা। ভাগ্যের সহায়তা ছাড়া আর কী! ইন্ডিয়ানরা সম্ভবত অন্যদিকে খুঁজছে ওদের তবে তার মানে এই নয় যে কয়েক ঘণ্টার বেশি ইয়াকিদের ফাঁকি দেওয়া যাবে। ওদের ট্র্যাক খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে তারা ইতিমধ্যেই।

ঘোড়া বা মানুষের কোন চিহ্ন নেই আশেপাশে। তার মানে ইয়াকিরা হয় জায়গাটা চেনে না, অথবা আসে না এদিকে। হয়তো বছরের এই সময় ডোবাটা শুকনো থাকে। কিন্তু তা হলেও কোনও না কোনও চিহ্ন থাকতোই। একটা বিগ হর্নের ছাপ দেখেছে ও, আরেকটা দাগ ছিল সাইডওয়াইন্ডার সাপের।

বালির ঢিবির দিকে তাকিয়ে আছে বেনন, কিন্তু লোনি মিনডো

আর টাইরেল টাইসনের দিক থেকে নজর পুরোপুরি সরাচ্ছে না। সতর্কতা আরও বাড়াতে হবে এখন থেকে। দু'জনের কেউই চাইবে না ওর সঙ্গে সোনা ভাগ করতে। ইন্ডিয়ানদের আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হলেই আর সময় দেবে না লোকগুলো ওকে।

লিনিয়া রেমেন্ড ওর পাশে এসে দাঁড়াল। ঠোঁট ফেটে গেছে মেয়েটার। চোয়ালের চামড়া লাল হয়ে গেছে রোদে পুড়ে। তবে তাতে সৌন্দর্য বিন্দুমাত্র কমেনি লিনিয়ার।

'এসময় মরুভূমি দেখতে বড় সুন্দর লাগে,' পশ্চিমে চোখ বুলিয়ে বলল লিনিয়া। 'ছায়াগুলো যখন বড় হয়, তারপর আসে রাতের ঠাণ্ডা। খুব প্রশান্তি নিয়ে আসে মনে, তাই না, জনসন?'

'যতোটা পারো প্রশান্তি অনুভব করে নাও,' মৃদু হাসল বেনন। 'আগামীকালটা সবচেয়ে কষ্টকর হবে।'

'জানি,' নিচু গলায় বলল লিনিয়া। 'মনে আছে আমার ওই এলাকার কথা।'

'অবাক লাগে ভাবতে যে মারা যাওনি তুমি। খুব কষ্টকর যাত্রা ছিল নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ আমার পরিবারকে হারাই তখন। জাহাজডুবিতে মারা গিয়েছিলেন বাবা-মা।' বেননের দিকে চোখ তুলে তাকাল লিনিয়া। 'আমি এটাও জানি না যে আসলে আমি কে, কোথেকে এসেছি।'

'ডীন স্ট্যাফোর্ড তোমাদের নিয়ে মরু পাড়ি দিয়েছিল,' বলল বেনন। 'পাঁচজন নিয়ে রওনা দেয়। পার হতে পেরেছিল তুমি সহ তিনজন। এসব অনেক আগের কথা। পত্রিকায় পড়েছিলাম।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল বেনন, তারপর বলল, 'বুঝলাম না তুমি কেন আবার ফিরে এলে।'

'একা মানুষ আমি। কিন্তু একা থাকতে চাইনি। একটা...একটা জিনিস খুঁজে পেতে চাই। জিনিসটা ফেলে চলে যেতে হয়েছিল।'

'অনেক কিছুই তুমি হারিয়েছ এখানে,' বলল বেনন। 'বাবা, মা, নিজের পরিচয়। কিন্তু যা হারিয়েছ তা কি আর ফিরে পাওয়া সম্ভব? বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে।'

'হয়তো হয়নি।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে লিনিয়াকে দেখল বেনন।

'একটা বাক্স,' নিচু গলায় বলল লিনিয়া। 'একটা বাক্স ফেলে গিয়েছিলাম আমি।'

'বাক্স?'

'হ্যাঁ। সামান্য জিনিস, অন্যের কাছে, কিন্তু আমার কাছে দামি। আমার মা'র কিছু জিনিস ছিল ওটায়। কয়েকটা চিঠি, কিছু ছবি। ওগুলো আমার দরকার। নিজের বলে ওগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই আমার।

'এতো ছোট ছিলাম যে বাবা-মা'র চেহারা মনে পড়ে না। এখন যদি তাঁদের ছবি দেখতে পেতাম, তাঁদের লেখা চিঠি পড়তে পারতাম, তা হলে মনে হতো তাঁরা যেন আমার সঙ্গেই আছেন। ছোট বেলা থেকে এই একই কথা মনের ভেতরে ঘোরে আমার।'

'সেজন্যেই এখানে আসবার এতো বড় ঝুঁকিটা নিয়েছ?'

'জানি তুমি কী ভাবছ। সবাই এমনই ভাববে। মনে করবে বোকামি করেছি আমি। কিন্তু আমার দিক থেকে ভেবে দেখো, নিজের বলে সত্যিকার অর্থে কেউ নেই আমার। আমার পালক বাবা-মা ভাল আচরণ করতেন, মারা গেছেন তাঁরা। তাঁদের রেখে যাওয়া টাকায় পড়ালেখা শেষ করেছি আমি। কিন্তু কখনোই বাক্সটার কথা ভুলতে পারিনি। আসতেই হতো আমাকে। ওই বাক্সটা আমার চাই।'

'জানতাম না কেন এসেছ,' একটু দ্বিধা করে বলল বেনন। 'সত্যি মনে করো কাজটা ঠিক করেছ? যদি পরে দেখো বাবা-মাকে যেমন গড়েছিলে কল্পনায় তেমনটা তাঁরা ছিলেন না? কখনও কখনও কল্পনা সত্যির চেয়ে স্বস্তিদায়ক।'

দু'দশটা খুন করার দরকার পড়ে তা হলে হাসতে হাসতে করবে সে। তারপর যদি জানে যে লিনিয়ার খবর ভাল নয়, তা হলে এমিলিও স্বাভাবিক ভাবেই ভাববে অ্যাবেগেইলকে এমন কিছু পাঠানো দরকার যাতে বন্ধুত্বের নিদর্শন প্রকাশ পায়। আগেও পাঠিয়েছে সে। করোটি, তবে চামড়াটা পাঠায় আলাদা।'

'ভয় পাই মনে করেছ?' ভ্রূ কুঁচকে বেননকে দেখল টাইসন।

'আমি পাই,' শুকনো গলায় বলল লোনি মিনডো। 'দোজখের শয়তানকেও নিষ্ঠুরতায় হার মানায় ওই এমিলিও কোস্টারলিটয্কি।'

নীরবতা নামল ওদের মাঝে। টাইসন আর মিনডো, দু'জনই চলে গেল ওয়াটার হোলের কাছে।

শুকনো ঝোপ আর কাঠের অভাব নেই, পড়ে আছে ওয়াটার হোলের কাছেই। আগুন জ্বাললে ধোঁয়া হবে না। তা ছাড়া চারপাশের উঁচু পাথরের কারণে রাতের বেলাতেও আগুন দেখা যাবে না। চমৎকার জমল কফি। অ্যাবেগেইল কার্লটনের দোকান থেকে কেনা গরুর জার্কি শেষ করল ওরা তৃপ্তির সঙ্গে।

আগুনের কাছ থেকে বেশ দূরে বসেছে বেনন, নীরবে খাচ্ছে, কান পেতে রেখেছে বেসিনের বাইরে অস্বাভাবিক কোন আওয়াজ হয় কি না শুনতে ইন্ডিয়ানরা যদি ওদের হারিয়ে ফেলেও থাকে, তবু সেটা বেশিক্ষণের জন্য নয়। আগে হোক পরে হোক লড়ে পথ করে নিতেই হবে ওদের, এর অন্যথা হওয়ার উপায় নেই।

'ঘোড়াগুলোকে খাওয়াতে হবে,' বলল মিনডো। 'বেসিনের বাইরে মেসকিট দেখেছি।'

'ঘাসও আছে,' জানাল লিনিয়া।

খাওয়া দরকার জন্তুগুলোর। গত কয়েকদিন মানুষ এবং ঘোড়ার ওপর খুব অত্যাচার গেছে। তবে মানুষ যেটা সহ্য করতে পারে সেটা ঘোড়ার পক্ষে সম্ভব নয়, সুযোগ যখন আছে তখন ওগুলোকে চরে খাওয়ার সুযোগ করে দেওয়াই উচিত।

ঘোড়া নিয়ে গেল টাইসন, মেসকিটের ধারে গ্যালেটা ঘাসের মধ্যে বেঁধে রাখল। সতর্ক চোখে লোকটাকে ফিরে আসতে দেখল বেনন। হঠাৎ আড়াল থেকে গুলি খাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই ওর। টাইসনকে অত্যন্ত নীচ লোক বলে মনে হয়েছে ওর। সামনাসামনি লড়বার সাহস থাকলেও তা না-ও করতে পারে লোকটা। হয়তো স্রেফ মজা পাওয়ার জন্যই পেছন থেকে গুলি করে বসবে।

টাইসন ফিরে আসবার পরে লিনিয়ার কথা ভাবল বেনন। বাক্সে কী আছে? শুধুই লিনিয়া যা বলেছে তা-ই? গুপ্তধন? সম্ভাবনা কম। লিনিয়ার ফিরে আসবার কারণটা যতো অযৌক্তিকই মনে হোক না কেন, আবেগ মানুষকে দিয়ে অনেক অদ্ভুত কাজই করায়। এখন যে যুগ পড়েছে তাতে বংশ পরিচয়হীন, অতীতহীন, কপর্দকশূন্য একটা মেয়ের ভদ্রভাবে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। ভাল কোথাও চাকরি পেতে হলে যেসব তথ্য দিতেই হবে সেগুলো লিনিয়ার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিমে পুরুষমানুষের ব্যাপারে এসব ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা অলিখিত ভাবে নিষিদ্ধ, কিন্তু মেয়েদের ঠিকই জিজ্ঞেস করা হয়।

বাক্সটা পেলে হয়তো কিছু প্রশ্নের জবাব পাবে লিনিয়া। মেয়েটার সাহসের প্রশংসা না করে পারল না বেনন। খুব কম মহিলাই এই ভয়ঙ্কর মরু পাড়ি দেওয়ার দুঃসাহস রাখে।

পশ্চিমে তাকিয়ে বহুদূরে একটা নীল রেখা দেখতে পেল বেনন। ওটা ব্যাজা ক্যালিফোর্নিয়ার পর্বতশ্রেণী, উপসাগরকে আলাদা করেছে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ওগুলোর পেছনে এখন ডুবে যাচ্ছে সূর্য, রেখে যাচ্ছে তুলির আঁচড়ে নানা বর্ণে রাঙা আকাশ। মরুতে শীতলতা নামতে শুরু করেছে। পাথরের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে আরাম করে বসল বেনন, কনুইয়ের ভর দিল স্যাডলে। ক্লান্তি লাগছে ওর...খুবই ক্লান্ত ও।

আরেক কাপ কফি হলে ভাল হতো, কিন্তু উঠে নিয়ে নিতে ইচ্ছে করল না। কয়েক মিনিট চুপচাপ কফিপটের দিকে তাকিয়ে

থাকল, মনে মনে হিসাব কষছে কফি খাওয়ার ইচ্ছে আর ক্লান্তি কোনটাকে গুরুত্ব দেবে। আগামীকাল তরলটুকু সামান্য হলেও কাজে দেবে মনে আসায় কফিরই জয় হলো।

উঠতে শুরু করল ও, আর ঠিক তখনই যেখানে ওর মাথা ছিল তার পেছনের পাথরে আঘাত হানল বুলেট। পাথরের কুচি ঘাড়ে ছিটে এসে লাগল। এক পাশে লাফ দিয়ে পড়ল বেনন, একই সঙ্গে বের করে আনল সিক্সগান, আবছা ভাবে এক ইন্ডিয়ানের চেহারা দেখতে পেল। গুলি করল। লাগল না। পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে লোকটা।

উঠে দাঁড়িয়ে পাথরের মাঝ দিয়ে দৌড় দিল বেনন, শুনতে পেল ইন্ডিয়ান চিৎকার জুড়েছে। ঘোড়াগুলোকে ভয় পাইয়ে স্ট্যাম্পিড করাতে চাইছে! এক মুহূর্তের জন্য লোকটাকে আবার দেখতে পেল। গুলি করতে দেরি করল না।

দিনের আলো নেই বললেই চলে। ইন্ডিয়ান অন্তত ষাট গজ দূরে। কিন্তু ঠিকই মাথায় গাঁথল বুলেট। টুঁ শব্দ করবার আগেই মারা গেল লোকটা। কাটা কলাগাছের মতো ধড়াস করে পড়ল মৃতদেহ।

বেননের কনুইয়ের কাছ থেকে লোনি মিনডো বলে উঠল, ‘দারুণ শুটিং! জানতাম না তোমার তাক এতোটা ভাল!’

‘কপালের জোর,’ ঠোঁট বাঁকা করে হাসল টাইসন। ‘ঝড়ে বক মরেছে।’

‘পরীক্ষা করে দেখতে চাইলে ঝুঁকি নিতে হবে তোমাকে,’ শুকনো গলায় জানাল বেনন।

টাইসনের হাতেও উদ্যত অস্ত্র। বাঁকা হাসিটা আরও চওড়া হলো তার। ‘সময় আসুক। যখন আসবে তখন টেরও পাবে না তিনহাত মাটি কখন বরাদ্দ হয়ে গেছে।’

‘এসব বাদ দাও,’ মাঝখান থেকে বলল মিনডো। ‘ইনজুনের কী হবে? কবর দেব?’

'পরে,' পা বাড়াল বেনন। 'আগে ঘোড়াগুলো এক জায়গায় বাঁধতে হবে

'দরকার কী,' আপত্তির সুরে বলল মিনডো। 'ওগুলোর যা অবস্থা তাতে বেশিদূরে যাবে না। তা ছাড়া পানি আছে এখানে।' একটু থেমে বলল, 'ওই ইনজুন বোধহয় স্কাউট ছিল। চেয়েছিল ঘোড়া তাড়িয়ে আমাদের আটকে ফেলতে তারপর ধোঁয়ার সিগনাল পাঠিয়ে দলের লোকদের আসতে সঙ্কেত দিত।'

সায় দিল বেনন। 'আমারও তা-ই ধারণা।'

'তো?' ভ্রূ কুঁচকে পালা করে দু'জনকে দেখল টাইসন।

'ধোঁয়ার সিগনাল দেব আমরাও,' বলল বেনন। 'এমন এক জায়গা থেকে যেখানে আমরা নেই।' আঙুল তুলে দূরের একটা টিলা দেখাল বেনন। 'ওদিকে কোথাও থেকে।'

'যদি কাজ হয়,' বলল টাইসন, 'তা হলে অন্তত পাঁচ-দশ মাইল এগিয়ে যেতে পারব আমরা।' একটু ইতস্তত করল সে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সিগনাল দিতে যাবে কে?'

'তা ছাড়া ওখান থেকেই কেন?' জিজ্ঞেস করল মিনডো। 'ওরা বিশ্বাস করবে কেন যে ওখানে আছি আমরা?'

'ওটাই উপকূলে যাবার সেরা পথ। ওখান থেকে সঙ্কেত পেলে বিশ্বাস করবে ইন্ডিয়ানরা।'

'কাজ হতে পারে,' নিচু গলায় মতামত প্রকাশ করল মিনডো। 'চেষ্টা করে দেখা দরকার।'

'ঠিক আছে, মিনডো,' বদমায়েসির হাসি টাইসনের ঠোঁটে। 'খুব উৎসাহ দেখছি তোমার! তুমিই বরং যাও সঙ্কেত দিতে।'

'একা?'

'কেন, ভয় করছে?'

'বললে মিথ্যে বলা হবে না,' গম্ভীর লোনি মিনডোর চেহারা। 'প্রায় তোমার সমানই ভয় পাচ্ছি। ওরা মারার আগে অত্যাচারের চূড়ান্ত করবে। তা ছাড়া পথ হারাতে পারি। জায়গাটা আমি চিনি

না।'

'আমি যাব,' শান্ত গলায় জানাল নির্বিকার বেনন।

'তা হলে দেরি না করে রওনা হয়ে যাও, কপালের পাশে হাত তুলে স্যালুটের ভঙ্গি করল টাইসন। 'ইন্ডিয়ানরা সঙ্কেতের অপেক্ষায় আছে।'

স্পীডির কাছে চলে গেল বেনন, দড়ি খুলে বেসিনে নিয়ে এসে স্যাডল চাপাল পিঠে। সিঞ্চ টাইট করতে করতে পরিস্থিতি বিচার করে দেখল ফস্কা বালির ঢিবিগুলো পার হলেই সৈকত, ও-পর্যন্ত যাওয়ার আগে নিজেদের মধ্যে গানফাইট হোক তা চায় না ও। কিন্তু যখন ও জানাবে সোনার কয়েন ফিরিয়ে দিতে হবে, তখন দোজখ নেমে আসবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

লিনিয়া এসে পাশে দাঁড়াল। 'যেয়ো না, জনসন

'কাউকে না কাউকে যেতেই হবে।'

'মিনডো অথবা টাইসন যাচ্ছে না কেন?'

'সোনা ফেলে যেতে পারছে না। পরস্পরকে ততোটা বিশ্বাস করে না ওরা।'

চুপ করে থাকল লিনিয়া। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি চলে গেলে অসহায় লাগবে আমার।'

'যতো দ্রুত সম্ভব ফিরতে চেষ্টা করব আমি।' আর কথা হলো না, ট্রেইল ধরে স্পীডিকে নিয়ে বেসিন থেকে বেরিয়ে এলো বেনন। পায়ে হেঁটে অনুসরণ করল ওকে লোনি মিনডো আর টাইসন। তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে লিনিয়া। বেনন জানে না, ওর জন্য অন্তর থেকে প্রার্থনা করছে মেয়েটা।

'এরপর কোনদিকে যাব আমরা?' জিজ্ঞেস করল মিনডো।

ঘাড় ফেরাল বেনন। 'পশ্চিমে। বামদিকে সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কা রেখে এগিয়ে যাব। উত্তরে আধমাইল দূরে থেকো পশ্চিমে যেতে যেতে পিনাকেট আর সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কার মাঝখান দিয়ে যাবে। অ্যাডায়ার উপসাগরে পৌঁছুতে কোন সমস্যা হবার কথা নয়।'

'পানির কী হবে?' জিজ্ঞেস করল টাইসন। 'উপকূলে পৌঁছানোর পরে?'

মৃদু হাসল বেনন। 'ঝর্না আছে কয়েকটা। ওয়াটার হোলও আছে কয়েকটা বিষাক্ত, তবে ভাল পানিও পাওয়া যায় কোনও কোনওটায়। আমার আগেই যদি পৌঁছে যাও তোমরা, তা হলে অপেক্ষা কোরো। আমি ঠিকই আসব।'

'আর তোমার কী হবে?' জিজ্ঞেস করল লিনিয়া।

'আমার? পিনাকেটের পশ্চিম দিয়ে কয়েক মাইল এগোব আমি, তারপর ফিরে আসব এখানে। পানি খুব বেশি লাগবে না আমার।'

স্পীডির রাশে ঝাঁকি দিয়ে সামনে বাড়ল বেনন, শান্ত গলায় বলল, 'অ্যাডিয়োস।'

আগুনের কাছে ফিরে গেল লিনিয়া, চোখ মুছছে ঘনঘন।

টাইরেল টাইসন হাসি চেপে রাখতে পারছে না। সন্দেহের চোখে তাকে দেখল লোনি মিনডো। 'এতো হাসির কী আছে?'

'কথা শুনেছ?...বলে কী! পানির জন্যে এখানে ফিরবে! ও যখন আসবে তখন এখানে পানি থাকলে তো!'

'শুকিয়ে ফেলবে ডোবাটা?'

'ঘোড়াগুলোই বেশিরভাগ পানি গিলে নেবে। বাকিটা কেচে তুলে নিয়ে ফেলে দেব। মনে হচ্ছে রে জনসনের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা হলো আমাদের!'

চিন্তিত চেহারায় অদৃশ্যমান আরোহীকে দেখল লোনি মিনডো, তারপর সামান্য দ্বিধাজড়িত স্বরে বলল, 'তা-ই তো মনে হচ্ছে।'

লিনিয়া জানল না, টাইরেল টাইসন আর লোনি মিনডোর হাতের অসহায় পুতুল হয়ে যেতে হচ্ছে ওকে।

দশ

প্রথমে পশ্চিমে এগোল বেনন, তারপর বাঁক নিয়ে রওনা হলো উত্তরে। ওয়াটার হোল ছেড়ে আসবার পর থেকেই ওর মন বলছে অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে। ধারণাটা মিথ্যেও হতে পারে। বিরান মরুভূমি অনেক সময় মনের ওপরে অদ্ভুত প্রভাব ফেলে। নিজেকে খুব অরক্ষিত মনে হচ্ছে ওর। চারপাশে আড়াল বলতে কিছু নেই। অনেক দূর থেকেও দেখা যাবে ওকে।

কনুইয়ের ভাঁজে উইনচেস্টারটা রেখেছে ও, দু'চোখ সর্বক্ষণ ব্যস্ত। লাভার শিরায় প্রতিটা খাঁজ-ভাঁজ গর্ত কিছুই নজর এড়াচ্ছে না। জমিতে ট্র্যাক আছে কি না সেটাও দেখতে হচ্ছে।

প্রথম চিহ্নটা এমন কিছু নয় যে সাধারণ কেউ খেয়াল করবে। হাতের মুঠোর সমান একটা কালো পাথর, যেখানে এতোকাল ছিল সেখান থেকে খসে গেছে। মরুর পাথরের ওপর অংশটা আবহাওয়ার অত্যাচারে মসৃণ হয়, কিন্তু এটার মসৃণ অংশ এখন অর্ধেকটা ডুবে আছে বালিতে। কোন মানুষ বা জন্তুর পায়ের আঘাতে জায়গা থেকে সরে গেছে পাথরটা। কেউ বা কিছু গেছে এদিক দিয়ে। আরও সতর্ক হয়ে উঠল বেনন।

চয়ার ঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল ও। বিরাট একটা সাগুয়ারোর ছায়ায় কিছুক্ষণ থামল বিশ্রাম নিতে, তারপর রওনা হলো আবার। যেখান থেকে ধোঁয়ার সঙ্কেত দেবে ঠিক করেছে সে-জায়গাটা আর খুব বেশি দূরে নেই

সকাল হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। তার মানে লোনি মিনড়ো, টাইরেল টাইসন আর লিনিয়া এখন বালির ঢিবির ভিতর দিয়ে সৈকতের দিকে এগিয়ে চলেছে। ওটা এমন এক অঞ্চল যে প্রতি পদক্ষেপে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যেতে পারে বালিতে। দু'কদম এগোলে পিছাতে হতে পারে এক কদম। আরোহী থাকলে ঘোড়ার পেট পর্যন্ত ডুবে যাওয়া স্বাভাবিক। একবার ওখানে ঢুকে গেলে ঢিবিগুলোর কারণে পিনাকেট দেখতে পাবে না তারা আর। তার মানে পথের চিহ্ন হারাবে। যদি সাবধান না থাকে তা হলে ওখানেই ঘুরপাক খেতে হবে, পথ খুঁজে কোথাও যাওয়া আর হয়ে উঠবে না। এক সময় মরতে হবে প্রচণ্ড উত্তাপ আর তৃষ্ণায়।

ডানদিকে পাহাড়ের গোড়ায় মেসকিটের ঝোপ চোখে পড়ল ওর। আট-দশটা গাছ। একটা সাগুয়ারোও আছে। আর আছে কিছু চয়া। মেসকিটের ধারে স্পীডিকে রেখে যাওয়া যাবে।

স্পীডির অবস্থা দলের অন্য ঘোড়াগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল। হাড়জিরজিরে শরীরে এখনও যথেষ্ট শক্তি রাখে। সাধারণ ঘোড়া যখন পরিশ্রমে ফুসফুস ফেটে মারা যাবে তখনও আরও বেশ কয়েক মাইল প্রভুকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে ও।

মেসকিটের ঝোপে ঢুকে স্পীডির পিঠ থেকে নামল বেনন। সবুজ পাতা খেতে পারবে স্পীডি, বীচিও আছে। রাইফেল হাতে ঝোপের ভেতর থেকে বের হলো ও, পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে উঠতে শুরু করল।

কয়েকশো গজ দূরে ঘোড়া থামাল এক ইয়াকি, কিছুক্ষণ চারপাশ দেখল, তারপর পিছলে নামল ঘোড়া থেকে। ঘোড়াটা বেঁধে একটা শিকারের ট্রেইল ধরে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল। কোথায় ট্রেইল আছে জানে সে, অপেক্ষা করছিল সে যা ভেবেছে বেনন তা করবে কি না দেখবার জন্য। এখন চলেছে সে পাহাড়ের চুড়ো লক্ষ্য করে। পরিচিত ট্রেইল ধরে এগোনোয় সহজেই সে সাদামানুষের চেয়ে দ্রুত এবং সহজে পৌঁছে যেতে

পারবে চুড়োয়।

আগ্রহে চোখ চকচক করছে ইন্ডিয়ানের। এই লোকটার কথাই বলেছিল হ্যাকার। এর নতুন বুট জুতোই হ্যাকারের দরকার। পানির উৎস চেনে এই লোক, হ্যাকার বলেছে লোকটা ভাল যোদ্ধাও। এই লোকের লাশটা নিয়ে গেলে সবার কাছে শিকারী হিসেবে সম্মান বাড়বে তার।

মনে কোন সন্দেহ নেই তার সাদামানুষ পায়ে পায়ে নিজের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

চুড়োয় পৌঁছে গেল বেনন। দক্ষিণে একটা বুনো ট্রেইল দেখে বুঝল অনেক কম পরিশ্রমে উঠে আসতে পারত যদি আগে থেকে ওটা চেনা থাকত। চূড়োয় কয়েকটা চয়া ঝোপ জন্মেছে। আছে একটা অর্ধমৃত প্যালো ভারডে আর মরা ক্যাকটাসের কয়েকটা শুকনো ডালপালা।

ওগুলো জোগাড় করে ম্যাচের কাঠি জ্বেলে আগুন ধরাল বেনন। হালকা বাতাসে নিভে গেল কাঠি। একটা পাথরে উইনচেস্টার রাইফেলটা ঠেকা দিয়ে পুবদিকে তাকাল বেনন। ওদিকটায় পাহাড়ের নীচে লাভার স্তর দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে মরুর বালির টিবির ওপারে বহুদূরে চিকচিক করছে উপসাগরের নীল পানি। আরেকটা কাঠি জ্বালল। এবার দ্রুত ধরল শুকনো ডালের আগুন। কেমন যেন অস্বস্তি লেগে উঠল ওর। ও যেন এখানে একা নয়।

পেছনের পাথরের মাঝে কী যেন হালকা ঘষা খেল আস্তে করে ঘুরল বেনন, একটা শুকনো ডাল তুলে নেওয়ার উছিলায় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। সমতল একটা পাথরের ওপরে উঠে ওর দিকে তাকিয়ে আছে একটা গিরগিটি। একচুল না নড়ে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল বেনন। আওয়াজটা কি গিরগিটিই করেছে? হঠাৎ চট করে মাথা তুলে আরেকদিকে তাকাল সরীসৃপ, তারপর বিদ্যুদ্বেগে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রথমে ধোঁয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আগুনে আরও শুকনো ডাল দিল বেনন। কান খাড়া করে রেখেছে। পেছনে সামান্য খসখস আওয়াজটা পেতেই ঝাঁপ দিল এক পাশে।

ঠিক যেখানে ও ছিল সেখানে কুঠারের কোপ মারল ইয়াকি ইন্ডিয়ান। ততোক্ষণে শরীর গড়িয়ে চিত হয়ে গেছে বেনন, দু'পা দিয়ে লাথি মারল লোকটার কব্জি লক্ষ্য করে। টলমল পায়ে পিছু হটল লোকটা। হাত থেকে কুঠার ছেড়ে দিয়েছে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল বেনন। কোমর থেকে দীর্ঘ ছোরাটা টেনে বের করল ইয়াকি। ঠোঁটে ঝুলে আছে ভয়ঙ্কর শীতল একটুকরো হাসি।

খোঁচা মারবার ভঙ্গিতে বেননের পেট লক্ষ্য করে ছোরা চালাল ইন্ডিয়ান। চট করে সরে গেল বেনন, হাতের ঝাপটায় লোকটার ছোরা ধরা হাত একপাশে সরিয়ে দিল। একই সঙ্গে লাথি চালিয়েছে ও। ইয়াকির অণ্ডকোষে লাগল বুটের ডগা। কুঁজো হয়ে গেল লোকটা। হাত থেকে ছোরাটা পড়ে গেল। তাকে জড়িয়ে ধরল বেনন। কিন্তু ভীষণ পিছলা গা লোকটার, সাপের মতো মোচড় দিয়ে নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে পিছিয়ে গেল। এতো দ্রুত সামলে নিয়েছে যে বেননের মনে হলো ব্যাটার অণ্ডকোষ বোধহয় পাথর দিয়ে তৈরি। সামনে বাড়ল ইয়াকি। এক পাশে সরে যাওয়ার ভঙ্গি করে ধোঁকা দিল বেনন, তারপর ডানহাতে দড়াম করে ঘুসি মেরে বসল চোয়াল লক্ষ্য করে।

থমকে গেছে ইয়াকি। আঘাত হানতে বেশি ব্যস্ত থাকায় মিস করল বেনন, ঝাঁকিটা সামলাতে না পেরে ইন্ডিয়ানকে জড়িয়ে ধরল দু'জনই জমিতে পড়ে গেল ওরা। বেননের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত ইয়াকি যোদ্ধা। চট করে গলা টিপে ধরল সে বুকের ওপরে উঠে। দু'হাঁটু দিয়ে বেননের দু'হাত আটকে রেখেছে জমিতে।

পা বাঁকা করে লোকটার গলা দু'গোড়ালি দিয়ে আটকাল বেনন, তারপর ঝাঁকুনি দিল গায়ের জোরে। ছিটকে গেল ইয়াকি।

বুট জুতোর ধারাল স্পার কেটে দিল লোকটার গাল, গলা আর ঘাড়।

হুড়মুড় করে উঠল বেনন, চামড়া ছিলে যাওয়ায় জ্বলছে গলা। দু'পা বাড়বার আগেই লাফ দিয়ে ধনুকের ছিলার মতো ঝটকা খেয়ে উঠে পড়ল ইন্ডিয়ান, চট করে ছোরাটা তুলে নিল মাটি থেকে, তারপর পায়ে পায়ে আবার এগোল বেননের দিকে। শেষ মুহূর্তে ছোরা চালাল শত্রুর বুক বরাবর এক পাশে সরে গেল বেনন, কিন্তু তার আগেই ওর শার্টের হাতা ছিঁড়ে ফালাফালা। রক্ত দেখল কব্জিতে। মাথা ঠাণ্ডা করে কতোটা সুযোগ পাবে বুঝতে চেষ্টা করল। সিক্সগান ব্যবহার করতে সাহস পাচ্ছে না। অন্যান্য ইন্ডিয়ানরা কাছেই কোথাও থাকতে পারে। ওর নিজের বাউই নাইফটা বেল্টেই আছে, কিন্তু চামড়ার ফিতে খুলতে হবে ওটা বের করতে হলে। ফিতে হাতড়াতে শুরু করল ও, চোখ সরাচ্ছে না অগ্রসরমান সাক্ষাৎ মৃত্যুর ওপর থেকে।

আবার ছোরা চালাল ইন্ডিয়ান পোঁচের ভঙ্গিতে। লাগাতে পেরেছে। বেননের শার্টের সামনের অংশ চিরে গেল। বুক জ্বলে উঠতে বুঝতে পারল চামড়া দু'ফাঁক হয়ে গেছে। কিন্তু পোঁচ মারতে গিয়ে এক পাশে ঘুরে গেছে ইন্ডিয়ান যোদ্ধা। লোকটার হাঁটুতে গায়ের জোরে লাথি মারল বেনন। ইয়াকি সামলে নেওয়ার আগেই এগোল দ্রুত, লোকটাকে মাথার ওপরে তুলে ছুঁড়ে দিল একটা চয়ার ঝোপের ভিতরে।

বিকট চিৎকার করে উঠল লোকটা। হাত-পা ছুঁড়ে বের হতে চেষ্টা করছে। কিন্তু যতোই নড়ছে ততোই ভেঙে গেঁথে যাচ্ছে চয়ার কাঁটা ভরা জোড়া। ঝটকাঝটকি করতে গিয়ে আরও ফেঁসে গেছে লোকটা। নিজের ভাষায় হড়বড় করে কী যেন বলছে। বোধহয় বাপ-দাদার নাম স্মরণ করছে। পিছিয়ে এসে রাইফেলটা তুলে নিল বেনন।

সরু একটা রেখা তৈরি করে আকাশে উঠছে ধোঁয়া। আরও

শুকনো ডাল আগুনে দিয়ে ক্ষতবিক্ষত ইন্ডিয়ান যোদ্ধার দিকে তাকাল বেনন। গম্ভীর চেহারায় বলল, 'যেমন কম্ম তেমন ফল., বুঝেছ? পারলে এবার বের হও নিজের চেষ্টায়!'

দেরি না করে পাথরের মাঝ দিয়ে দ্রুত পায়ে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল ও। বেশি দেরি নেই ইয়াকিরা এসে হাজির হওয়ার। কতোটা দূরে আছে কে জানে! ঝুঁকি নেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

পাহাড়ের শেষ তাকে এসে এক আরোহীকে দেখতে পেল ও। মেসকিটের ভেতর থেকে স্পীডিকে নিয়ে বের হয়ে আসছে লোকটা। চিনতে দেরি হলো না। টাইরেল টাইসন!

'টাইসন!' চিৎকার করল বেনন। 'টাইসন!'

ফিরে তাকাল আউট-ল, কিন্তু থামল না। কাঁধে রাইফেল তুলল বেনন, কিন্তু অ্যারোয়ো ধরে চোখের আড়ালে চলে গেছে টাইসন। আবার যখন তাকে দেখা গেল তখন রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে সে।

তিক্ত চেহারা হলো বেননের। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, এভাবে এখানে ঘোড়া ছাড়া ওকে ফেলে যাওয়ার মানে গুলি খরচ না করে খুন করে ফেলা। পানিও নেই ওর সঙ্গে। ইয়াকিরা কাছিয়ে আসছে। সরে যেতে হবে এখান থেকে। যে-করে হোক পানির কোন উৎস খুঁজে বের করতে হবে। পার হতে হবে দুর্গম বালি-ঢিবির রাজ্য। বাঁচতে হবে ওকে।

এই ভয়াল মরু ভাল করেই চেনে ও সেটাই এখন বুকের ভেতরে অদ্ভুত একটা অনুভূতির জন্ম দিচ্ছে। জেদ? হতে পারে জানা কথা, বাঁচবার সম্ভাবনা ওর নেই বললেই চলে। ফিরে যেতে হবে ডোবাটার কাছে। ওখানে ডোবায় পানি পাবে এতোটা আশা করে না ও। কিন্তু পানির পট লুকিয়ে রেখে এসেছে। ওটায় ওর তৃষ্ণা মেটাবার মতো পানি আছে ওটা যদি খুঁজে পেয়ে ভেঙে ফেলে টাইসন বা মিনডো? ঘোড়া নেই ওর সঙ্গে। থাকলেও

হয়তো লাভ হতো না কোন। পায়ে হাঁটতে হবে এখন ওকে। পানিটুকু যদি না পায়, তার মানে একটাই–নিশ্চিত মৃত্যু।

রওনা হতে হবে, তবু পা বাড়াল না বেনন। এখন থেকে প্রতিটা পদক্ষেপ সঠিক হতে হবে। হতেই হবে। ভাবনা-চিন্তা না করে এক পা এগোনো মানে অগ্রসরমান মৃত্যুর দিকে এক পা কাছিয়ে যাওয়া।

লোনি মিনডো ঢিবিগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে এগোবে। টাইরেল টাইসনকে ছাড়াই রওনা হবে সে লিনিয়াকে নিয়ে। টাইসন যখন তাদের নাগাল পাবে ততোক্ষণে বালির রাজ্যে ঢুকে পড়েছে তারা। চরম দুঃসময় শুরু হয়ে যাবে তার মানে। একবার ফস্কা বালির এলাকায় ঢুকবার পরে ঘোড়া খুব একটা কাজে আসবে না। ওগুলোকে নিয়ে এগোতে হলে সর্বক্ষণ তাগাদা দিতে হবে। ইন্ডিয়ানরা ধাওয়া করবে তাদের। ঢিবির রাজ্যে পায়ে হাঁটলে অশ্বারোহীর চেয়ে দ্রুত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে যে-কেউ।

কয়েক ঘণ্টা হয়ে গেছে পানি খায়নি বেনন। বুঝতে পারছে লোনি মিনডো আর লিনিয়া এখন যেখানে আছে সেখান থেকে সৈকতের কাছে আছে ও। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। বালির ঢিবিতে পথ হারালে মরতে হবে। এখন থেকে প্রতিটা মুহূর্ত এক চুল দূরত্বে থাকবে মৃত্যু।

পা বাড়াল বেনন, মেসকিট, সাগুয়ারো আর চয়ার মাঝ দিয়ে যাচ্ছে, সামান্য ছায়াও বাদ দিচ্ছে না। প্রথম কাজ পাহাড়ের কাছ থেকে সরে যাওয়া। ইয়াকিরা আসছে।

ধীর পায়ে হাঁটছে ও, ক্রমেই দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছে। সতর্ক হয়ে আছে, যতোটা সম্ভব। যদি বেঁচে থাকে তা হলে সামনে কোথাও হবে শেষ মোকাবিলা।

প্রথম ঘণ্টায় হাঁটতে খুব একটা কষ্ট হলো না। যথেষ্ট দ্রুত এগোতে পেরেছে ও। প্রায় আড়াই মাইল তো হবেই। পরের

একঘণ্টা কাটল আগ্নেয়শিলার ওপর দিয়ে। সোয়া এক মাইলও পেরোনো গেল না। বালির ঢিবির পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে ও। বারবার মনের ভেতরে লোভ জাগছে, সরাসরি বালির রাজ্যে ঢুকে পড়লেই হয়। চেষ্টা করে দেখা যায় সংক্ষিপ্ততম পথে সৈকতে পৌঁছুনোর। কোথাও কোথাও বালি শক্ত, জমাট বাঁধাও আছে। কিন্তু ঝুঁকিটা নেওয়া মোটেই উচিত হবে না। আগে পানি দরকার ওর।

মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। ঠোঁট ফেটে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। জিভটা মনে হচ্ছে শুকনো একটা কাঠি। হাঁটবার গতি আগের চেয়ে মন্থর। রিফ্লেক্স কমে গেছে। রাইফেলটা ফেলে দিয়ে ওজন কমাবার ইচ্ছে অনেক কষ্টে দমন করছে ও। এখনও পর্যন্ত কোন ইন্ডিয়ান চোখে পড়েনি।

সন্ধের সময় পানির সেই ডোবার কাছে ফিরে আসতে পারল। যা ভেবেছিল, চলে গেছে সবাই। মিথ্যে ভয় পায়নি, ওর পানির পট ভেঙে দিয়ে গেছে। টাইরেল টাইসন, তিক্ত মনে ভাবল বেনন। তলানিতে সামান্য পানি রয়ে গেছে এখনও। ওটুকুই তৃপ্তির সঙ্গে এক ঢোকে পান করল। ডোবায় এখন এক ফোঁটা পানিও নেই।

বুলেট দিয়ে ফুটো করা একটা ক্যান্টিন পেল ক্যাম্পে। হঠাৎ একটা কথা মনে হলো। ক্যান্টিনের গা থেকে খাপটা খুলে ফেলল শিশির জমবে ক্যান্টিনের ধাতব দেহে।

একবার ভাবল এগিয়ে যাবে যতোটা সম্ভব, কিন্তু পরে ঝুঁকির কথা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল, থামবে এখানে, বিশ্রাম নেবে। চুপচাপ শুয়ে ঘুমাতে চেষ্টা করল। সম্ভব নয়, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যেতে চাইছে। অনেকক্ষণ পরে মনে পড়ল, ডোবার তীরে বড়সড় একটা ব্যারেল ক্যাকটাসের গাছ দেখেছিল। ভাঙা লাভার ওপর দিয়ে সাবধানে এগিয়ে গেল ডোবার দিকে। আছে গাছটা। কাঁটা এড়িয়ে ক্যাকটাসের ডগা কেটে ফেলল ছোরা দিয়ে, ভেতরে

হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল ভেজা ভেজা শাঁস চিপতেই রস বের হলো। চেটে খেল বেনন। কিছুটা তিতে, তবে পানি আছে। অনেকক্ষণ ধরে শাঁস চিপে রস মুখে ঢালল, তারপর ফিরে এসে শুলো আবার। ঘুমিয়ে পড়তে পারল এবার।

ঘুমটা হঠাৎ করেই ভাঙল। প্রচণ্ড শীত করছে। হামাগুড়ি দিয়ে ক্যান্টিনের কাছে চলে গেল, ওটার গায়ে জমে থাকা শিশির চেটে খেল। যতো সামান্য পানিই হোক, বুকের ভেতরে খানিকটা হলেও শান্তি অনুভব করল।

সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কার ডোবাটার কথা মনে হলো। কপাল ভাল হলে ওখানে পানি পাওয়া যেতে পারে। এখনই যদি রওনা হওয়া যায় তা হলে হয়তো সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণের মধ্যেই ওখানে পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু সেখানেও যদি পানি না থাকে? তা হলে বাঁচবার একমাত্র উপায় উপকূলের দিকে হাঁটতে শুরু করা। কিন্তু ওখানে পৌঁছুতে পারবার সম্ভাবনা হাজারে এক ভাগও নয়।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যেতেই হাঁটতে শুরু করল ও। যন্ত্রের মতো নিয়মিত ছন্দে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। মনটা যেন অন্য কোথাও ব্যস্ত, কী রছে সে-ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন নয়। দক্ষিণ-পশ্চিমে দিগন্তের কাছে সিয়েরার কুৎসিত আকৃতি দেখতে পাচ্ছে। মনে হলো, স্পীডিকে হারাবার পরে খামোকা পানির খোঁজ না করে বালির টিলাগুলো পেরিয়ে সৈকতে পৌঁছুনোর চেষ্টা করলেই ভাল হতো। এতোক্ষণে হয়তো সমুদ্রের কিনারায় পৌঁছে যেতে পারত ও। একটা ঝর্না...

হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাওয়ায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেল বেনন।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল আবার, পাথর এড়িয়ে এগিয়ে চলল। কেউ দেখলে এখন মনে করবে ও বদ্ধ মাতাল। সাবধানে, যদিও অসচেতন ভাবে হাঁটছে বেনন। সমতল একটা পাথুরে এলাকার ওপর দিয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে দ্রুত হাঁটছে, তবে ধারণাটা একেবারেই ভুল

বেশ কিছুক্ষণ পরে টের পেল, চারপাশে আলো ফুটছে। আবছা ভাবে টের পেল আবার পড়ে গেছে। উঠল। এগিয়ে চলেছে। পড়ে যাচ্ছে বারবার, উঠছে তারপরও। পাহাড়শ্রেণী যেন এক ফুটও কাছে আসেনি।

হেঁটে চলেছে বেনন।

পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে আবার পড়ে গেল এবার আর উঠবার মতো শক্তি রইল না শরীরে।

হাঁটু ভাঁজ করে বসতে চেষ্টা করল, পারল না। হামাগুড়ি দেওয়ার জোর নেই। ক্রল করে কয়েক ফুট সামনে বাড়ল। বালি যেন গনগনে আগুন! বাতাস যদি একশো বিশ ডিগ্রি হয় তা হলে বালির নীচের তাপমাত্রা কমপক্ষে একশো ষাট ডিগ্রি। কিন্তু ওঠা যাচ্ছে না। তবু রাইফেল আর ক্যান্টিন হাতছাড়া করল না ও।

বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবার পরে টের পেল, একটা ব্যারেল ক্যাকটাসের কাণ্ডের দিকে চেয়ে আছে। নতুন উৎসাহে হাঁটুর জোরে বসতে পারল বেনন, রাইফেলটাকে ক্রাচের মতো ব্যবহার করে দাঁড়াতেও পারল

কাঁপা হাতে ছোরাটা দিয়ে ক্যাকটাসের ডগা কাটল ও শাঁস চিপে চিপে রস ফেলল মুখে। আহ্, কী শীতল! সারা শরীর যেন আরামে বিবশ ঠেকছে!

কয়েক মিনিট পরে আবার হাঁটতে শুরু করল ও।

সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কায় পৌঁছে দেখল ডোবাটা একটা পাথুরে ফাঁপা বেসিনে, জলপ্রপাতের নীচে। গভীর পরিষ্কার পানি, শীতল পরশে জুড়িয়ে দিল ওর বুক।

এগারো

সামনে চলেছে লোনি মিনডো, একটা গভীর খাদকে পাশ কাটাবে, এমন সময়ে টাইরেল টাইসনকে আসতে দেখল বাড়তি একটা ঘোড়া নিয়ে আসছে। থামল সে, ভ্রূ কুঁচকে গেল। স্পীডিকে চিনতে পেরেছে। বলল, 'রে জনসন তা হলে বিপদে পড়েছে!'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল লিনিয়ার, কিন্তু কিছু বলল না। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে।

'কী হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল মিনডো।

'যা ভেবেছিল তার আগেই ইন্ডিয়ানরা পৌঁছে যায়।'

'দুঃখজনক।'

'হ্যাঁ। তবে ধোঁয়ার সঙ্কেত দেয়ার বুদ্ধিটা ওরই ছিল।'

'সত্যি আর কাউকে দোষ দেয়ার উপায় নেই,' সায় দিল মিনডো। লিনিয়ার ফ্যাকাসে চেহারা দেখে বলল, 'তবে নিজের জীবন দিয়েছে ও আমাদের সাহায্য করতে গিয়ে।'

'ওর দেহ কোথায়?' নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল লিনিয়া।

'ইন্ডিয়ানদের কাছে। বন্দি। মারা পড়বে, সন্দেহ নেই।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল লিনিয়া। 'আমি ওর খোঁজে যাচ্ছি। রে জনসনের মতো মানুষ সহজে মরে না।'

'পাগল নাকি তুমি!' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল টাইসন। 'বাঁচার কোন উপায় নেই ওর। তুমিও মরবে গেলে।'

'তবুও যাব।'

লিনিয়ার ঘোড়ার পাশে নিজেরটা নিয়ে এলো টাইসন, তারপর এক হাতে রাশ টেনে ধরে আরেক হাতে চড়াৎ করে চড় মেরে বসল লিনিয়ার গালে ক্ষ্যাপাটে গলায় বলল, 'ভুলে যেয়ো না তুমি আমার মেয়েমানুষ। এখন থেকে আমি না বললে এক কদমও ফেলবে না তুমি।'

'ঘোড়াটা ছেড়ে দাও,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল লিনিয়া।

রাশে টান দিল টাইসন। ঠিক তখনই হাতের ছড়িটা দিয়ে তার মুখে গায়ের জোরে আঘাত করল লিনিয়া।

এক হাতে মুখ চেপে ধরল টাইসন, চোখ দুটো জ্বলছে। কেড়ে নিল ছড়িটা, বালিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। চামড়া ফেটে রক্ত বের হচ্ছে তার ঠোঁট কেটে গেছে। হিসহিস করে বলল, 'পস্তাতে হবে তোমাকে, সুন্দরী! সামনে বাড়ো! বড়জোর একবছর টিকবে তুমি, কিন্তু প্রতিটা মুহূর্ত তোমাকে মনে করিয়ে দেব তুমি কার মেয়েলোক। খুন করে ফেলার আগেই যা বলছি করো!'

বালির ঢিবির দিকে লিনিয়ার ঘোড়াটা নিয়ে এগোল সে। 'জেনে রাখো, সুন্দরী, এখন থেকে আমিই বস্

তার পাশে ঘোড়া নিয়ে এলো লোনি মিনডো। টাইসন তার দিকে কড়া চোখে তাকাল। 'আগে বাড়ো, লোনি।'

'তুমি আগে যাও। তুমি না বস্?'

'হ্যাঁ। এখন থেকে আমিই নির্দেশ দেব।'

'তা হলে পাশাপাশি চলো। আমি রে জনসন নই।'

কাঁধ ঝাঁকাল টাইসন। 'ঠিক আছে। এতে যদি নিজেকে তোমার নিরাপদ মনে হয় তো আমার আপত্তি নেই।'

খাদ পাশ কাটিয়ে ভাঙাচোরা লাভার মাঝ দিয়ে অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে এগোল ওরা। উত্তরে একটা ঢিবি দেখা যাচ্ছে, যতোদূর চোখ যায় পুবদিকে বিস্তৃত হয়েছে ওটা। এক পর্যায়ে প্রায় পিনাকেট পর্যন্ত ছুঁয়েছে। মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছে তারা পিনাকেট আর সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কার মাঝখানের ফাঁকটা দেখছে। এক সময় প্রবেশ

করল আলগা বালু-ঢিবির এলাকায়।

ডোবা ছেড়ে আসবার সময় পেট ভরে পানি খেয়েছে তারা. এখন ঘোড়াগুলো যদি টেকে তা হলে দু' থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে দুর্গম বালিময় জায়গাটা পার হয়ে যেতে পারবে। আরও আগেই পারবে, যদি শক্ত বালির কোনও অঞ্চল পেয়ে যায়। একটা পাহাড় দেখতে পেল ওরা, পাথরের চুড়োগুলো বালির ওপরে মাত্র চার-পাঁচ ফুট মাথা তুলে আছে এখন। এক সময় কয়েকশো ফুট উঁচু পাহাড়ের সবটাই বালির তলায় ঢাকা পড়ে যাবে।

ডানদিকে বিরাট একটা ঢিবি। বামদিকে আরেকটা। কয়েক গজ গিয়ে থামতে হলো। বেশ উঁচু একটা বালির দেয়াল পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। তাড়া দিয়ে ঘোড়াগুলোকে সামনে বাড়াতে হলো। প্রাচীরটা পেরিয়ে আসতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল জন্তুগুলো। সামনে একই রকম আলগা বালির ঢেউ খেলানো প্রান্তর। গম্ভীর চেহারায় স্যাডল থেকে নামল লোনি মিনডো।

'ঝামেলা।'

মাথা দোলাল টাইসন। 'সহজে যাবার কোন পথ নিশ্চয়ই আছে।'

তাদের সামনে ষাট ফুট উঁচু একটা বালির টিলা। খুব খাড়া নয়, তবে ফস্কা বালির তৈরি।

'পথ হয়তো আছে। কিন্তু আমরা জানি না।'

পায়ে হেঁটে সামনে বাড়ল ওরা। গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেল বালিতে। ঘোড়াগুলোর পায়ের অর্ধেকেরও বেশি ডুবে গেছে। কষ্টকর পথ চলা, কিন্তু থামছে না কেউ। পেছনে তাকিয়ে দেখল ওরা কোন্ দিক থেকে এসেছে। একশো গজও হবে না ওদের পেরোনো দূরত্ব।

বিড়বিড় করে গাল বকল টাইরেল টাইসন। তার ধারণা ছিল অন্তত এক মাইল হেঁটেছে

এগিয়ে চলেছে তো চলেছেই যেন, খাটনির শেষ নেই। বালির

মধ্যে হাঁটতে গিয়ে ঝাঁকি খাচ্ছে ঘোড়াগুলো, মালপত্র আলগা হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে এগোনো প্রশ্নের বাইরে। শুধু যে হাঁটতে হচ্ছে তা-ই নয়, এগিয়ে চলতে ঘোড়াগুলোকে দড়ি টেনে সাহায্যও করতে হচ্ছে।

বালির টিলার মাথায় ওঠার পরে লোভ জাগে আর না নেমে পরের টিলাটা পার হওয়ার ঝামেলায় না গিয়ে ওপর দিয়ে হাঁটতে। তাতে পরিশ্রম কম। একবার একটা টিলা কিছুটা দক্ষিণ দিকে যাওয়ায় টিলার ওপর দিয়ে বেশ কিছুদূর যেতে পারল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল আরেকটা। পেছনে তাকিয়ে আর পাহাড়ের মাঝখানের ফাঁকটা দেখতে পেল না। ওটা দেখেই এগোতে হবে।

এক ঘণ্টা পরে একটা দীর্ঘ টিলার ওপরে থামল তারা। চারদিকে তাকিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। বালি—শুধুই বালি, আর কিছুর দেখা নেই।

'বিশ্রাম নিতে হবে,' ধপ করে বালিতে বসে পড়ল টাইসন।

মৃদু বাতাসে সাগরের লোনা জলের হালকা গন্ধ ভাসছে। গভীর করে শ্বাস নিল লিনিয়া, আশা করল বাতাসটা থাকবে। কিন্তু একটু পরেই থেমে গেল হাওয়া। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হলো সবাই। পেছন থেকে তাড়া করা হচ্ছে তার কোন আলামত নেই এখনও

লিনিয়া রেমন্ড জীবনের বেশিরভাগটা কাটিয়েছে ঘোড়া দাবড়ে, বনে-জঙ্গলে দৌড়াদৌড়ি করে। সেজন্য ভাগ্যকে এখন ধন্যবাদ দিচ্ছে ও। লোনি মিনডো আর টাইরেল টাইসন জেলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়া ছাড়া শারীরিক পরিশ্রমের কাজ প্রায় করেনি বললেই চলে ফলে ওর চেয়ে অনেক দ্রুত অনেক বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ছে তারা।

রে জনসনের কথা মনে এলো লিনিয়ার। নিজেকে বলল, টাইরেল টাইসন যা বলেছে সেটাই বোধহয় সত্যি। রে জনসন হয়

মারা গেছে, নয়তো মরুর আগুনে আবহাওয়ায় পায়ে হাঁটছে। এখনও যদি জনসন মরে না গিয়ে থাকে তো শীঘ্রি মরবে।

নিজের সমস্যা নিয়ে ভাবল লিনিয়া। বুঝতে পারছে বাক্সটা ওর কতোটা দরকার। কিন্তু এই এলাকা ওরা পার হতে পারবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। পার হতে পারলেও পেতে হবে বাক্সটা। শুধু তা হলেই চলবে না, টাইসনের হাত থেকে নিস্তার পেতে হবে। সম্ভবত মিনডোর হাত থেকেও পালাতে হবে তারপর ফিরে যেতে হবে কোনও না কোনও ভাবে সভ্যতায় প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।

সভ্যতা? হাসি পেল লিনিয়ার। ও এখন যেখানে আছে সেখানে গায়ের জোরের আইন বা অস্ত্রের আইন চলতে পারে, সভ্য জগতের কোন আইন এখানে প্রযোজ্য নয়।

আবার জনসনের কথা মনে এলো ওর। সন্দেহ জাগছে, টাইসন বোধহয় খুন করেছে জনসনকে, অথবা কৌশলে ঘোড়া নিয়ে সরে পড়েছে। দুটোর একটাই মানে। জনসন মারা না পড়লেও মরবে।

নিজের পরিস্থিতি বিচার করে দেখল লিনিয়া। ওর শারীরিক অবস্থা এখন যেমন তাতে সন্দেহ নেই লোক দু'জনের চেয়ে ভাল ভাবে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে ও। কিন্তু তবু এদের সঙ্গে থাকা চলবে না, সরে যেতে হবে প্রথম সুযোগেই।

কিন্তু কী হবে যদি ইন্ডিয়ানরা হাজির হয়? রে জনসন বলেছিল, আসবেই ওরা, আগে হোক বা পরে। সেক্ষেত্রে লোনি মিনডো আর টাইরেল টাইসন নিজেদের রক্ষা করতে গিয়ে ওকেও পরোক্ষ ভাবে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। ঠিক করে ফেলল, অপেক্ষা করবে অন্তত ইন্ডিয়ান আক্রমণের আগে পর্যন্ত সরে যাওয়া উচিত হবে না। মিনডো আর টাইসনকে যতোটুকু চিনেছে তাতে ইন্ডিয়ানদের পক্ষে তাদের পরাজিত করা সহজ হবে না।

হাঁটছে তো হাঁটছেই যেন ওরা। মাঝে মাঝে পিছলে পড়ে

যাচ্ছে, উঠছে আবার। ঘোড়াগুলোকে শুধু দড়ি ধরে টানলেই চলছে না, কখনও কখনও পেছন থেকে ঠেলে সামনে বাড়াতে হচ্ছে। মালামাল বারবার খুলে আসছে বাঁধতে হচ্ছে নতুন করে। আবার ঢিলে হয়ে যাচ্ছে বাঁধন।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল লোনি মিনডো। 'টাইসন! দেখো!' অস্তগামী সূর্যের দিকে আঙুল তাক করেছে সে। ডানদিক দিয়ে নামছে সূর্য। এখনও ডুবতে বেশ দেরি আছে। উত্তাপ ছড়াচ্ছে। কিন্তু নামছে ডানদিক দিয়ে। তার একটাই মানে। দক্ষিণে চলেছে ওরা পশ্চিমের বদলে!

নিচু গলায় গাল বকল টাইসন। হাত দুটো মুঠো করে ঝাঁকাল কার উদ্দেশে যেন।

রোদে পুড়ে লাল হয়ে গেছে তার গাল দুটো। ফাটা ঠোঁটে সাদা ধুলোর আস্তরণ। দাড়িতেও। মোটা মোটা ভ্রূর নীচে গভীর গর্তে বসানো কালো চোখ দুটো যেন জ্বলছে। থমথমে চেহারায় ডানদিকে ঘুরল সে, দীর্ঘ বালিময় ঢাল বেয়ে কয়েকশো ফুট নামল, তারপর আড়াআড়ি উঠতে শুরু করল আরেকটা ঢাল বেয়ে।

দু'বার মনে হলো বালুর দেশ পেরিয়ে আসতে পেরেছে তারা কিন্তু প্রতিবারই সামনে দেখা গেল বালির টিলার বিস্তার। সূর্যাস্তের আগে একটা টিলার ওপর থেকে শেষ পর্যন্ত সাগর দেখা গেল

চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না বাজা ক্যালিফোর্নিয়ার কালো পাহাড়গুলোর পিছনে বিশ্রাম নিতে চলেছে সূর্য। তার আগে সরু এক ফালি নীল–ওটাই উপসাগর!

'পেরেছি আমরা,' খসখসে গলায় বলল টাইসন। 'পেরেছি।'

'এখনও দেরি আছে,' মিনডোর চেহারা গম্ভীর 'ওই দেখো!'

আধমাইল দূরে বালির একটা ঢিবি পেরিয়ে দেখা দিয়েছে ইন্ডিয়ানরা। এক…দুই…তিন…মোট চারজন উত্তরদিক থেকে

আসছে।

'চোখ বন্ধ করে ওই চারটেকে শেষ করতে পারব আমি, রাইফেলের বাঁটে চাপড় দিয়ে হাসল টাইসন

'আর ওদের?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল লিনিয়া। দক্ষিণদিক দেখাল।

আরও ছয়জন ইন্ডিয়ান দেখা দিয়েছে ওদিকে।

'গলায় পানি পড়লে ওগুলোও খতম করতে অসুবিধে হবে না,' টাইসনের গলায় আত্মবিশ্বাস ঝরছে।

'পানি?' তিক্ত চোখে টাইসনকে দেখল মিনডো 'ইন্ডিয়ানদের তুমি চেনো না তা হলে। ওরা আমাদের এগিয়ে যেতে দেবে। খোলা জায়গায় এমন ভাবে আটকে দেবে যে সামান্য ছায়াটুকুও পাব না, পানি তো দূরের কথা। গুলি খেয়ে না মরলে তৃষ্ণায় মরতে হবে। পানি খাবে ওরা, রাইফেলের আওতার বাইরে থাকবে, কখন আমরা মরব সে-অপেক্ষা করবে শকুনের মতো।'

তবু সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এগোল ওরা। বালিময় অঞ্চলটা পেছনে ফেলতে চাইছে যতো দ্রুত সম্ভব।

'আমরা টিলার গোড়ায় থামতে পারি,' বলল লিনিয়া। 'আগামীকাল দুপুরের আগে পর্যন্ত ছায়া পাব।'

'তারপর?' টিটকারির সুরে জিজ্ঞেস করল টাইসন

জবাবটা সবারই জানা আছে যদি অপেক্ষা করে তা হলে মরতে হবে। যদি তীরে পৌঁছুনোর চেষ্টা করে? তা হলেও মরতে হবে।

'একমাত্র উপায় কোথাও আটকা না পড়া,' বলল মিনডো। 'এগিয়ে যেতে হবে। পানি দখল করে যদি, তা হলে আমাদের সঙ্গে লড়াই করে দখল বজায় রাখতে হবে।'

প্যাক হর্সটা পড়ে গেল। উঠবাব চেষ্টা করল কয়েকবার, কিন্তু পারল না।

পরস্পরের দিকে তাকাল টাইসন আর মিনডো। নীরবে প্যাক

হুর্স থেকে সোনার বস্তা খুলে স্পীডির পিঠে বাঁধল দু'জন।

লিনিয়া জানে, রাতে ঠাণ্ডা পড়লে ঘোড়াটা আবার উঠে দাঁড়াতে পারবে, সাগরের কাছে চলে যাবে ওটা, তীরের কোন পানির উৎস খুঁজে তৃষ্ণা মেটাবে।

শেষ টিলাটাও পেরিয়ে এলো ওরা সামনে উপকূল। উপসাগরের শীতলতা গায়ে স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে, যদিও ওটা এখনও পাঁচ মাইল দূরে।

'বিশ্রাম নিতে হবে,' ফাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বলল টাইসন। 'নইলে লড়াই করে সুবিধে করতে পারব না।'

সিয়েরা ব্ল্যাঙ্কার গোড়ায় বিশ্রাম নিয়েছে বেনন, তৃষ্ণা মিটিয়েছে শীতল পানিতে। গোসল করেছে। জামা-কাপড় ধুয়ে নিয়েছে। প্রতিটা মুহূর্ত চিন্তা করেছে।

এতোক্ষণে হয়তো উপসাগরের কাছে পৌঁছে গেছে টাইসনরা, কিন্তু সম্ভাবনা কম। লোনি মিনডো হয়তো পারবে, কিন্তু টাইসন? বলা যায় না। রাগী, জেদী, নীচমনা লোক সে। মাথা গরম। কী করে বসবে নিজেও জানে না আগে থেকে। লোনি মিনডো ঠাণ্ডা মাথার বিপজ্জনক মানুষ, নিজের সুবিধে মতো সুযোগ আসবার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ধৈর্যের সঙ্গে। লিনিয়া? ওর কী অবস্থা?

শীতল ছায়ায় বসে ফুটো ক্যান্টিন মেরামত করছে বেনন। বুলেটের ফুটো বন্ধ করতে পারলে কিছু পানি হয়তো রাখা যাবে ওটাতে।

চয়ার শুকনো ছোবড়া দিয়ে ফুটো বন্ধ করবার চেষ্টা করল। গুঁড়ো হয়ে গেল জিনিসটা ওর হাতে। একটুকরো লোহা-কাঠ পেয়েছিল। ওটা দিয়েও কাজ হলো না। অতো সময় বা ধৈর্য এখন নেই যে লোহার মতো শক্ত কাঠের টুকরোকে ছিপির আকৃতি দেবে। শেষ পর্যন্ত দু'টুকরো সাগুয়ারো ক্যাকটাস দিয়ে

ফুটো দুটো বন্ধ করল। ক্যান্টিনে পানি ভরায় প্রথম প্রথম সামান্য পানি বের হতে শুরু করল। কিন্তু লিক থেমে গেল ক্যাকটাস পানি পেয়ে ফুলে উঠতেই।

সাবধানে অস্ত্রগুলো পরিষ্কার করল এবার। প্রতিটা বুলেট থেকে যত্নের সঙ্গে ধুলো-বালি মুছে ফেলল যন্ত্রপাতি ঠিক আছে পরীক্ষা করে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে গুলি ভরল।

কাজ শেষ করে শুয়ে পড়ল, ঘুমাতে হবে শরীর তরতাজা করতে হলে। ঘুম আসতে দেরি হলো না। জেগে উঠল যখন, সূর্য উঠে গেছে তার আগেই। ক্যান্টিন পরীক্ষা করে দেখল, এখনও পানিতে ভরা আছে। যেদিকে যেতে হবে তাকাল সেদিকে। বুঝতে পারছে বালি-প্রান্তরের দক্ষিণ কোনায় আছে। দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছাতে হলে দক্ষিণেই যেতে হবে। কিন্তু জানা নেই কতোটা দূরে যেতে হবে। কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিল, সরাসরি একটা লাইন ধরে এগোবে।

সিয়েরার এতো কাছে আছে যে নির্দিষ্ট কোন চুড়োকে দিকনির্দেশনার জন্য ব্যবহার করা যাচ্ছে না। কিন্তু অনেক ওপরে আর দূরে একটা চুড়োয় চোখ আটকে গেল। সাদা একটা দাগ আছে ওটায়, পানি পড়ে হয়েছে। ওটাকেই পথনির্দেশনা ধরে নিয়ে রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে রওনা হয়ে গেল বেনন।

বারবার ফিরে তাকাচ্ছে, দেখে নিচ্ছে সাদা দাগওয়ালা চুড়োটা সরাসরি পিছনে আছে কিনা। আধমাইল এগোনোর পরে আরেকটা চুড়ো বাছাই করল এটা আগেরটার চেয়ে সহজে দেখা যায়। উঁচু বালির ওপর দিয়ে চলেছে। এখানে বালি অপেক্ষাকৃত শক্ত। যথেষ্ট দ্রুত এগোনো যাচ্ছে। শক্ত মাটিতে এই গতি কম বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু বালির মধ্যে এ-ই ঢের।

একটু পরে যাত্রাটা কঠিন হয়ে উঠল। ফস্কা বালিতে তিন পা এগোলে এক পা পিছাতে হচ্ছে। কিন্তু আগেও এমন পরিস্থিতিতে পড়েছে ও, সাবধানে পথ বেছে হাঁটছে। এক ঘণ্টা পরে আন্দাজ

করল, অন্তত দু'মাইল পথ পাড়ি দিতে পেরেছে। নাকে আসছে সাগরের লোনা জলের গন্ধ।

ঠিক তখনই প্রথম গুলিটার আওয়াজ পেল। মনে হলো উত্তর থেকে এসেছে শব্দটা। প্রথমে স্পষ্ট বুঝতেও পারেনি যে ওটা আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন, কিন্তু এই বিস্তৃত বিরান মরুতে আর কিসের আওয়াজ হবে?

আর কোন গুলির আওয়াজ হলো না। আরও আধমাইল এগোল বেনন। একটা টিলা থেকে পিছলে নেমে আরেকটা বেয়ে ওপরে উঠল। শুলো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে। পেটে-বুকে ছ্যাঁকা দিতে চাইছে তপ্ত বালি। সামনের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষায় থাকল ও। খানিক পরে ক্যান্টিন থেকে তৃপ্তির সঙ্গে গলা ভিজিয়ে রওনা হলো আবার।

গ্র্যানিট বা ব্যাসল্টের একটা বালিতে চাপা পড়া পাহাড়ের ওপরে উঠেছে, টের পেল। সামনে দেখা গেল সাগর। এখনও নীল রেখাটা অনেক দূরে। বিকেলের সূর্যের লালচে-হলদে আলোয় পরিষ্কার আকাশের প্রান্তে অপূর্ব সুন্দর লাগছে দেখতে। তারপর ওদের দেখতে পেল। মরুর বালিতে কালো কালো কয়েকটা ফোঁটা।

মরু আর সৈকতের মাঝখানে জন্মেছে গ্যালাটা ঘাস, মেসকিট আর ক্যাকটাস। ক্রিওসোট ঝোপের অভাব নেই কোন। শুকনো লেক আছে কয়েকটা, বেশিরভাগই ন্যাড়া, কোন গাছপালা জন্মেনি ওসব জায়গায়।

এতো দূর থেকে বোঝা গেল না কে কোন্জন, বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। তাদের পেছনে ছড়িয়ে আছে আরও অনেকগুলো ফোঁটা। ইয়াকি ইন্ডিয়ান! রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে আছে তারা। অপেক্ষা করছে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে।

তাড়া নেই হ্যাকারের। যেখানে চেয়েছিল সেখানেই সে পেয়েছে লোনি মিনডো, টাইরেল টাইসন আর লিনিয়া রেমন্ডকে।

সমতলে পেয়েছে শিকার। ওখানে ছায়া নেই, পানি নেই, আড়াল নেই কোন।

হ্যাকারের অপেক্ষা করা সাজে।

বারো

কিছুক্ষণ খুঁজবার পরে সমতলে নেমে যাওয়ার একটা নিরাপদ পথ পেল বেনন। ওখান দিয়ে এগোলে ইন্ডিয়ানরা ওকে দেখতে পাবে না। ওকে ইয়াকিরা আশাও করছে না। কিন্তু সেজন্য ঝুঁকি নেওয়া বিরাট বোকামি হয়ে যাবে। নীচে নামল বেনন, ক্যান্টিন থেকে তৃষ্ণা মেটাল, তারপর অগভীর একটা খাদ ধরে এগোল। এই খাদটা সৃষ্টি হয়েছে পিনাকেটের সামান্য পানি সাগরে গিয়ে পড়ে বলে। বালি এখানে জমাট বাঁধা, হাঁটতে কষ্ট কম হচ্ছে।

ইন্ডিয়ানরা এখন সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখবে তাদের শিকারের ওপরে, কাজেই খুব একটা সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। দ্রুত পা চালাচ্ছে। মাঝে মাঝেই শুনতে পাচ্ছে গোলাগুলির আওয়াজ।

কী ঘটছে ও জানে। মিনডো আর টাইসনের গুলি খরচ করাতে চাইছে হ্যাকার। চাইছে লোকগুলো চিন্তিত হয়ে থাকুক, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ুক। এমন একটা মানসিক অবস্থায় রাখতে চাইছে যাতে মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ে ফাঁদ থেকে বের হতে চেষ্টা না করে দুই আউট-ল।

কতোটা বড় মাপের ঝুঁকি নিয়ে খারাপ তাসে জুয়া খেলছে

বুঝতে পারছে বেনন। সফল হওয়ার সম্ভাবনা কতোটা কম সেটাও অজানা নেই। কিন্তু লিনিয়া রেমন্ডকে ফেলে সরে পড়া যায় না। নিজের কাছে নিজেকে মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে হলে তা করা যাবে না। সোনাগুলোও দরকার।

এসব যদি বাদও দেয়, তবু আজ পর্যন্ত কোনও লড়াই থেকে পিছিয়ে আসেনি ও, প্রতিপক্ষ যতো শক্তিশালীই হোক। আজও পিছিয়ে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই।

মৃত্যুর ঠোঁটে চুমু খাচ্ছে, এমন একটা শিরশিরে অনুভূতি হলো ওর। হয়তো আর কয়েক মিনিট, বড়জোর কয়েক ঘণ্টা দূরে আছে মরণ। কোণঠাসা লোনি মিনডো আর টাইরেল টাইসনকে যদি ও উদ্ধার করে, তা হলেও ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গানফাইটেই গড়াবে।

ফলাফল?

অনিশ্চিত।

খাদের ভিতরে থাকায় ওকে দেখা যাচ্ছে না। তবে ইয়াকিদের কাছ থেকে এখনও বেশ দূরে আছে ও। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল, কোন গোলাগুলি হলো না। সামনে বাঁক নিয়েছে খাদ। বাঁকের কাছে জন্মেছে ঘন মেসকিট ঝোপ। ঘুরেই এক ইন্ডিয়ানের মুখোমুখি পড়ে গেল বেনন!

মাথায় লড়াইয়ের ব্যান্ড বেঁধেছে লোকটা, পরনে রক্তের ছিটাওয়ালা একটা পুরোনো আর্মি কোট। সাবধানে পাড় বেয়ে উঠছিল, এমন সময়ে বেননের পায়ের আওয়াজটা পেয়েছে।

রাইফেল তুলতে চেষ্টা করল বেনন, কিন্তু লোকটা এতোই কাছে যে সম্ভব হলো না। নল তুলে ইন্ডিয়ানের থুতনিতে খোঁচা দিল ও। লাগল না। মাথা উঁচু করেছে লোকটা। গলার শ্বাসনালীতে গেঁথে গেল নল। ভেঙে গেছে শ্বাসনালী। বিদঘুটে গা শিউরানো একটা চাপা ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হলো ইয়াকির গলা থেকে। দু'হাতে গলা চেপে ধরে পড়ে গেল লোকটা। কয়েকবার

ছটফট করে জ্ঞান হারাল। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে মারা পড়বে।

তার গানবেল্ট খুলে নিল বেনন, রাইফেলটাও নিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরও দু'জন ইন্ডিয়ানকে দেখতে পেল, বালির পাড়ে অর্ধেক গা ঢাকা দিয়ে আছে, দূরত্ব পঞ্চাশ গজের বেশি হবে না। যোদ্ধারা ঘাড় ফেরাতেই ইন্ডিয়ানের রাইফেলটা ফেলে দিয়ে নিজেরটা কাঁধে তুলল বেনন। রাইফেল তাক করতে শুরু করেছে ইন্ডিয়ানরাও। তবে বেননই আগে গুলি চালাল।

প্রথম গুলিটা জায়গা মতোই লেগেছে। এক ইন্ডিয়ানকে কয়েক পা পিছাতে দেখল ও, তারপর রক্তাক্ত বুক চেপে ধরে পড়ে গেল লোকটা। ওর দ্বিতীয় গুলি পিছলে গেল অবশিষ্ট ইন্ডিয়ানের রাইফেলের স্টকে লেগে। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলেও অস্ত্র হাতছাড়া করেনি লোকটা, হাঁটু মুড়ে বসল ভাল মতো তাক করে গুলি করবার জন্য। বেননের তৃতীয় এবং চতুর্থ গুলি তার কণ্ঠার হাড় গুঁড়িয়ে দিল।

মাটি থেকে ইয়াকির রাইফেলটা তুলে দৌড়ে পাড় ধরে উঠে এলো বেনন। এখন আর বাড়তি কোন সুবিধে পাবে না। চমক শেষ। এখন থেকে শুরু হবে জান বাঁচানোর চেষ্টা। মানুষশিকারীরা আসবে এবার ওর পেছনে, শিকারটা ও নিজে। কয়জন ইন্ডিয়ান আছে আশেপাশে জানে না ও, কিন্তু অন্তত দশজন হবে। সংখ্যাটা ওর বেঁচে থাকবার পক্ষে অনেক বেশি।

*

মেসকিটের ভেতরে শরীরের অর্ধেকটা লুকিয়ে রাইফেল হাতে ঘাপটি মেরে বসে আছে টাইরেল টাইসন। কাছেই লোনি মিনডো বসে, কাঁধে রক্তের দাগ। একটা বুলেট আঁচড় কেটে গেছে।

'হচ্ছেটা কী!' নিচু গলায় বলল টাইসন। 'আমাদের সঙ্গী জুটেছে মনে হয়!'

'নিশ্চয়ই রে জনসন,' শীতল স্বরে বলল লিনিয়া।

'কচু!' ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখল টাইসন। 'পানি ছাড়া

মরুভূমিতে টিকবে না কেউ।'

কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল গোলাগুলির কোন আওয়াজ নেই। তারপর এক ইন্ডিয়ানকে দেখতে পেল টাইসন, ঝোপের ভেতর দিয়ে দ্রুত কাছে চলে আসছে লোকটা। কিন্তু ওদের দিকে মনোযোগ নেই তার, এক পাশের কিছু একটা তার লক্ষ্য। তরুণ এক যোদ্ধা সে, এক শত্রু খতম করতে গিয়ে অন্য শত্রুদের কথা ভুলে গেছে গুলি করল লোনি মিনডো। সে এমন একজন তরুণ যোদ্ধা, যার বয়স আর বাড়বে না কখনোই

অপেক্ষায় থাকল টাইসন আর মিনডো। ইন্ডিয়ান বিরাট ভুল করে ফেলেছে প্রথম শত্রুদের কথা ভুলে গিয়ে। আরও কোন ইন্ডিয়ান ভুল করে বসতে পারে। কোত্থেকে যেন এসে হাজির হয়েছে কয়েকটা শকুন, ঘুরে ঘুরে উড়ছে অনেক ওপরের আকাশে। গোলাগুলি থামলে নিশ্চিন্ত হয়ে লোভনীয় খাবারের কাছে আসবে তারা।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছে হ্যাকার। আরও কেউ লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে শত্রুপক্ষের সঙ্গে। এমন কেউ যাকে সে দেখেনি। সম্ভবত একজন, কিন্তু সংখ্যাটা বেশি করেই ধরল সে, সাবধানের মার নেই। বেশ কয়েকটা গুলি হয়েছে, কিন্তু সে জানে না ওগুলো কে করেছে এবং কেন।

কুয়েইলের ডাক দিল সে, সরে এলো যেখানে ঘোড়া রেখেছে। দলের সবাই তার কাছে চলে আসবে নতুন নির্দেশের জন্য। আসতে দেরি করল না তারা। গুনে দেখল হ্যাকার। চারজন কম!

*

হাতের ভাঁজে রাইফেল নিয়ে এগিয়ে গেল বেনন ছোট্ট দলটার দিকে। পিঠে এক ইন্ডিয়ানের রাইফেল। দুটো কার্ট্রিজ বেল্ট ঝুলছে কাঁধ থেকে। সঙ্গে ক্যান্টিন আছে ওর, মৃত এক ইন্ডিয়ানের কাছ থেকে নিয়েছে একটা মশক। সহজ ভঙ্গি হাঁটবার, কিন্তু স্নায়ু

সতর্ক। লিনিয়া আগে দেখল ওকে, তারপর মিনডো। সবশেষে টাইসন, ভ্রূ কুঁচকে উঠল গানম্যানের।

সবাই জানে, হাল ছাড়বে না ইন্ডিয়ানরা। লড়াইয়ে সামান্য বিরতি দিচ্ছে শুধু। নতুন পরিকল্পনা করে আবার আঘাত হানবে।

দ্রুত পরিস্থিতি দেখে নিল বেনন। মাত্র দুটো ঘোড়া আছে এখন টাইসনদের সঙ্গে। একটা স্পীডি। ওর পিঠে সোনার বোঝা। অন্যটা টাইসনের। লোনি মিনডো সামান্য আহত হয়েছে, রক্ত দেখা যাচ্ছে তার কাঁধে। ফ্যাকাসে চেহারা।

'যতোক্ষণ সরে পড়া সম্ভব ততোক্ষণ বসে না থেকে দূরে হটাই ভাল হবে,' টাইসনের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে মন্তব্য করল বেনন।

হাসি হাসি চেহারা করল টাইসন। 'তা হলে বেঁচে আছো তুমি? সত্যি, টিকে থাকার ক্ষমতা আছে বটে তোমার, জনসন!'

'তা আছে,' শুকনো শোনাল বেননের কণ্ঠ। 'শেষ পর্যন্ত টিকব স্থির করেছি।'

হাসল টাইসন। সরু ঠোঁটদুটো একটা বাঁকা রেখা তৈরি করল। স্পীডির ব্রিডল ধরে পা বাড়াল লোকটা।

'এক মিনিট,' পেছন থেকে ডাকল বেনন। 'আগে পানি খেয়ে নাও।'

লোভীর মতো মশকটা নিয়ে মুখে ধরল মিনডো, তাকে ঢকঢক করে গিলতে দেখল টাইসন। নীচ লোকটা কী ভাবছে স্পষ্ট বুঝতে পারল বেনন। ভাবছে পানিতে ও বিষ মিশিয়ে রেখেছে।

কিছুক্ষণ পরেও মিনডোর কিছু না হওয়ায় মশকটা নিল সে। ক্যান্টিন থেকে পান করছে লিনিয়া।

তৃষ্ণা মিটিয়ে রওনা হলো ওরা আবার, হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলল। সবার পেছনে চলেছে বেনন, কেউ আপত্তি করবে সে-মুখ নেই। সমতলে উড়তে শুরু করল মিহি ধুলোর একটা

ঘূর্ণি। দূরেও কয়েকটা দেখা যাচ্ছে। মেঘহীন আকাশে গরম ছড়াচ্ছে সোনালী সূর্য। ওদের পায়ের ঘষা খাওয়ার আওয়াজ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই চারপাশে। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে গাল বকছে টাইরেল টাইসন। সামনের জমিন সমতল। ক্রিওসোট আর ক্যাকটাসের কারণে মাঝে সাঝে সামান্য ঘুরপথে যেতে হচ্ছে। ঘোড়াদুটো বারবার থামতে চাইছে। ইন্ডিয়ানদের কোন দেখা নেই।

তারা জানে ওরা কোথায় যাবে। পথের শেষে কী আছে সেটাও তাদের অজানা নেই। এখনও অপেক্ষা করবার মতো সময় আছে তাদের হাতে। জানে শেষ পর্যন্ত সাদামানুষদের যাওয়ার কোন জায়গা নেই। বেননের আকস্মিক আগমন আপাতত তাদের পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিয়েছে, কিন্তু এটাও ঠিক যে তারা বেশি তাড়াহুড়ো করতে গিয়েছিল। ফলে সাদামানুষদের বুলেটের স্বাদ পেতে হয়েছে। এবার আর ভুল হবে না। শুধু ধৈর্য ধরে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করাই যথেষ্ট।

মাথার ওপরের আকাশে আরও একটা দল অপেক্ষা করছে। তাদেরও ধৈর্যের শেষ নেই। আস্তে আস্তে নীচে নামছে শকুনের পাল।

উপসাগরের পশ্চিমে পাহাড়শ্রেণীর পিছনে একসময় অস্ত যেতে শুরু করল সূর্য। আকাশে গোলাপী, লাল, হলদে আর সোনালী রঙের খেলা। পিনাকেটের রুক্ষ পর্বতচুড়োগুলোয় যেন আগুন ধরে গেছে। বালির টিলাগুলোর খাঁজ-ভাঁজ কালো হয়ে আসছে। সারি সারি টিলাগুলো ধূসরতা গায়ে মেখে পড়ে আছে নিথর।

ওরা যখন সৈকতে পৌঁছল তখন সূর্য ডুবে গেছে। তীরে কোন নৌকো অপেক্ষা করছে না।

নীল পানির দিকে তাকাল সবাই। ক্লান্তি আর হতাশা এতোই ছেয়ে দিয়েছে ওদের মন যে ভাষায় তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

উপসাগর ফাঁকা পড়ে আছে। নীরবে পরাজয় মেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা।

নৌকো আর জাহাজ ছিল ওদের লক্ষ্য। ওগুলোর আশাতেই এগিয়েছে ওরা, এগোতে পেরেছে শত কষ্ট সহ্য করেও। জাহাজে উঠতে পারাটা ছিল স্বর্গলাভের সমান। বিশ্রাম মিলত ওখানে, নিরাপত্তা মিলত, মিলত গন্তব্যে যেতে পারবার নিশ্চয়তা। রান্না করা খাবার আর মদের কথা না হয় বাদই দেয়া যাক।

নৌকো কি চলে গেছে? নাকি আসেইনি?

'আরেকটা উপসাগর আছে, কিছুক্ষণ পরে বলল লিনিয়া। 'ডানদিকে।'

'কতোদূরে?'

'জানি না। পাঁচ...কি দশ মাইল।'

দশ মাইল! শরীরের এই অবস্থায় ওই দূরত্ব কিছুতেই পেরোনো সম্ভব নয়।

দড়িতে টান দিল স্পীডি। দড়ি ছেড়ে দিল হতাশ টাইসন। আস্তেধীরে হাঁটতে শুরু করল ঘোড়াটা, কিছুদূর গিয়ে উঁচু বালির একটা সমতলে মুখ নামিয়ে দিল।

'পানি,' বলল বেনন। 'ওয়াটার হোল খুঁজে পেয়েছে ও।'

ডোবাটার চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল ওরা। একেবারেই ছোট। পানির রং কালচে, স্বাদটা সামান্য লবণাক্ত, তবে খাওয়ার যোগ্য নইলে স্পীডি তৃষ্ণা মেটাত না।

'আমরা ধোঁয়ার সঙ্কেত দিতে পারি,' মন্তব্য করল টাইসন।

দ্বিমত পোষণ করল মিনডো। 'ওরা মনে করবে আমরা ইন্ডিয়ান।'

'তা হলে?'

'হাঁটব আমরা,' বলল লিনিয়া। 'আর কোন উপায় নেই। সারারাত হাঁটলে পৌঁছে যাব অন্য উপসাগরের তীরে।'

সোনার বস্তাগুলো দেখল বেনন। ওই স্বর্ণমুদ্রাগুলোর জন্যই

এতো কষ্ট করে এতোদূর এসেছে ও। গভর্নরের ভাইয়ের ব্যাঙ্ক লুঠ করা স্বর্ণমুদ্রা ব্যক্তিগত ভাবে ওকে অনুরোধ করেছিলেন গভর্নর, মানা করতে পারেনি ও। রেঞ্জারদের দেওয়া খবর অনুযায়ী এদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিল। বিচারে আত্মপক্ষ প্রায় সমর্থন করেনি বললেই চলে। কথা ছিল, সোনাগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, সেই সঙ্গে দায়ীদের তুলে দেবে আইনের হাতে। কাজগুলো এখনও বাকি।

টাইরেল টাইসন আর লোনি মিনডোর বিশ বছর জেল হয়েছিল। ওরও। স্যাম মেটস, ম্যাগুইয়ার–মারা গেছে। টাইসন আর মিনডো লুঠ করা সোনার দাবি ছাড়বে না প্রাণ থাকতে। দু'জনই অস্ত্রে চালু। খুন করতে দ্বিধা করবে না। দেড় লাখ ডলারের জন্য একজন দু'জন কমই, বিশজনকে খতম করতেও বাধবে না এদের।

মুখোমুখি হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসছে।

ওর নিজের পরিচয় দেওয়া মানেই গানফাইটের শুরু।

'যাওয়া যাক,' লিনিয়ার কথায় সায় দিল মিনডো। 'ইয়াকিরা দেরি করবে না আসতে '

মাথা নাড়ল বেনন। 'দিনের আলো ফোটার আগে সম্ভবত আসবে না ওরা। আগে বিশ্রাম দরকার আমাদের। এখানেই একটা আশ্রয় তৈরি করে বিশ্রাম নেব আমরা। ভোরে রওনা হবো।'

সায় দিল লোনি মিনডো। 'জনসন ঠিকই বলেছে।'

আপত্তি করল না টাইসন, জনসন ভাল জানে, কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিল।

বেননের নেতৃত্বে ছোরা দিয়ে বালিতে একটা ট্রেঞ্চ খুঁড়ল মিনডো আর টাইসন। সামনে তৈরি করল বালির একটা দেয়াল। পেছনে সাগর। সহজে ওদের কাবু করতে পারবে না ইন্ডিয়ানরা।

'জনসন, ওরা কোথায় ক্যাম্প করবে তুমি জানো?' বেননের

দিকে তাকাল মিনডো।

'উত্তরে...একমাত্র ওখানেই পানি আছে জানি। সৈকতের কাছাকাছি দু'তিনটে ওয়াটার হোল।'

'অন্য উপসাগরে নৌকা আছে মনে করছ?'

'যদি এসেই থাকে, ফিরে না যায় যদি, তা হলে ওখানে থাকতে বাধ্য।'

লবণাক্ত পানি পান করল টাইসন, তীক্ষ্ণ চোখে বেননকে দেখছে। 'বুঝতে পারছি না কেন এসেছ। কিছুই পাবার নেই তোমার।'

কড়া দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল বেনন, কিছু বলল না। তবে বুঝতে পারছে, শোডাউনের সময় ঘনিয়ে আসছে।

'তুমি মনে করছ সোনার ভাগ পাবে? তা-ই মনে করছ তুমি?'

হাসল বেনন। 'হ্যাঁ। তবে তোমার কথায় একটু ভুল আছে। পুরোটা সোনা চাই আমার।'

হলদে দাঁত বেরিয়ে পড়ল টাইসনের। 'বলতেই হয় যে অন্তত সৎ লোক তুমি!'

'ঠিক ধরেছ

'কী বলতে চাও?' চোখ সরু করে তাকাল মিনডো।

কাঁধ ঝাঁকাল বেনন। 'সোনা ফিরিয়ে নিয়ে যাব আমি, যাদের সোনা তাদের ফেরত দেব। সেজন্যেই এসেছি।'

ভ্রূ কুঁচকাল মিনডো। 'তা হলে এতোদূর এলে কেন? আগেই কেন অস্ত্র ধরলে না?'

ইঙ্গিতে লিনিয়াকে দেখাল বেনন। 'ওর জন্যে। ওকে উপকূলে পৌঁছে দেয়াও আমার দায়িত্ব ছিল। গভর্নরের ছোট ভাইয়ের পালক কন্যা ও। সে মারা যাবার পরে রেঞ্জারদের সঙ্গে গভর্নরের কাছে ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময়ে ট্রেইন ডাকাতি হয়।' কীভাবে অ্যামোস হেন্ড্রিকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল লিনিয়া সেটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল ও। নিজের পরিচয় দিল না, বলল, 'পরে ওর খোঁজ

পাই আমরা। কয়েকজন রেঞ্জার আমাকে জানায় কোথায় আছে ও, কাদের সঙ্গে। গন্তব্যও বলে দেয়। সেই অনুযায়ী গোল্ড সিটির পথে ওর সঙ্গে দেখা হয় আমার।'

চুপ করে শুনছে মিনডো আর টাইসন, কথা বলতে পারল না চট করে একবার লিনিয়ার দিকে তাকাল মিনডো। আস্তে করে মাথা দোলাল লিনিয়া। টের পাচ্ছে বুকের ভেতরে পাগলা নাচের ছন্দে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

'তুমি ভাবছ আমাদের দু'জনকে খুন করে সোনা নিয়ে যেতে পারবে?' টিটকারির হাসি দেখা দিল টাইসনের ঠোঁটে।

'না,' মৃদু হাসল বেননও। 'আমি ভেবেছিলাম কাজটা ইন্ডিয়ানরাই সেরে দেবে। তা যখন হলো না, ভাবলাম গোলাগুলি ছাড়া যদি সোনা নিয়ে চলে যেতে পারি তা হলে তা-ই করব।'

'যাকে বলে লক্ষ্মী ছেলে,' টাইসনের হাসিটা ভেঙচির মতো দেখাল। 'আমাদের সোনা নিয়ে যাবে, কিন্তু গুলি করবে না।' দাঁতে দাঁত পিষল। 'হারামজাদা! স্বপ্ন দেখিস?'

মিনডো চুপ করে পরিস্থিতি বিচার করছে। হাত ঝুলছে তার হোলস্টারের পাশে।

বেননও তৈরি। টাইসনের কথা গায়ে মাখল না। হাসিটা থেকে রীতিমতো যেন মধু ঝরছে। 'এক কাজ করলে কেমন হয়? ধরো এক হাজার ডলার করে তোমাদের দু'জনকে দিয়ে দেব আমি। ধরে নেব ওটা সোনা উদ্ধারের পুরস্কার। কী?'

'আহা কী ভদ্রলোক!' বিড়বিড় করল মিনডো।

'আমাদের সোনা নিয়ে যাবি আর এক হাজার ডলার ধরিয়ে দিবি?' ঘোঁৎ করে উঠল টাইসন। 'স্বপ্নটা দেখা উচিত হয়নি তোর!' লিনিয়ার দিকে তাকাল। 'তুমি জানতে ও কী চায়?'

'আন্দাজ করেছিলাম খারাপ লোক না ও।'

বালির ওপরে পড়ে আছে স্বর্ণমুদ্রা ভরা বস্তাগুলো। ওগুলোর ওপর বসে থেকেই এক হাত রাখল টাইসন। বরফ-শীতল

শোনাল তার কণ্ঠ। 'কী বলেছ ভুলে যাও, জনসন। এক সেন্ট এখান থেকে পাবে না তুমি।'

'কফি চলবে?' মাঝখান থেকে জিজ্ঞেস করল লিনিয়া, চাইছে রে জনসনকে সামান্য সময় করে দিতে। 'আগুন জ্বালতে অসুবিধে নেই। ইন্ডিয়ানরা এমনিতেই জানে আমরা কোথায় আছি।'

ওর কথা যেন কেউ শোনেইনি। টাইরেল টাইসন একদৃষ্টিতে বেননের দিকে তাকিয়ে আছে। বেনন বুঝে গেল সময় চলে এসেছে মোকাবিলা করবার।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল টাইসন। 'জনসন? হাত বাড়াবে? দেখতে চাও চেষ্টা করে?'

'এখনই নয়,' বেননও তৈরি। 'আমাকে তোমার দরকার পড়বে ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে। তোমাকেও আমার দরকার।'

'এখান থেকে সরে যেতে হবে,' বলল মিনডো 'কফির কথাটা লিনিয়া মন্দ বলেনি। আগুন জ্বেলে কফি খেয়েই সরে পড়া যাক। পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে পারি আমরা, তা হলে দাগ থাকবে না কোন।'

যদিও বালির দেয়ালের কারণে আগুন দেখা যাবে না, তবু আগুনের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে থাকল তিনজন পুরুষই। ধীরেসুস্থে কফি পান করল ওরা। খিদে মরে গেছে তৃষ্ণায়। কফি খেয়ে বেশ চাঙ্গা বোধ করল। রওনা হওয়ার সময় হলো যখন, সাবধানে এগোল সবাই আগে চলেছে লোনি মিনডো, ঘোড়াগুলোর দড়ি তার হাতে ধরা। তার পেছনে লিনিয়া। বেনন আর টাইসন পাশাপাশি। পানির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল দলটা।

রাতের আঁধারে হঠাৎই এলো ইন্ডিয়ানদের আক্রমণ। অন্ধকারে ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা আগ্নেয়াস্ত্র, পরমুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল টাইসনের ঘোড়াটা। চট করে রাইফেল তুলেই ঝিলিক লক্ষ্য করে গুলি করল বেনন। লাফ দিয়ে সরে গেল, তারপর গুলি করল পরবর্তী আগুনের হলকা লক্ষ্য করে। ঝাঁপ

দিয়ে পড়ল বালিতে, গড়িয়ে সরে গেল মৃত ঘোড়াটার পেছনে. তারপর গুলি করল আবার।

উইনচেস্টার খালি হয়ে যেতে ইন্ডিয়ানের অস্ত্রটা ব্যবহার করল। ওটা খালি হয়ে যেতে দুটো অস্ত্রেই গুলি ভরল নিষ্কম্প হাতে। ক্ষণিকের জন্য গোলাগুলি থেমে গেছে। পাশে কার যেন উপস্থিতি। তারপর লোনি মিনডোর গলা শুনতে পেল ও কানের কাছে। 'সোনার ব্যাপারে যা বললে তা সত্যি, জনসন?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল, তারপর মিনডো জিজ্ঞেস করল, 'কাউকে লাগাতে পেরেছ?'

'দু'জন।'

'বড় বেশি অন্ধকার,' নিচু গলায় বলল মিনডো। কেমন যেন ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল তার কণ্ঠ। 'জনসন? আমি বোধহয় শেষ পর্যন্ত টিকব না।'

'কী যে বলো!'

'সত্যি।' ক্লান্ত শোনাল গানম্যানের কণ্ঠ। 'আর কতো রক্ত ঝরবে? এমন কোথাও যদি চলে যেতে পারতাম যেখানে নতুন করে সব শুরু করতে পারব। কেউ আমাকে ভয় পাবে না, কেউ ঘৃণা করবে না–না, তা সম্ভব নয়।' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মিনডো। 'ভেবেছিলাম মেক্সিকোতে পারব, কিন্তু এখন কেমন যেন একটা দ্বিধা দোলা দিচ্ছে মনে।'

কয়েকশো গজ পুবে একত্র হয়েছে ইন্ডিয়ানরা। ইউমা জোহানের মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। 'লড়াই শেষ,' তিক্ত গলায় বলল সে। 'আর রক্তপাতের দরকার নেই। অনেক বেশি জান নষ্ট হয়েছে।'

'ওরা সাধারণ মানুষ,' আপত্তির সুরে বলল হ্যাকার।

'আমরাও মানুষ,' বলল ইউমা জোহান। 'পরে আবারও কখনও আসা যাবে।'

'না,' কঠিন হয়ে উঠল হ্যাকারের চেহারা। 'এই লোকগুলোকে আমি চাই। বিশেষ করে রে জনসনকে।'

'আমি চললাম,' উঠে দাঁড়াল ইউমা জোহান। 'আর কেউ যাবে আমার সঙ্গে?'

দু'জন ইন্ডিয়ান উঠে দাঁড়াল। তিনজন চলে যাওয়ার পরে অন্যদের ওপর নজর বোলাল হ্যাকার। আর রয়েছে সে ছাড়া মাত্র চারজন। প্রত্যেকের ভাগে বেশি টাকা পড়বে। কিন্তু বাড়ি ফিরলে এই অভিযানটাকে অভিশপ্ত বলে মনে করবে সবাই। মনে করবে তার সৌভাগ্যের দিন শেষ হয়ে গেছে। এতোদিন সফল হয়েছে সে। লোকক্ষয় ছাড়াই বন্দি ধরে নিয়ে ফিরেছে। তরুণরা উৎসাহ নিয়ে তার দলে যোগ দিয়েছে। কিন্তু এরপরে হয়তো লোক যোগাড় করাই কঠিন হয়ে যাবে।

সঙ্গীদের নিয়ে সৈকতের দিকে এগোল হ্যাকার। একটা মৃত ঘোড়া আর কয়েকটা পায়ের দাগ ছাড়া আর কিছু পেল না। শিকার পালিয়েছে। আগে আগে চলল হ্যাকার।

অ্যাম্বুশটা সফল হতো, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তা তো হয়ইনি, মারাও গেছে দু'জন।

'ওই দেখো,' তরুণ এক ইয়াকি বালিতে কালো দাগ দেখাল।

রক্ত! সাদামানুষদের দলে একজন মারাত্মক আহত হয়েছে।

আগেই টের পেয়েছে লোনি মিনডো। সিকি মাইল হাঁটতেই পা দুটো সীসের তৈরি বলে মনে হতে শুরু করেছে তার। স্পীডির রাশ আঁকড়ে ধরল।

'মিনডো? কী ব্যাপার?'

'ফুটো করে দিয়েছে। বুকে।'

'খারাপ?' থেমে দাঁড়াল টাইসন।

'হ্যাঁ। ওদের হাতে আমাকে ফেলে যেয়ো না। দরকার হলে গুলি করে মেরে রেখে যাবে। ওদের হাতে পড়তে চাই না আমি।'

'পড়বে না।'

'যা বলেছি মনে রেখো।'

থেমেছে বেননও। কাউকে ইন্ডিয়ানদের অত্যাচারের মধ্যে ফেলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। 'এখানেই থামব আমরা,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। 'এখান থেকে উপসাগর দেখা যাবে। জায়গাটা উঁচুও। আগুন জ্বেলে সঙ্কেত দিতে পারব।'

'ইন্ডিয়ানরা,' দুর্বল শোনাল মিনডোর গলা, 'ওরা আসছে।'

'ফাঁদ পাতি না কেন,' বলল টাইসন। 'এরচেয়ে ভাল জায়গা চট করে পাওয়া যাবে না।'

তীর বরাবর অনেক পাথর পড়ে আছে। ওগুলোর পেছনে থামল ওরা। লোনি মিনডো শুয়ে পড়ল বালির উপরে।

কিছুটা দূরে একটা ব্লাফের ধারে জড়ো হয়েছে অনেকগুলো সী লায়ন। জোয়ার আসছে। সাড়া পড়ে গেল জন্তুগুলোর মধ্যে। বেননের কানের কাছে ফিসফিস করল লিনিয়া। 'কী করব আমরা?'

'অপেক্ষা।'

'মিনডো?' ডাক দিল টাইসন। 'কী অবস্থা?'

'খারাপ।'

বিড়বিড় করে গাল বকল টাইসন।

হঠাৎ বলে উঠল লিনিয়া, 'রে! আলো! পানিতে!'

এবার সবাই দেখতে পেল ওরা। বেশ দূরে, কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সন্দেহ নেই নৌকোটা নোঙর করে রাখা আছে। দুলছে জোয়ারের ঢেউয়ের দোলায়। দুলছে বলেই পাটাতনে রাখা লণ্ঠনের আলোটা দেখা যাচ্ছে।

'পেরেছি আমরা, নিচু গলায় বলল মিনডো। 'আমাদের জন্যে জাহাজ অপেক্ষা করছে!'

মিনিটগুলো ধীরে ধীরে পার হচ্ছে। সী লায়নদের মাঝে সামান্য নড়াচড়া ছাড়া চারপাশ একেবারেই স্থির। ব্লাফের কালো গা ওদের সম্পূর্ণ আড়াল দেবে। আওয়াজ হলে কেউ যদি শোনে

তো মনে করবে সী লায়নদের করা আওয়াজ।

উইনচেস্টারটা হাত বদল করল বেনন। এই একটা রাইফেলই আছে এখন ওর কাছে। ম্যাগাজিন গুলিতে ভরা। ইন্ডিয়ানের গানবেল্ট হাতড়ে দেখল, .৪৫ বুলেট সব। রাইফেল আর সিক্সগান দুটোতেই ব্যবহার করতে পারবে। মোট পঁচাত্তর রাউন্ড।

ইন্ডিয়ানদের দেখা পাওয়ার আগেই বালিতে তাদের পায়ের খসখস আওয়াজ পেল ওরা। তীক্ষ্ণ নজরে অন্ধকারে তাকিয়ে আবছা কিছু নড়াচড়া দেখা গেল শুধু। একটা আকৃতিও স্পষ্ট নয়।

হঠাৎ নিচু গলায় বলে উঠল লিনিয়া, 'টাইসন! না! নৌকা কাছেই আছে। কাল সকালেই হয়তো জাহাজে উঠে পড়তে পারব। লড়তে হবে না।'

'না,' দৃঢ় শোনাল টাইসনের গলা। 'কোন সুযোগই পাব না আমরা।'

রাইফেল হাতে তুলে নিল সে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে মিনডো, রাইফেল কাঁধে ঠেকাল সে-ও। একটা পাথরের আড়াল নিয়ে অস্ত্র তৈরি রাখল বেননও।

নড়াচড়া বা অস্ত্রের নলে ক্ষয়া চাঁদের আলোর ঝিলিক, যে কারণেই হোক, তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে দলের লোকদের সাবধান করল হ্যাকার।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল টাইসনের রাইফেল। তার অস্ত্রের গর্জন মিলিয়ে যাওয়ার আগেই হুঙ্কার ছাড়ল মিনডো আর বেননের আগ্নেয়াস্ত্র।

চিৎকার করে উঠল এক লোক। একটা ঘোড়া নাক দিয়ে ভয়ের আওয়াজ করে ছুট দিল। ওদিক থেকে পাল্টা গুলি করে জবাব দেওয়া হলো। পাথরে বাড়ি খেয়ে ছিটকে গেল কয়েকটা বুলেট।

কাউকে লক্ষ্য করে গুলি করবার কোন উপায় নেই। আবছা

আলো ঝাপসা নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে। সেদিকেই গুলি করছে টাইসন, বেনন আর মিনডো। পেছনের কালো ব্লাফের কারণে ওদের গানফায়ার ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না ইন্ডিয়ানরা।

হঠাৎ থেমে গেল গোলাগুলি। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের খটাখট আওয়াজ পাওয়া গেল। পলায়মান ঘোড়ার আওয়াজ লক্ষ্য করে শেষ গুলিটা করল বেনন। একটা আর্তচিৎকার শুনতে পেল।

একটু পরেই চিৎকার করল এক ইন্ডিয়ান। 'হ্যাকার খতম! পিছাও!'

নীরবতা নামল তারপর।

সৈকতে ঢেউ আছড়ে পড়বার ছলাৎ-ছল আওয়াজ, বাতাসের মৃদু হিসহিস ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। আকাশের তারাগুলো মিটমিট করে জ্বলছে।

'এবার?' নীরবতা ভাঙল লিনিয়া।

'অপেক্ষা করতে হবে,' থমথমে গলায় জানাল টাইসন।

বালির মধ্যে নিচু স্বরে গুঙিয়ে উঠল কে যেন। তারপর ফুঁপিয়ে দম নিল।

'টাইসন?' খুবই দুর্বল মিনডোর গলা। 'জনসনকে সোনা নিয়ে চলে যেতে দাও। ওগুলোর জন্যে এতো খুনাখুনি...'

কথা শেষ করতে পারল না আউট-ল। পাল্‌স্‌ পরীক্ষা করে দেখল বেনন। নেই।

'আমিও একই কথা ভাবছি, লোনি,' চাপা গলায় বলল টাইসন।

কাঁধ ঝাঁকাল বেনন। গানম্যানের কথা বিশ্বাস করেনি। নিচু স্বরে বলল, 'যাকে বলছ সে এখন আর নেই।'

তেরো

প্রথম ভোরের ধূসর আলোয় সাগরটাকে ইস্পাতের মতো দেখাল। অনেকখানি দূরে দেখা গেল পাল গোটানো জাহাজটার কালো খোল।

সৈকতে পড়ে আছে আহত চার ইন্ডিয়ান যোদ্ধা, অসহ্য যন্ত্রণায় দেহ মোচড়াচ্ছে। হ্যাকারের দেহ স্থির, নড়বে কখনও আর।

উঠে দাঁড়াল বেনন, রাইফেলের নল থেকে শিশির মুছে ফেলল।

'আমাদের বোধহয় আগুন জ্বেলে সঙ্কেত দেয়া উচিত,' বলল লিনিয়া। 'আমাদের ফেলেই যদি চলে যায়?'

ঢেউয়ের সঙ্গে সৈকতে ভেসে আসা কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালল ওরা। লোনি মিনডোর লাশের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে হ্যাট খুলল বেনন, শেষ সম্মান জানাল নতুন করে বাঁচতে চাওয়া এমন এক মানুষকে, যে সত্যি ভাল হয়ে যেতে চেয়েছিল।

'ওকে হারিয়ে সত্যি খারাপ লাগছে,' পাশ থেকে বলল টাইসন। থমথম করছে চেহারা। ঠোঁটের কোণে একটা সিগারেট ঝুলিয়ে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল। 'জনসন, ম্যাচ আছে তোমার কাছে?'

শার্টের পকেটের দিকে হাত বাড়াল বেনন, আর ঠিক তখনই ড্র করল টাইসন। দু'জনের দূরত্ব মাত্র ছয় ইঞ্চি। অসম্ভব চালুহাত

টাইসনের!

ঝটকা খেয়ে নীচে নামল তার ডানহাত, খপ করে অস্ত্রের বাঁট চেপে ধরল, তারপর মসৃণ পিচ্ছিলতায় খাপ থেকে তুলে আনতে শুরু করল সিক্সগান। সাবলীল ভাবে নলটা উঠে এলো প্রতিপক্ষের বুক বরাবর, বহুদিনের অভ্যেসের ফলে কোন অসুবিধেই হলো না, আগেও অনেক মানুষ কিছু বুঝবার আগেই মরেছে তার হাতে।

নলটা ঠিক জায়গা মতো এসেছে। কিন্তু কোমরের কাছে কী যেন প্রচণ্ড আঘাত করল! অবাক বিস্ময়ে টাইসন খেয়াল করল যে রে জনসন গুলি করছে!

দ্বিতীয় গুলিটা প্রথমটার প্রায় সঙ্গেই হলো! পাক খেয়ে ঘুরে গেল টাইরেল টাইসন। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না কী ঘটছে। তার প্রথম গুলি বালিতে নাক গুঁজল। আরেকটু হলে নিজের পায়ের গোড়ালি উড়িয়ে দিয়েছিল সে। দু'পা পিছিয়ে গেল টাইসন। ধপ করে একটা পাথরের ওপরে বসে পড়ল। আঙুল থেকে খসে পড়ে গেল সিক্সগানটা।

'তুমি মিনডোকে বলেছিলে সোনা নিয়ে যেতে আমাকে বাধা দেবে না,' শান্ত স্বরে বলল বেনন।

'মারা যাচ্ছিল ও! তোমাকে ধোঁকা দিতে চেয়েছিলাম।'

'ও তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল, টাইসন,' বলল গম্ভীর বেনন। 'জানত কী ঘটতে যাচ্ছে। গত কয়েকদিন অনেক চিন্তা করেছে ও। বোধহয় বুঝে ফেলেছিল আমি কে।'

'তুমি? কে?' কোমরের ক্ষতটা ছেড়ে বুকের ক্ষতটা চেপে ধরল টাইসন বিকৃত মুখে।

'রক বেনন। এক সময়ের জঘন্য এক আউট-ল গানফাইটার।'

'শালা লোনির বাচ্চা,' দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সামলাচ্ছে টাইসন। নোংরা আরও কয়েকটা গাল বকল। 'কুত্তার বাচ্চা আমাকে কিছু বলেনি। বললে আমি···পেছন থেকে চেষ্টা···না

বোধহয়। ওর কথা শুনলেই ভাল করতাম।'

কাত হয়ে পড়ে গেল টাইসন পাথরের ওপর থেকে বালিতে। চোখ উল্টে গেল। তারপরও দুর্বল স্বরে বলল, 'আগুন জ্বালো, বেনন। পাল তুলেছে জাহাজ?'

সাগরের দিকে তাকাল বেনন, পরক্ষণে চমকে গেল হ্যামার ওঠানোর ধাতব ক্লিক শব্দে। দেরি না করে ঝাঁপ দিল ও বামপাশে, বালিতে পড়েই দেহটা গড়িয়ে সরে গেল একটা ছোট পাথরের আড়ালে। ওর মাথার পাশে বালিতে গাঁথল টাইসনের বুলেট। পাথরের আড়াল থেকে চট করে মাথা উঁচু করল বেনন, পরপর এতো দ্রুত তিনটে গুলি করল যে আওয়াজে মনে হলো একটাই গুলি। প্রতিবার ঝাঁকি খেল টাইরেল টাইসনের দেহ। কুঁকড়ে গেল লোকটা। তারপর বারকয়েক কেঁপে স্থির হয়ে গেল চিরতরে।

উঠে দাঁড়িয়ে লিনিয়ার দিকে তাকাল বেনন। 'কখনও হাল ছাড়েনি,' বেসুরো শোনাল ওর কণ্ঠ।

'আগুন জ্বালছি,' মৃতদেহগুলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল লিনিয়া।

বেননের কাছ থেকে ম্যাচ নিয়ে আগুন ধরাল। ভেজা কাঠে প্রচুর ধোঁয়া হচ্ছে, জাহাজ থেকে দেখতে না পাওয়ার কোন কারণ নেই। এবার ব্লাফের কাছে চলে গেল লিনিয়া, পাথরের মাঝের একটা গর্তের ধারে বসল, নামিয়ে দিল দু'হাত। তুলে আনল একটা লোহার বাক্স। জং ধরে গেছে, কিন্তু এখনও নষ্ট হয়নি। 'জায়গাটা চিনেছি আগেই।' বাক্সটা দেখাল। 'এটার জন্যেই এসেছিলাম। আমার পরিবারের শুধু এটাই আছে এখন আমার কাছে।'

'ওরা একটা নৌকা নামিয়েছে,' বলল বেনন।

মিনডো আর টাইসনকে বালিতেই কবর দিল ও। আহত ইন্ডিয়ানরা আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে, তাদের খুঁজতে গেল না।

সোনার বস্তাগুলো নিয়ে যখন পানির কিনারায় যেতে পারল ততোক্ষণে অনেক কাছে চলে এসেছে নৌকো। দু'জন নাবিক চালিয়ে আনছে ওটা।

'ম্যাগুইয়ার?' জিজ্ঞেস করল একজন বেননকে।

কাঁধ ঝাঁকাল বেনন। 'মারা গেছে ও। আমরা যাচ্ছি ওর বদলে।'

'এমন তো কথা ছিল না,' প্রতিবাদের সুরে বলল দ্বিতীয় নাবিক। 'প্রতিদিন আমাদের বিশ ডলার করে দেয়ার কথা। সে না হলে...'

'তা-ই পাবে।'

এবার আর আপত্তি করল না দু'জনের কেউ। একজন হ্যাট খুলে লিনিয়াকে বাউ করল, যেন এতোক্ষণে দেখেছে।

সোনার বস্তাগুলো তুলবার পরে নৌকোয় লিনিয়াকে উঠতে সাহায্য করল বেনন। স্পীডির দড়ি ধরে নিজেও উঠে পড়ল। জাহাজে উঠতে পনেরো মিনিট লাগল, স্পীডিকে বেঁধে টেনে তুলতে আরও দশ মিনিট।

রওনা হয়ে গেল ওরা মেক্সিকোর ম্যাযাটলানের উদ্দেশে। বেনন ঠিক করেছে, ওখানে কোন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে স্বর্ণমুদ্রাগুলো গভর্নরের ছোট ভাইয়ের ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেবে। বিশ্রাম নেবে কয়েকদিন, তারপর ঘুরপথে লিনিয়াকে পৌঁছে দেবে গভর্নরের কাছে। মেঝ ভাইয়ের পালক মেয়েকে ফিরে পেয়ে খুশি হবেন ভদ্রলোক। হাসল বেনন অনাবিল। লিনিয়া মেয়েটা বাচাল নয়। লিনিয়ার সঙ্গ ভাল লাগবে ওর।

***